শ্রীরূপসনাতন।



শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু, বি-এ।

শ্রীরূপসনাতন।

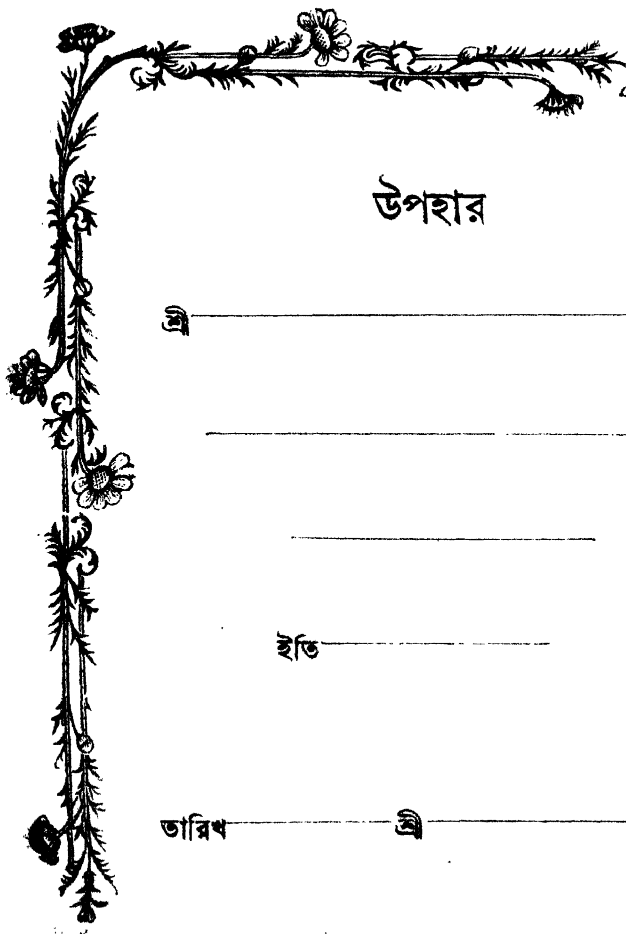
(স্ত্রীচরিত্রবর্জ্জিত)

"কালেন বৃন্দাবন-কেলি-বার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য
কৃপামৃতেনাভিষিষেচ দেবঃ
তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ।"

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বসু, বি-এ।

ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়,
রাঁচি,
১৩৩৪।

মূল্য বার আনা মাত্র।



উপহার

শ্রী ____________________

____

____

ইতি ____________________

তারিখ ____________ শ্রী ____________



ভক্ত-সাধু—শ্রীগোপীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভূমিকা।

রসের সৃষ্টি এবং পুষ্টিসাধনই কাব্যের লক্ষ্য। জনসাধারণের প্রবৃত্তির অনুকূল লৌকিক ভাব অবলম্বনে বিকৃত রসের সৃষ্টি বা পুষ্টি দ্বারা লোকপ্রিয়কাব্য রচনা করিতে যে জাতীয় প্রতিভার আবশ্যক, শ্রীরূপসনাতনের বৈরাগ্যোজ্জ্বল চরিত্রকে আশ্রয় করিয়া কল্যাণময় অথচ হৃদয়গ্রাহী কাব্য রচনায় সে জাতীয় প্রতিভার স্থান নাই। বাস্তব জগতের নিখুঁত চিত্র অঙ্কনে কাব্যকলার বিকাশ সাধন হয় বটে, এবং তাহা দ্বারা পাঠক পাঠিকার রসাস্বাদনের বিচিত্র সামগ্রী গড়িয়া তোলাও সম্ভব বটে, কিন্তু দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় কাব্য ও সাহিত্যে লোকের ভোগপ্রবৃত্তির ইন্ধন সংগ্রহ করিতে চেষ্টা না করিয়া বিশুদ্ধ রসাস্বাদনের ভিতর দিয়া নির্ম্মল অথচ গভীর ভাবাত্মক রুচি গঠন করিতে চেষ্টা করা উচিত কিনা তাহা ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য। রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বসু মহাশয়ের শ্রীরূপসনাতন নাটক পাঠ করিয়া মনে হয়, এই শ্রেণীর কাব্য দ্বারা নৈতিক শিক্ষা ও সুধীজনের চিত্তবিনোদন এই উভয় উদ্দেশ্যই একসঙ্গে সাধিত হইতে পারে। মজাদার উপন্যাসে, লঘুভাবাত্মক গল্পসাহিত্যে অথবা আদিরসাশ্রিত দৃশ্যকাব্যে কল্পিত নায়ক নায়িকার ভাবভঙ্গী বর্ণনা করিয়া অথবা চমকপ্রদ জীবনবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া মানুষের মনে উন্মাদনা সৃষ্টি করিবার যে যুগ চলিয়াছে, আমাদের মনে হয়, ভাবের প্রতিক্রিয়ার ধারা হিসাবে তাহার পরিবর্ত্তনেরও সময় আসিয়াছে। কাব্য ও সাহিত্যে ভাবী যুগের সূচনার নিদর্শন

স্বরূপই আজ আমরা শ্রীরূপসনাতন নাটকখানা লাভ করিয়াছি। বাঙ্গলার সাহিত্য ভাণ্ডারে এই ক্ষুদ্র দৃশ্যকাব্যের কোথায় স্থান হইবে তাহা নির্ণয় করা, বাঙ্গলার নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার ক্রমবিকাশের গতির উপর অনেকটা নির্ভর করে। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, এই উদীয়মান লেখক এই নাটক লিখিতে গিয়া যে প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন তাহা বর্ত্তমান সাহিত্যক্ষেত্রে খুবই দুর্ল্লভ। শ্রীরূপসনাতনের জীবনের ঘটনার ভিতর দিয়া তাঁহাদের চরিত্রের মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য বর্ণন, তাঁহাদের সাধারণ কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া বৈষ্ণব দর্শনের মূলতত্ত্বগুলির সরল, সহজ অথচ চিত্তাকর্ষক বিবৃতি এবং সর্ব্বোপরি ভক্তজনের আস্বাদন উপযোগী অনেক নিগূঢ় ভাবের বিশ্লেষণ-কৌশল এই গ্রন্থখানিকে নিশ্চয়ই সুধীজনের সমাদরের সামগ্রী করিয়া রাখিবে। গ্রন্থকার বর্ত্তমান সাহিত্য জগতে সুপরিচিত না হইলেও বেশীদিন তিনি অপরিচিত থাকিবেন না ইহাই আমার বিশ্বাস।

দৃশ্যকাব্যের বর্ত্তমান সময়ে যে ভাবে ব্যবহার চলিয়াছে তাহাতে নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া ক্ষুদ্র পল্লীগ্রামেও যুবকদের মধ্যে অভিনয়ের কলাকৌশল প্রদর্শন করিবার একটা প্রবল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। এই প্রকার অভিনয়ে যে শ্রেণীর নাটক অভিনীত হয় তাহার আভ্যন্তরিক রুচি এবং চরিত্র বর্ণনের উপর জনসাধারণের জাতীয় শিক্ষা অনেকটা নির্ভর করে। আমোদ প্রমোদ একেবারে বন্ধ করিতে উপদেশ দিলে সেই উপদেশ কেহ গ্রহণ করিবে বলিয়া মনে হয় না। তবে আমোদ প্রমোদের ধারা এরূপভাবে পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক, যাহাতে জন সমাজ উহা দ্বারা

ক্ষতিগ্রস্ত হইতে না পারে। বর্ত্তমান বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ নাটক খুব কমই আছে যাহা অভিনয় করিলে যুবকদের চিত্ত লঘু-ভাবের সাময়িক উত্তেজনায় ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। শ্রীরূপসনাতন নাটক রচনা করিবার সময় গ্রন্থকার সেই দিকে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়াছেন। বিদ্যালয়ের বালকগণের পক্ষেও এই নাটক অভিনয় করিলে কোনরূপ দুর্নীতির প্রশ্রয় পাইবার সম্ভাবনা নাই। অধিকন্তু বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদের ভিতর দিয়া, এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের মহান্ আদর্শ অনুকরণ ব্যপদেশেও অনুশীলন করিতে গিয়া তাহাদের চরিত্রবল ও নৈতিকবল বৃদ্ধিই হইবে। শান্তরসের সঙ্গীত এবং কথাবার্ত্তার ভিতর দিয়া বিশুদ্ধ সাত্ত্বিকভাবেই তাহাদের চিত্ত পূর্ণ হইবে। এই হিসাবেও শ্রীরূপসনাতন নাটক রচনা করিয়া গ্রন্থকার দেশের নৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন সাধনে যত্ন করিয়া ধন্যবাদের পাত্র হইয়াছেন।

শ্রীরূপগোস্বামীর এবং শ্রীসনাতন গোস্বামীর জীবনের সব ঘটনা অথবা তাহাদের প্রচারিত সব তত্ত্বের বিবরণ প্রকাশ করা একখানা দৃশ্যকাব্যে সম্ভবপর নয়, গ্রন্থকারের তাহা উদ্দেশ্যও নহে। বাঙ্গলার এই মহাপুরুষদ্বয়ের চরিত্রবল, নির্ভীকতা, নির্ভরভাব, ত্যাগ, বৈরাগ্য এবং ভগবৎপ্রেম আদর্শ হিসাবে আশ্রয় করিয়া যাহাতে বাঙ্গলার নরনারী আদর্শ জীবন গঠন করিতে পারে তদনুরূপ দৃশ্যের সমাবেশ করিয়া তিনি ক্ষান্ত হইয়াছেন। এই ঘটনা সমাবেশের কৌশলের মধ্যেই তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। হুসেন সাহের শ্রীসনাতনকে প্রলুব্ধ করিয়া রাখিবার প্রয়াস, এবং পরে অনিবৃত্ত সনাতনকে ভয় প্রদর্শন, ও কারাগারে নিক্ষেপ, এবং মনের দৃঢ়তার

বলে সনাতনের মুক্তিলাভ, গ্রন্থকার একটা সনাতন সত্যরূপে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীসনাতনের সঙ্গী ঈশানের অর্থাসক্তি এবং বৈরাগ্যবলে দস্যুর মনোজয় সাধারণ ঘটনা হইলেও এরূপ চিত্তাকর্ষকভাবে তাহা বিবৃত হইয়াছে যে তাহাতে শ্রীসনাতনের জীবনে ত্যাগ ও প্রেমের আশ্চর্য্য সমাবেশ ফুটিয়া বাহির হইয়াছে। কাশীধামে চন্দ্রশেখরের বাড়ীতে ভোট কম্বল ত্যাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ঘটনার ভিতর দিয়া অকিঞ্চন অবস্থা প্রাপ্তির চিত্র যে ভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিলে বর্ত্তমান সময়ের জীবনবীমাবাদিগণের অনেক শিক্ষা লাভ হইবে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত মিলন চিত্রটি সর্ব্বাপেক্ষা হৃদয়াকর্ষক হইয়াছে এবং ভক্তজনের নিত্য আস্বাদনের সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে।

শ্রীরূপসনাতনের জীবনের ভিতর যে পরমপুরুষের সন্ধানের নিমিত্ত সর্ব্বধর্ম্ম বিসর্জ্জনের তত্ত্ব রহিয়াছে তাহা নাটকখানির প্রত্যেক দৃশ্যেই লক্ষ্য করিবার বিষয়। পরম প্রেমাস্পদের আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া ভক্ত কি ভাবে সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া শ্রীভগবানের দিকে অগ্রসর হন্ তাহা পরম ভক্তের জীবনের ঘটনার ভিতর দিয়া প্রকাশ করাই এই গ্রন্থের প্রধান লক্ষ্য। বৈষ্ণব কবি তাঁহার মনোগত সেই উদ্দেশ্য সাধনে যে সফলতা লাভ করিয়াছেন ইহাই তাঁহার গ্রন্থ রচনার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আশা করি রসজ্ঞ পাঠকগণ এই দৃশ্যকাব্যের আভ্যন্তরিক রহস্যের কথা অনুধাবন করিয়া ইহার বিচার করিবেন।

পুরুলিয়া,
•ই ফাল্গুন, ১৩৩৪।

শ্রীনিবারণ চন্দ্র দাশগুপ্ত।

মানবের চরিত্র মোহনই হউক বা ভীষণই হউক, সমুজ্জ্বল ও চিত্তাকর্ষক লিপিমাধুরীতে তচ্চিত্র সুরঞ্জিত হইলে, উহা পাঠকের বা শ্রোতৃবৃন্দের হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া যে প্রকার, যতদূর ও যতশীঘ্র সুমঙ্গল ফল সমুৎপাদন, অর্থাৎ পরিণাম শুভকরতা বা অশুভসংঘটন দেখাইয়া সৎকর্ম্মে প্রোৎসাহিত ও প্রবর্ত্তিত করণ এবং অযুক্ত-কর্ম্মের প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি ও অরুচি উৎপাদন পূর্ব্বক তাহা হইতে নিবৃত্ত করণ দ্বারা—লোক সকলের কল্যাণ সাধন করে, এমত আর কিছুতেই করিতে পারেনা। ইহা সর্ব্বস্বীকৃত-সাধারণ সিদ্ধান্ত।

বিশেষ ব্যক্তিগণের বুদ্ধিগ্রাহ্য বিশেষ-সিদ্ধান্ত এই যে—মহোত্তম-মহাজন গণের পূতচরিত্রের আলোচনায়—মানবজীবনের সারধন ভক্তির ও প্রেমের মহিমা জীবহৃদয়ে জাগিয়া উঠে, এবং সেই মহিমার মলয়ানিলে ভক্তিপ্রেমের গন্ধ স্পর্শ ও গুণ বিন্দুর কণিকা পর্য্যন্ত প্রাণে সঞ্চার করণ দ্বারা ধর্ম্মজীবনের শ্রেষ্ঠতা সমুচ্চতা, লোকদুঃখাতীততার অনুভবে বুক ভরিয়া, ধর্ম্মজীবনের ভিত্তি প্রবর্ত্তন ক'রে দেয়,—এতদূর মহাভাগ্য পর্য্যন্ত তদ্দ্বারা লাভ হয়।

এই গ্রন্থের নায়ক—শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ও শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর ভুবন পাবন আদর্শ চরিত্র—পূর্ব্বোক্ত সর্ব্ব-সৌভাগ্যের দুই মহানিধিস্বরূপ। এই অতুলনীয়-ভ্রাতৃযুগল—প্রতিকূল

ভাবাপন্ন-বড়পরিবারে বাস করিয়া, মুসলমান নবাবের প্রধান পাত্র-মন্ত্রী হইয়া, নবাবকে পর্য্যন্ত আয়ত্বাধীন করিয়া, অতুল ঐশ্বর্য্য সম্পদের ও অপরিসীম প্রভুত্বের অধিকারী হইয়াও—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্যাদি ভগবদ্গীতোক্ত—আসুরীসম্পদে মত্ত হন নাই। জগৎকে দেখাইয়া গিয়াছেন আসুরীসম্পদ মলিন মনের বিকারসম্ভূত; এইগুলির অধীন হইলে—মহানুষ্ঠান-সম্পাদনের শক্তিতে বঞ্চিত এবং মানবজীবনের সার্থকতা ও ভগবৎ কৃপালাভে বিফল-মনোরথ হইতে হয়। অধর্ম্ম এবং অন্যায় ভগবৎপ্রসন্নতার পরম অন্তরায়।

মানবীয় সর্ব্বোচ্চসাধনের শিক্ষাদানেও এই ভ্রাতৃযুগল মহা-মণির ন্যায় পরমপ্রভাবান্বিত। ভক্তি সিদ্ধান্তের এবং রস-সিদ্ধান্তের পরিজ্ঞানেই মানবজীবনের সর্ব্বোচ্চতা ও সার্থকতা। অতএব শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধের বৈষ্ণব তোষণীনামা টিপ্পনী, দশমচরিত ও বৃহদ্ভাগবতামৃতাদি গ্রন্থে সুবিশুদ্ধ ভক্তিসিদ্ধান্ত, ভক্তিসাধনের ও ভক্তিরস আস্বাদনের সমুৎকৃষ্ট পদ্ধতি প্রচার দ্বারা এবং তদনুজ ও পরম প্রিয়তম-শিষ্য পূজ্যপাদ শ্রীমৎ রূপ গোস্বামী—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উজ্জ্বল নীলমণি, বিদগ্ধ মাধবনাটক প্রভৃতি সুখাস্বাদ্য বৈষ্ণব গ্রন্থাবলীতে সুবিশুদ্ধ রসের সিদ্ধান্ত ও তদাস্বাদনের প্রকার পদ্ধতি প্রচার দ্বারা জগদ্গুরু। এই মহা সত্যটি কৃতঘ্ন ও অবিবেকী ব্যতীত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

কিন্তু একালের একটি অসাধারণত্ব এইযে—যে বিষয়ে যাহার যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতার যত অভাব, ততই সেই বিষয়ে তাহার

গ্রন্থ লেখার আগ্রহ অধিক। তার ফলে নিজ নিজ রুচির অনুরূপ কল্পনার-মলিনতাময় রেখা পাত দ্বারা প্রচলিত বিদেশী-সভ্যতানুমোদিত প্রাকৃত-সত্ত্ব-সংমিশ্র-রজোগুণের বার্ণিশ বিলেপনে অনেকেই ধর্ম্মজগতের পূর্ণাদর্শ শুদ্ধসত্ত্বগুণাশ্রিত মহাপুরুষ বৃন্দের অনিন্দ্য সুন্দর বন্দনীয় চরিত্র কলঙ্কিত করিয়া ফেলেন। সেদুঃখে আমাদের ন্যায় বহু বৈষ্ণবের প্রাণ জর্জ্জরিত! কি আর কহিব? ভুবনমঙ্গলাবতার শ্রীমহাপ্রভুর সর্ব্বলোক পাবন সুমঙ্গল চরিত্রে পর্য্যন্ত কলঙ্ক কালিমার আঁচড়!!

ইহার ভিতরে আমরা একটি আনন্দের সংবাদ দিতে সমর্থ হইয়া সুখানুভব করিতেছি। সে সংবাদ—এই নাটক খানির রচয়িতা, প্রশংসিত-গ্রাজুয়েট্ হইয়াও ভক্তিশাস্ত্রাভিজ্ঞ পণ্ডিত, এবং সদ্‌গুরুর ও সদ্‌বৈষ্ণবের সঙ্গগুণে বৈষ্ণবপ্রবর বর্গের চরিত্র ও ভক্তি-সিদ্ধান্ত-রসকীর্ত্তনের সুরতালে সুপটু, সুতরাং ইহা বলা বাহুল্য যে এ গ্রন্থখানি সর্ব্বশ্রেণীর লোকের সমাদরের বস্তু ও উপকার সাধক নিশ্চয়ই হইবে।

আমার অবসর অতি অল্প, এই ভূমিকা লিখিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পরমপূজনীয় গোস্বামীযুগলের পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থগুলির অপূর্ব্বতা উপাদেয়তা ও তন্নিহিত শিক্ষা সকলের কিছু কিছু বিশ্লেষণ করিয়া বলিবার সাধ উপজাত হইলেও সময়াভাবে সে সৌভাগ্য ঘটিতে পারিলনা। দুঃখ রহিয়া গেল। এই স্থানেই পাঠক মহোদয়গণের চরণে আমার বিদায় দণ্ডবৎ।

বৃন্দাবন,
৭ ফাল্গুন, ১৩৩৪।

বৈষ্ণবজনকিঙ্কর
শ্রীকৃষ্ণপদ দাস।

নিবেদন।

শ্রীল রূপসনাতন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের দুই বিরাট স্তম্ভ। তাঁহারা গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষাতে লিখিয়া গিয়াছেন এবং জীবের প্রয়োজনীয় তত্ত্ব ও শ্রীভগবানের ও তৎপার্ষদের লীলাদি ভিন্ন অন্য কোন অবান্তর কথা তাঁহাদের কোন গ্রন্থে সন্নিবেশ না করায় বর্ত্তমান যুগে বাংলাদেশে তাঁহাদের সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মের পুনরভ্যুত্থানকালেও তাঁহাদের পূর্ব্বজীবনের বিশেষ ঘটনাবলীর সন্ধান পাওয়া সুদুষ্কর। তাঁহাদিগের পূর্ব্বজীবন সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তমাল, ভক্তিরত্নাকর, ও শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকাদি গ্রন্থে যে সামান্য উল্লেখ আছে, তাহাই মাত্র অবলম্বন করিয়া ১৩৩০ সালের চৈত্রমাসে এই গ্রন্থ লেখা আরম্ভ হয় এবং ১৩৩১ সালের চৈত্রের মধ্যে সমাপ্ত হয়। শ্রীরূপসনাতনের পরম পবিত্র তেজস্বী জীবন কর্ম্ম, জ্ঞান, ভক্তির মিলনক্ষেত্র; তাঁহাদের ঈশ্বরানুরাগ ও বিষয় বৈরাগ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যাহাতে দেশের নরনারীর মধ্যে শ্রদ্ধা আনয়ন করিতে পারে, এবং সর্ব্বপ্রকারের স্কুল কলেজের ছাত্রেরা ইহার অভিনয়ে হৃদয়ে পবিত্র প্রেরণা লাভ করিতে পারে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই গ্রন্থ লেখা হইয়াছে।

১৩৩৪ সালের মাঘমাসে বর্ত্তমান গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের মুকুটমণি প্রাতঃস্মরণীয় মহারাজা স্যর শ্রীযুক্ত মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর প্রতিষ্ঠিত রাঁচি ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়ের দশম বার্ষিক উৎসবে ব্রহ্মচারীছাত্রবৃন্দ কর্ত্তৃক ইহা সর্ব্বপ্রথমে অভিনীত হইয়াছে।

লেখক জীবনে অভিনয় দর্শনের সুযোগ বিশেষ পান নাই—তজ্জন্য যথেষ্ট ভুল ত্রুটি থাকার সম্ভাবনা। যেন তেন প্রকারে শ্রীভগবানের নাম লইয়া ও মহাভাগবতের গুণকীর্ত্তন করিয়া আত্মশোধন করাই তাঁহার এই গ্রন্থলেখার উদ্দেশ্য। যাঁহাদের প্রেরণা, সহানুভূতি ও সাহায্য পাইয়া এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল তাঁহাদের চরণে কোটি নমস্কার।

অলমতি বিস্তরেণ
ইতি বিনীত গ্রন্থকার।

এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিত্যধামগত মদীয় পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের নিরাশ্রয় পরিবারের সেবায় ব্যয়িত হইবে।

গ্রন্থকার।

পরিচয়।

হুসেন শাহ	...	গৌড়ের বাদশাহ।
কেশব ছত্রী	...	ঐ বিশ্বস্ত হিন্দু কর্ম্মচারী।
ফকীর	...	মুসলমানবেশী কোন দিব্যদৃষ্টি সম্পন্ন হিন্দু সাধক (শ্রীগৌরাঙ্গের কৃপাপ্রাপ্ত)
ধুনিরাম	...	ঐ শিষ্য।
সেবারাম	...	ঐ ঐ।
সন্তোষ; সাকর মল্লিক	...	রূপের পূর্ব্বাশ্রমের দুইটি নাম।
অমর; দবীর খাস	...	সনাতনের পূর্ব্বাশ্রমের দুইটি নাম।
নৃসিংহানন্দ	...	শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত।
শ্রীনিত্যানন্দ।		
শ্রীগৌরাঙ্গ।		
শ্রীহরিদাস ঠাকুর।		
বল্লভ	...	রূপসনাতনের ভ্রাতা।
জীব	...	বল্লভের পুত্র।
ঈশান	...	সনাতনের পুরাতন ভৃত্য।
ছদ্মবেশী মদনগোপাল।		
হবুসেখ	...	কারারক্ষক।
শ্রীকান্ত	...	সনাতনের ভগ্নীপতি।
চন্দ্রশেখর	...	শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত (কাশীবাসী)।

গ্রামবাসিগণ; চোপদার; প্রধান মিস্ত্রী; ভিখারী; রাজভৃত্যগণ; কোতোয়াল; দূত; ভক্তগণ; রাজকর্ম্মচারী; রাজবৈদ্য; ভুঁইয়া; গণৎকার।

শ্রীরূপসনাতন

প্রথম অঙ্ক

১ম দৃশ্য।

স্থান—গৌড় (বাংলার রাজধানী), রাজপ্রাসাদ, বাদশাহের কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ণ।

সিংহাসনে আসীন গৌড়েশ্বর বাদশাহ হুসেন শাহ সৈয়দ, পার্শ্বে উপবিষ্ট কেশবছত্রী

হুসেনশাহ। সুদূর আফগান থেকে যখন দুরন্ত পিপাসা বুকে নিয়ে ভারতের দিকে ছুটে এসেছিলাম, সে যে কি উদ্দাম প্রেরণা, কি বিপুল আবেগ,—তার টানে যখন দিগ্বিদিগ্‌ হারা হ'য়ে হিন্দুস্থানের এক প্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত অতিক্রম ক'রেছিলাম তখন একবারও ভাবিনি যে, চিরশান্তির নিত্যনিকেতন, প্রকৃতির বৈচিত্র্যময়ী লীলার ক্রীড়াপুত্তলি, সোণার বাংলার সিংহাসনই আমার শেষ লক্ষ্য হবে—

(সহসা মুণ্ডিতমস্তক জনৈক ফকীরের প্রবেশ)

ফকীর। বাংলার বাতাসে, জ্যোৎস্নামাখা তার শরৎ আকাশে, তার সে মৃদুপ্রবাহিনী তটিনীর কুলুকুলুনাদে যে মধু মাখা আছে,—তার সে বসন্ত উদ্যানের পাগল পাপিয়ার কুহুতানে, সরলা

পল্লীবালার উদাস আকুল চাহনীতে যে পাগলকরা মদিরা জড়ান আছে, পারবে কি তুমি হুসেনশাহ তার পবিত্র মর্য্যাদা রাখ্‌তে? তার দুকুলভাঙ্গা বেগ সাম্‌লাতে?

হুসেনশাহ। কে আপনি অতর্কিত প্রবেশকারী ফকীরবেশী? উজ্জ্বল তেজোব্যঞ্জক বিস্ফারিত চক্ষে কি অপার শান্তির স্নিগ্ধ আভা, কি প্রগাঢ় স্থির সৌম্যমূর্ত্তি অথচ বিশ্বভেদী কি তীক্ষ্ণদৃষ্টি—

কেশব। জাঁহাপানা, ইনিই সেই সাকুর্ম্মার সিদ্ধ ফকীর। পরম জ্ঞানী, পরম ভক্ত, কর্ম্মবীর। অন্ধ আতুরের পরম আশ্রয়। আপনার পরম শুভাকাঙ্ক্ষী।

ফকীর। শোন হুসেনশাহ, হিন্দুস্থানের কোন সিংহাসনে ব'সে হিন্দুদ্বেষী পাঠান নৃপতির পক্ষে শান্তিরাজ্য স্থাপনের আশা বাতুলের উন্মত্ত প্রলাপ বই আর কিছু নয়;—শূন্যে সৌধ স্থাপনের কল্পনার ন্যায় সে আশা অলীকতার মাঝখানে ডুবে যাবে; হিন্দুমন্দির ভূমিসাৎ করা, হিন্দুর পূজাপদ্ধতি বন্ধ করার চেষ্টা তার প্রথম সোপান; তোমার এ বাংলার সিংহাসন হিন্দু-রাজা সুবুদ্ধিরায়ের কৃপালব্ধ, হিন্দুমন্ত্রী পুরন্দর বসুর বুদ্ধিচালিত,—বাংলার তক্তে ব'সে আজ তুমি তা ভুল্‌তে চ'লেছ। কিন্তু সাবধান, "নিমকহারাম বেইমান পাঠান" নাম নিয়ে যেন ধ'সে যেওনা, ধাপে ধাপে যেন নেমে যেওনা। অদৃষ্ট দেবতা তোমার প্রসন্ন, ভাগ্য আজ তোমার অনুকূল, কিন্তু প্রতিকূল হ'তে পলকের চেয়ে, এক নিমেষের চেয়েও বেশী সময় লাগেনা, সে কথা যেন স্মরণ থাকে।

হুসেনশাহ। ফকীর সাহেব, গোস্তাকি মাফ ক'র্বেন; আপনার অবিদিত কিছুই নেই; এই হিন্দুজাতটাকে আজ পর্য্যন্ত আমি একটুও বুঝতে পার্লাম না। আমরা তাদের ভা'য়ের মত বুকে তুলে নিতে কতবার চেষ্টা ক'রেছি, কিন্তু পারিনি। কি যে একটা ব্যবধান, একটা প্রবল ধাক্কা এসে সব চেষ্টা সব কৌশল ভেঙ্গে চুরে গুঁড়ো ক'রে দিয়ে গেছে। তাদের উন্মুক্ত হৃদয়ে শিশুর সারল্য, বিস্ফারিত নেত্রে সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি, বক্ষে প্রলয়কালীন ঝঞ্ঝার দুর্ব্বার সাহস দেখে বিস্ময়ে, শ্রদ্ধায়, পায় লুটিয়ে প'ড়তে ইচ্ছা করে, কিন্তু আবার ক্ষুদ্র তুচ্ছ স্বার্থের জন্য, যখন দেখি তারা শাঠ্য, জুয়াচুরি, ধাপ্পাবাজি ক'রতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করে না, তখন ঘৃণায়, ক্ষোভে সর্ব্বশরীর কেঁপে ওঠে, শিরায় রক্ত উষ্ণ হ'য়ে ওঠে, মনে হয় ছুটে গিয়ে তার টুঁটি চেপে ধ'রে একেবারে নিঃশেষ করে দেই।

ফকীর। বাদশাহ এইখানেই যে তোমার একটা মস্তবড় ভুল র'য়ে গেল। তোমার ভাববার ধারাটাকে একটুখানি বদলে দাও; হিন্দু পর, তাকে আপন কর্ত্তে না গিয়ে'—আপন হিন্দু, তাকে পর হ'তে দিওনা। যে মুহূর্ত্ত হ'তে তুমি তাকে আপন বলে জানবে, দেখবে—তার চরিত্রের অসম্পূর্ণতা, তার শৌর্য্য বীর্য্য হীনতার ছায়াটুকুও তোমার দৃষ্টির গণ্ডী থেকে দূরে সরে গেছে। দেখ হুসেনশাহ, বিশাল এই হিন্দুজাতি। বিশাল মহীরুহ দেখেছ? তার বিশালতার প্রাচীনতার সঙ্গে সঙ্গে বহু পরাঙ্গপুষ্ট "পরগাছার আশ্রয়ীভূত হ'য়ে সে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে,

আজ ভারতেরও সেই দশা ; জগৎজোড়া তার সে আত্ম ত্যাগের কাহিনী আজ স্বার্থের কালিমায় ম্লান হ'য়ে গেছে, যার বীরপদভরে একদিন পৃথিবী টলমল ক'র্ত্ত, জাতীয় অশান্তি নিরসনের জন্য যারা হাসতে হাসতে সখার মত মৃত্যুকে আলিঙ্গন ক'র্ত্ত—এতটুকু বিষাদের ছায়া দেখা দিত না,—আজ তারা ঠিক তেমনটি নেই ; ঘৃণিত কপটতা, নীচ সঙ্কীর্ণতা, বীভৎস মড়কের মত এসে তাদের ঘিরে ধ'রেছে. তাদের মাথা তুলতে দিচ্ছেনা। তুমি তাদের রাজা, —আজ তারা তোমার দ্বারে তাদের ভগ্ন বাহুর ক্ষীণ শক্তি, উদ্দাম হৃদয়ের পূত ভক্তি, আর ঝঞ্ঝাকুল বক্ষের বিপুল সাহস নিয়ে ছুটে এসেছে, তোমায় তাদের মাতৃপূজার পুরোহিত পদে বরণ ক'র্ত্তে; —তুমি শুধু বাংলার রাজা নও, গৌড়ের বাদশাহ নও, এই তাদের মাতৃপূজার পুরোহিত ; এই আত্মত্যাগ সাধনায় দীক্ষিত সাধক।

হুসেনশাহ। আপনার কথায়, আপনার চাহনিতে যে পবিত্র প্রেরণা র'য়েছে, যে পরাক্রান্ত তেজের উন্মাদিনী মূর্চ্ছনা র'য়েছে, তার স্পন্দন আমার বুকের মাঝে স্পষ্ট বোধ হ'চ্ছে,—আমার এই বাহুতে সহস্র কেশরীর বিক্রম এনে দিচ্ছে, হৃদয় বিপুল উৎসাহে যেন তুই পাঁজর ভেঙ্গে লাফিয়ে উঠ্‌ছে।

ফকীর। ঐ দেখ, তোমার অদৃষ্ট আকাশে তুইটী অপূর্ব্ব সৌম্যমূর্ত্তি,—কি স্থির, কি শান্ত, যেন অসীমের ধ্যানে বিভোর, বিশ্বের প্রেমে পাগল, উজ্জ্বল প্রতিভায় জ্যোতিষ্মান্,—জ্ঞানভক্তির পবিত্র সঙ্গম কল্লোলে আত্মহারা ; ঐ দেখ তারা, এই মাতৃপূজার

উপাদান ল'য়ে, ফলপুষ্পে ডালি ভ'রে তোমারই মন্দির দ্বারে আস্‌ছে।

হুসেনশাহ। আমি বুঝতে পার্চ্ছিনা ফকীর সাহেব, এ মূর্ত্তি কার, মানব না দেবতা?

ফকীর। মানববেশী দেবতা তাঁরা, জ্ঞানমণ্ডিত শীর্ষ, হৃদয়ে প্রেমভক্তির উৎস—দেহ, মন জীবসেবায় পূত, বাংলার ব্রাহ্মণ তাঁরা—প্রাণহীন আচারের গণ্ডী ম্লান লজ্জায় তাঁদের পার ক'রে দিয়েছে, কর্ত্তব্যের উন্মাদ আহ্বান আজ তাঁদের বুকের মধ্যে বেজে উঠেছে; তাদের নাম—

হুসেনশাহ। (ব্যগ্রতা সহকারে) কি নাম তাঁদের ফকীর সাহেব?

ফকীর। (একটু স্থির থাকিয়া, বর্ত্তমান নাম অমর ও সন্তোষ গোপন করিয়া বলিলেন) তাঁদের নাম শ্রীরূপসনাতন; তোমার এ রাজ্যের উত্তরোত্তর সম্পদবৃদ্ধি তাঁদের আনুকূল্যের সাথে জড়ান আছে; প্রেম ধর্ম্মের গূঢ় অবতাররূপী কোন অদ্ভূত সন্ন্যাসীর দর্শনে বিষয়বীতশ্রদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত এই দেবতা ভ্রাতৃদ্বয় তোমার দুই বিপুল বাহুস্বরূপে তোমারই রাজ্যের হিতসাধনে ব্যাপৃত থাক্‌বেন—তারপর—তারপর—(ভাবজড়িত কণ্ঠে) থাক্ সে কথা।

(সহসা প্রস্থান)

হুসেনশাহ। আশ্চর্য্য এই ফকীর, ভীমকান্তির কি অপূর্ব্ব সমাবেশ—শিশুর সরলতার সাথে বজ্রকাঠিন্যের কি গূঢ় সংমিশ্রণ—ঝটিকার মত এসে আমার সাম্‌নে থেকে একটা তামসী পর্দ্দা

তুলে দিয়ে, একটা স্বপ্নের রাজ্য, একটা আশার কানন দেখিয়ে দিয়ে তেমনি ঝটিকার মত চ'লে গেলেন,—আর আমি স্তম্ভিত, বিস্মিত, চমৎকৃত হ'য়ে গেলাম! কি শুনলাম? একি সব বাস্তব না অলীক? রূপসনাতন? বাংলার শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ? কেশব, জান তুমি এই রূপসনাতন কে? সমগ্র বাংলা তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজে দেখ কোথায় তাঁদের বসতি।

কেশব। জো হুকুম, জাঁহাপানা।

(আলোক স্তম্ভ নির্ম্মাতা প্রধান মিস্ত্রী ও চোপদারের প্রবেশ
ও কুর্ণীশ করণ)

কেশব। জাঁহাপানার আদেশে আলোকস্তম্ভ নির্ম্মাতা প্রধান মিস্ত্রী ও চোপদার সমাগত।

হুসেনশাহ। গৌড়ের গগনস্পর্শী আলোকস্তম্ভ নির্ম্মাণ কার্য্যে তুমি যথেষ্ট কলাবিদ্যা কৌশলের পরিচয় দিয়েছ, তার জন্য উপযুক্ত পুরস্কার পাবে। স্তম্ভের সৌষ্ঠব শুনেছি সকলেরই নয়ন আকৃষ্ট ক'রেছে। উর্দ্ধে উন্মুক্ত নীল আকাশ, দূরে সুদূরে স্বাধীন উদার সাগর কল্লোল, দুই অসীমের মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে তার রত্ন খচিত গগনচুম্বি চূড়া; চল চল একবার সেই খানে দাঁড়িয়ে পূত শ্রদ্ধায়, অবনত শিরে হৃদয়ের সব অবসাদ উন্মাদনা সেই অসীমতায় ক্ষণকালের জন্য ডুবিয়ে দেই।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য ।

স্থান—আলোকস্তম্ভের চূড়া, সময়—অপরাহ্ন ।

উপবিষ্ট—হুসেনশাহ, কেশবছত্রী, প্রধান মিস্ত্রী ও চোপদার ।

(দূরে গীত)

দূরে কার ওই গীত শুনা যায় ।
কে যেন গাহিছে, সকলিত মিছে,
যা কিছু দেখিছ সব শূন্যময় ॥
যে পথের ভিখারী মুষ্টি ভিক্ষা করি,
দ্বারে দ্বারে ঘুরি জীবন কাটায়,
অদৃষ্টেরি খেলা, কি কুহক মেলা,
কাল তারে রাজার আসনে বসায় ॥
বাজীকরের বাজী, আজ রাজা সাজি,
হয়তো কাল তারে ভিখারী বানায় ॥
আবার মুদ্‌লে আঁখি, দেখি সবই ফাঁকি,
রবি শশী তারা শূন্যে শূন্যময় ॥

হুসেনশাহ। কেশব, আকাশের গায় জমাট বাঁধা কাল কাল মেঘ দেখেছ ? আমরা বুঝি তাদেরও আজ ছাড়িয়ে উঠেছি। রত্নরাজি খচিত অভ্রভেদী কুতবমিনারও বুঝি আজ আমাদের নীচে পড়ে আছে, বাদশা নামদার জেন্নাতবাসী কুতুবউদ্দিন অমরধাম থেকে দেখ্‌বেন, একদিন তাঁরই বাহুবল প্রতিষ্ঠিত এই ভারত সাম্রাজ্য হুসেনশাহের উদার শাসন নীতিতে, অপত্যনির্ব্বিশেষ প্রজাপালনে, শান্তির কোমল ক্রোড়ে বিশ্রাম লাভ কচ্ছে,

অশান্তির রেখাটুকুও তাতে থাকবে না। গৌড়েশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা বলে ভারতের একপ্রান্ত হ'তে অপর প্রান্ত তার বিজয়গাথা ঘোষণা কর্ব্বে।

কেশব। সিদ্ধ ফকীর তারই ইঙ্গিত ক'রে গেছেন, জাঁহাপানা। দুর্ব্বার বিক্রমের সাথে প্রাণারাম প্রজাপ্রীতির সম্মেলনে যাঁর হৃদয় পূত, বক্ষ স্ফীত, খোদাতালা তার সহায়, এই অকস্মাৎ ফকীরের আগমন তার প্রথম নিদর্শন!

হুসেনশাহ। এই আলোকস্তম্ভের গগনস্পর্শী শিখর থেকে সমগ্র বাংলা একখানা অঙ্কিত চিত্রের মত দেখা যাচ্ছে, সন্ধ্যার অস্তোন্মুখ তপনরশ্মি তার খরস্রোতা নদীগুলিকে রক্তিমরাগে রঞ্জিত ক'রেছে, আর এদিকে স্নিগ্ধ শান্ত চন্দ্রমা বিমল জ্যোৎস্নায় তার অঙ্গ ভ'রে দিয়েছে। স্তম্ভের মর্ম্মর প্রস্তরগুলি এই দু'য়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি অতুল শোভা ধারণ ক'রেছে! ধন্য কারিগর, তোমার শিল্পনৈপুণ্যের যথেষ্ট পরিচয় দিয়েছ, স্তম্ভের গায়ে খোদিত চিত্রগুলি তোমার স্থাপত্য বিদ্যার চাতুর্য্য ঘোষণা কর্ছে।

প্রধান মিস্ত্রী। জাঁহাপানার মেহেরবাণী। দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে বহু দূর দূরান্ত থেকে পাথর যোগাড় ক'রেছি, হাজার হাজার লোকের দিনরাত্তির মেহন্নতে ইমারত প্রায় শেষ হ'য়েছে। থামের কাজ দেখে যখন জাঁহাপানা সন্তুষ্ট হ'য়েছেন তখন নিশ্চয়ই বেশ মোটা রকমের পুরস্কার পাব আশা করি।

হুসেনশাহ। কেশব, মন্ত্রীকে জানাবে, এই মিস্ত্রী আমার কোষাগারে প্রবেশ ক'রে তার অভিরুচিমত ধনরত্ন মণিমাণিক্য

গ্রহণ ক'র্ব্বে যেন কোন বাধা দেওয়া না হয়, আর সঙ্গে দু'চারজন সশস্ত্র প্রহরী দিয়ে তাকে নির্ব্বিঘ্নে স্বগৃহে পৌঁছে দেবে।

কেশব। জাঁহাপানা মহানুভব!

হুসেনশাহ। উপযুক্ত পাত্রকে পুরস্কৃত করা কি মহানুভবতার পরিচয় কেশব? তাছাড়া, স্তম্ভের শোভা এত মধুর হ'য়েছে যে, আমার সমস্ত ভাণ্ডার দিয়ে দিলেও তার উপযুক্ত পুরস্কার হয় না। জগতে মানুষ আসে, হয়ত কেউ দুদিনের জন্য একটা উল্কার মত দুনিয়ায় বিপ্লব উপস্থিত ক'রে অনন্তের মাঝে বিলীন হ'য়ে যায়— প'ড়ে থাকে শুধু তার জগৎকম্পি স্মৃতি—তার অতুল কীর্ত্তি। এ দুনিয়ার মালিক আমি নই, আমাকেও বিদায় নিতে হবে; কিন্তু এই সৌন্দর্য্যসার সৌধ, এই সূর্য্যকিরণে ঝলমল রজতগিরিসদৃশ স্তম্ভ হয়তো কিছুদিনের মত আমার স্মৃতি, আমার কীর্ত্তি বাংলার বুকে জাগিয়ে রাখ্‌বে;—তার গগনচুম্বি চূড়ায় নীলপতাকা উড়ে উড়ে বল্‌বে,—আফগানের সেই নিগৃহীত ত্যক্ত হুসেন, নির্ভীক বীরত্বের লোহিত পতাকাধারী হুসেন, স্বাধীন বাংলার মস্‌নদে বসে এই কীর্ত্তিস্তম্ভ রেখে গেছেন। আর তার মস্‌লা যুগিয়েছে, সেই কীর্ত্তি সৌধের উপাদান হ'য়েছে এই বাংলার হিন্দু মিস্ত্রী; হয়ত আমার সাথে তার স্মৃতিটাও এর গায় জড়িয়ে থাক্‌বে। সুতরাং তার এই মহান্ কার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার সামান্য হ'তে পারে না।

মিস্ত্রী। খোদাবন্দ, জাঁহাপানার মেহেরবাণীই আমার যথেষ্ট পুরস্কার।

হুসেনশাহ। কি সুন্দর!! শ্বেত প্রস্তরগুলির পাশে মসৃণ কৃষ্ণপ্রস্তরগুলির শোভা শিল্পীর মহিমা প্রচার ক'চ্ছে।

মিস্ত্রী। খোদাবন্দ, অনেক খুঁজেছি, ভারতের না খুঁজেছি এমন জায়গা নেই, কত অর্থই না ব্যয় ক'রেছি, তবু কয়েক খানা লাল পাথর যোগাড় কর্ত্তে পাল্লাম না। ঐ থামের চূড়ার মাঝে মাঝে একখানা ক'রে লাল পাথর বসাতে পাল্লে যা শোভা হ'ত, দেখ্‌লে কেউ চোখ ফেরাতে পাত্ত না—অবাক্ হ'য়ে চেয়ে থাক্‌ত। কয়েক খানা মাত্র লাল পাথর পেলেই আরো সুন্দর কর্ত্তে পাত্তাম।

হুসেন। পার্ত্তাম! পার্ত্তাম!! বেইমান, আগে ব'লতে পার নি? এই নাও তোমার শিল্পনৈপুণ্যের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরস্কার! জাহান্নামে যাও।

(পদাঘাত করিয়া স্তম্ভচূড়া হইতে মিস্ত্রীকে ভূতলে নিক্ষেপ, সঙ্গে সঙ্গে মিস্ত্রীর মৃত্যু, পরে ঘূর্ণিত চক্ষু চোপদারের দিকে পাতিত করিয়া কহিলেন)

সাকুর্ম্মা (একটি গ্রামের নাম)—

চোপ্‌দার। যো হুকুম জাঁহাপানা

(বলিয়া লম্বা কুর্ণিশ করিয়া কম্পিত চোপ্‌দার সেই মূর্ত্তিমান ধর্ম্মরাজের নিকট হইতে পলাইল।)

অন্তরালে গান—

ঐ ডুবে যায়, যায় যায় যায়।
জীবন তরীখানি আজ অবেলায় ডুবে যায়॥

ভবনদীর কুলে কুলে,
চ'লেছিল পাল তুলে
কেবা আজ দিল ঠেলে
মাঝ দরিয়ায় ॥
এখনো সবে সকাল,
কাটেনি কু-আশা জাল,
কালাকাল বুঝে না কাল
এই দুনিয়ায় ॥

তৃতীয় দৃশ্য

সাকুর্ম্মা গ্রাম-সিদ্ধফকীরের আশ্রম,
কাল-সন্ধ্যা।

ধুনিরাম ও সেবারামের প্রবেশ।

ধুনিরাম। দেখ ভাই, ফকীরের কাছেত' অনেকদিন কেটে গেল। ভজন সাধন কিছুই হ'ল না। খালি কোথায় মড়া, কোথায় ওলাউঠা, কোথায় বসন্ত, যা কেউ ছোঁয়না,—ভয়ে পালায়,—তাই ঘেঁটে ঘেঁটে শরীরটা অপবিত্র হ'য়ে গেল। গঙ্গাস্নান ক'রলেও এ কাটবে না।

সেবারাম। আমার কিন্তু ভাই তা মনে হয় না। আমি যখন রোগীর শিয়রে ব'সে তাকে বাতাস করি, তার মাথায় হাত বুলিয়ে দেই, তখন তার মুখের সেই কাতর নির্ভরতা, তার সেই সরল

ছল ছল চোখ দেখ্‌লেই আমার প্রাণটা যেন কেমন হ'য়ে যায়। এম্‌নি বাইরে যে সব মানুষ দেখি, সব যেন মুখোস পরা, ভেতরে একভাব, বাইরে আর একভাব। কিন্তু ব্যাধির কোলে শুয়ে মানুষ যে কতসরল, কত সুন্দর হয় তা' আমি প্রাণে প্রাণে বুঝি ; তখন শ্রদ্ধায় মানুষের পায়ে মনে মনে কোটি নমস্কার করি।

ধুনিরাম। কিন্তু এই কত্তেই কি এখানে এসেছিলে? কোথায় একটু ভগবানের নাম ক'র্ব্ব, ছাই মেখে ধুনি জ্বালিয়ে বোম্‌ বোম্‌ ক'রে রাত্তিরের পর রাত্তির কাটাব, তা না, মড়া ঘাঁটা আর রোগীর গু ফেল। আচ্ছা ফকীরের পাল্লায় পড়া গেছে বাবা!

সেবারাম। ফকীর আমায় একদিন বলেছিলেন, যে এক সাধু ভগবানকে পাবার জন্যে চোখ বুঁজে তিনদিন তিনরাত্তির ধ'রে মেরুদণ্ড খাড়া ক'রে বসে মন্ত্র জপ কচ্ছিলেন, এমন সময় একটি কুষ্ঠ রোগগ্রস্থ ভিখারী তাঁর কাছে এসে বার বার ভিক্ষা চাইতে লাগ্‌লেন। কয়েকবার চীৎকার ক'রে ডাক্‌তেই সাধুটি তাকে চোক রাঙিয়ে দূর হ'য়ে যেতে বল্‌লেন। তখন সেই কুষ্ঠরোগী গম্ভীর ভাবে তাকে ব'ললে—"ওগো, তুমি যাকে ডাক্‌ছ আমি সেই ; কিন্তু তুমি একটি নিরাশ্রয় রোগীকে আশ্রয় দেওয়া দূরের কথা একমুষ্টি ভিক্ষা দিতে পারনা, এত ক্ষুদ্র তোমার মন, তুমি সে বৃহৎকে পাবে কি করে? যে দিতে পারে সেই পায়। তার ওপর, ভেবে দেখ, তুমিও এক রকমের রোগী,—দেহের না হয় মনের। তোমার মনটা কি নানারোগের খনি নয়? তাইত'

তুমি চিরব্যাধিহর ভগবানকে চাচ্ছ। তোমার যদি বিপন্নের দিকে মুখ তুলে চাইবার প্রবৃত্তি না থাকে তবে তোমার ভব বিপদ্ সাগর হ'তে পার হবার আশা কর্ব্বার কোন অধিকার নেই।

(ফকীরের প্রবেশ)

ফকীর। ঠিক বলেছ সেবারাম। আমার ঠাকুর কি বলেন জান ?

ভারত ভূমিতে হৈল মনুষ্য জন্ম যার।
জন্ম সার্থক কর করি পরউপকার॥ (চৈঃ ভাঃ)

ধুনিরাম। কিন্তু দেখুন, আমার একটা বড় গোলমাল ঠেকে। লোকে নিজের নিজের কর্ম্মানুসারে রোগ-ভোগ করে—আর সে তো ভগবানেরই ব্যবস্থা। তার ওপর হাত দিতে যাওয়া ত' আমাদের খোদার উপর খোদ্দারি করা।

ফকীর। আর দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রেম, সহানুভূতি, পরোপকারের প্রবৃত্তি প্রভৃতি যে সৎভাব মানুষের মধ্যে দিয়েছেন সে কি বৃথা ?

ধুনিরাম। বৃথা কেন হবে ? ছুনিয়ার কুটো গাছটাও বৃথা নয়। কিন্তু এ ছুটোর মিলও ত' খুঁজে পাচ্ছিনে।

ফকীর। এর মিল খুঁজলেই পাওয়া যায়। দেখ, সুখ ছুঃখ বিধানের কর্ত্তা তুমিও নও, আমিও নই। আমাদের কর্ত্তব্য, আমাদের বৃত্তিগুলিকে সদভিমুখে চালনা করা। যদি বল সকলেই নিজ নিজ কর্ম্মফল ভোগ করে—কর্ম্মই তাদের বিধাতা,—তাহ'লে মনেরেখ' শব্দের প্রতিধ্বনির মত প্রেম প্রেমই প্রদান করে,

ক্রোধ ক্রোধই আনয়ন করে, হিংসা হিংসাই জন্মায়। ঐ যে খেতে পায় না মানুষ, দুয়ারে দুয়ারে কুকুরের মত ভয়ে ভয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, মনেরেখ' ও এম্নি ক'রে কুকুরের মত কত ভিখারীকে ফিরিয়েছে,—ঐ যে নিরাশ্রয় রোগী যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ ক'চ্ছে, মনে রেখ ও নিজের শরীরের আরামের জন্য কত রোগীর যন্ত্রণার প্রতি ভ্রুক্ষেপও না ক'রে চ'লে গিয়েছে ;—আর ওই যে রাজার ছেলে ভোগ সুখে দিন কাটাচ্ছে, ও সকলের ভোগ সুখের জন্য নিজ ভোগ-সুখ বিসর্জ্জন দিয়েছিল ; ঐ যে নির্লিপ্ত সাধক, যার কাছ থেকে সমস্ত ভোগবাসনা দূরে স'রে গেছে, ও কত জন্ম জন্ম ধ'রে নিজের সমস্ত ভোগ প্রবৃত্তিকে সংযত ক'রে জীবের যাবতীয় সেবায় আত্মাহুতি দিয়ে এসেছে। মৃত্যুর সাথে সাথে সব শেষ হয়ে যায় না—জন্মও এই প্রথম নয়। ওই নিরাশ্রয়, আর্ত্ত, রুগ্ন শত শত জীব গুরুরূপে শিক্ষা দিচ্ছে—"স্বকর্ম্ম ফলভুক্ পুমান্"। আর সেই কর্ম্মই কাল—সেই কালই ভগবান্।

(প্রস্থান)

ধুনিরাম। শুন্‌লে ? আবার সব গুলিয়ে গেল। এই রইল বাবা বাঘ্‌ছাল, এই রইল চিম্‌টে। চল, সেই মড়াটা পুড়িয়ে এসে, তার ছোট মেয়েটার খাবার ব্যবস্থা করা যাক্‌গে।

সেবারাম। তার জন্য কাপড় আর খাবার আমি এনে রেখেছি। আহা তিন বৎসরের মেয়ে একেবারে নিরাশ্রয় হ'ল॥

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রামকেলি গ্রাম, অমর ও সন্তোষের গৃহ।

কাল—রাত্রি।

সন্তোষ একাকী।

সন্তোষ। (গীত)

(আমার) জীবন-কুঞ্জ রেখেছি শূন্য তব আশাপথ চাহিয়ে।
মরম বেদনা রেখেছি লুকায়ে তুমি এসে দেবে মুছায়ে॥
নয়নে রেখেছি অশ্রুর ধারা চরণ দিবগো ধোয়ায়ে।
শ্রবণে পশিবে নূপুর ধ্বনি গোপনে রেখেছি সাজায়ে॥
বক্ষে রেখেছি আসন ক'রে
হৃদয় রেখেছি পরশ তরে
মোহন মুরলী ধরিয়ে করে
এস চরণে চরণ রাখিয়ে॥

কই তেমন ক'রে ত ভালবাসতে পারলাম না; যত ভালবাসতে যাই ততই দেখি আমার ভালবাসা ত হয় নি; যে ভালবাসে সেকি কতটা ভালবাসলাম তা ভাবে, না ভাববার অবকাশ পায়? তার ভালবাসা আসে বর্ষার দামোদরের বাণের মত, দুকূল ভাসিয়ে বিজয়োল্লাসে চ'লে যায়;—এতটুকু ভাববার, পেছন ফিরে দেখ্‌বার অবসর দেয় না; আর আমি মাপতে ব'সেছি প্রতি-মূহুর্ত্তে কতখানি ভালবাসলাম, তার বিনিময়ে কতখানি প্রতিদান পেলাম; যতক্ষণ এই হিসেব নিকেশ, কেনা বেচা আছে ততক্ষণ

প্রেমজগতের দ্বার রুদ্ধ। সে জগতে বিধিনিষেধের স্থান নেই, জ্ঞানান্বেষণ, বিচারণার কোলাহল নেই, আছে কেবল আস্বাদন, অশব্দ নীরব আস্বাদন, সে যে প্রেম রসের সিন্ধু, অখিল রসামৃতের অফুরন্ত উৎস—

হৃদয় জুড়িয়া সেথা রসের হিলোল বয়।
কেবল মিলন কথা মিলনেরি অভিনয়॥
আনন্দেরি সুধাগীতি
গায় সেথা নিতি নিতি
মধুর মিলন রাতি
সেথা চিরদিন রয়।
আনন্দ মন্দির সে যে সকলি আনন্দ ময়॥

(সহসা অমরের প্রবেশ)

অমর। তুমি তাকে প্রেমময় বল—রসময় বল—আনন্দময় বল—কিন্তু রোগশোকের মর্ম্মন্তুদ বিষজ্বালা, বিষধর সর্পের মৃত্যু-দংশন প্রভৃতি দুঃখবেদনার যাঁ হ'তে উৎপত্তি তাঁকে শুধু মধুময় বলি কিরূপে? শুধু প্রেমময় বলি কিরূপে? আবার হতাশার অকূল সাগরে যাঁর আশার কোমল হাত দেখা দেয়, মায়ের প্রাণে যিনি মূর্ত্তিমতী ক্ষমারূপে, স্নেহের অনন্তবর্ষী উৎস-রূপে বিরাজ করেন;—আকাশের নীলিমায়, নৈশচন্দ্রমায়, পাখীর পাখায়, কুসুমের সুষমায় যাঁর সৌন্দর্য্য মাধুর্য্য শতধারে ফুটে উঠেচে তাঁকে মধুময় না ব'লে পারি কিরূপে?

(সহসা ফকীরের প্রবেশ ও গীত)

(তুমি) নিঠুর মধুর দারুণ করুণ দুখদ সুখদ শ্যামহে।
মৃদুল কঠোর, শ্যামল গৌর অনিন্দ্য আনন্দ ধামহে ॥
স্বরূপ আবরি ঘন মায়াজালে,
শঠ নিঠুরতা জগতে জানালে,
(ওগো) বিরহ বেদনা বাড়ালে বাড়ালে
চিতচোর গুণধাম হে।
(দিলে) দাবদাহ চিতে সোহাগ বাড়াতে
আপন মাধুরী সবারে জানাতে
আপনি আসিলে জগতে বিলাতে
(তোমার) অমৃত মাখান নাম হে ॥

তাঁকে যত নিঠুর বলি তিনি কি তত নিঠুর? তাঁর বিরহের দাবদাহেও যেন আনন্দ মাধুর্য্যের একটা অপূর্ব্ব আস্বাদন র'য়েছে; বজ্রাদপি কঠোর তিনি, দুর্ব্বিষহ দারুণ তিনি তার কাছে, যে তাঁর মিলনমন্ত্রে দীক্ষা পায় নাই,—তাঁর অখিল রসামৃত মোহন মূরতি দেখে নাই। তাঁর স্বরূপ, জগৎ প্রপঞ্চের অন্তরালে লুক্কায়িত, তাঁর সেই গোপবেশ বেণুকর যার নয়নযুগ একবার দেখেছে—সেই

"কস্তুরীতিলকং ললাটফলকে বক্ষঃস্থলে কৌস্তুভং,
সর্ব্বাঙ্গে হরিচন্দনং করতলে বেণুঃ করে কঙ্কণং,
ব্রজেন্দ্র নন্দনঃ শ্যামঃ গোপালচূড়ামণিঃ"—

রূপ যার নয়নপথে একবার পড়েছে, জন্মের মত সে বিকিয়ে গেছে তাঁর চরণযুগে; চিররসময়, চিরমধুময় তিনি তাঁর কাছে।

কথা তাঁর মধুমাখা, নয়নে রূপের মধু, পরশ পীযূষ ঢালা, অধরে সোহাগ হাসি—

অমর। পাগল প্রেমিক বল বল—

গীত।

আকুল আনমনে সে শ্যাম পথ পানে
বৃথা কি যাবে মোর কেবল চেয়ে থাকা ?
সে মম চিতচোর শুধু কি নয়ন লোর
বরষি লুকায়ে রবে দিবে না তিলেক দেখা ?
পরাণ কেবলি চায় জীবন যায় যায়,
না হেরি বারেক তায় সে মুখ মধুমাখা।
শ্যাম যমুনা কূলে সে নীপ তরুমূলে
মুরলী মধুরোলে আর কি হবে দেখা ?

ফকীর। আনন্দের পুত্তলি তিনি, লীলারসবিগ্রহ ধারণ ক'রে যখন আসেন, তখন তাঁর চিরপ্রিয় যাঁরা, চিরসোহাগের চির আদরের যাঁরা, তাঁদের প্রাণের গোপন তারে, একটা অজানার বেদনা, একটা ব্যাকুলতার সাড়া পড়ে যায়—বিষয়ের শতগুণ বাঁধন, মায়ার লোহার শৃঙ্খল আপনা হ'তেই খ'সে প'ড়ে যায়, প্রাণে প্রাণে তাঁর আকুল আহ্বানের গোপন অনুভূতি,পাগল করা বাঁশীর মোহন তান অহর্নিশ তাঁদের ব্যাকুল ক'রে তোলে—ঐ আকাশের গায় হের আনন্দলহরী, অনলে অনিলে জলে হের অভিনব আনন্দ-মূর্চ্ছনা—ওই শাখে পাখী ডাকিয়া কহিছে—নদী কুলুতানে কহে বারবার— (প্রস্থান)

অমর। দাঁড়াও ফকীর, আর একটুখানি দাঁড়াও। ব'লে যাও,—ব'লে যাও, কি কহে অনলে অনিলে সাগরে—

(বলিতে বলিতে প্রস্থান)।

—০—

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—সাকুর্ম্মা গ্রামের পথ ; কাল—রাত্রি।

(চোপদারের প্রবেশ ও ক্ষিপ্তের ন্যায় ইতস্ততঃ ভ্রমণ এবং আপন মনে কথা বলা)।

চোপদার। বাবা! দোহাই ভগবান, এবার থেকে ঠিক তোমায় ডাক্‌বো! এখনও আমার বুকের ভেতর ধড়াস্ ধড়াস ক'রছে। বেটা যেন সাক্ষাৎ যম! পূর্ব্বি পুরুষের পুণ্যিফলে নেহাৎ পৈত্রিক্ জান্‌টা র'ক্ষে পেয়েছে। তানাহ'লে ত' মিস্ত্রীর দশা হ'য়েছিল আর কি!

(জনৈক গ্রামবাসীর প্রবেশ)

চোপদার। তুমি আবার কে বাবা—কোথেকে আস্‌ছ সোণা?

গ্রামবাসী। কি হে ভায়া, বেজায় শীত লেগেছে বুঝি? অমন ছুটোছুটি ক'চ্ছ কেন হে? তা মন্দ নয়! একটু ছুটোছুটি ক'রে শীতের দিনে শরীরটা গরম ক'রে নেওয়া মন্দ নয়।

চোপদার। যা ব'লেছ বাবা, শীত ব'লে শীত। এ শীত একবার লাগ্‌লে পাঁচ মিনিটেই সব বরফ—চোখের মণি বরফ, নাক বরফ, কাণ বরফ, হৃৎপিণ্ড বরফ, কথা বলাও বরফ। তার পরেই সে বরফ আগুনে পুড়ে জল না হ'য়ে একেবারেই ছাই। বুঝ্‌লে হে বাপু, সে কেমন শীত? (একটু অন্যমনস্ক ভাবে) আঃ কি চা'লটাই চেলেছে? মাথা আছে বটে; বাবা, নইলে কি আর কোথাকার একটা সেপাই অমন ক'রে স্থবুদ্ধিরায়ের মাথায় হাত বুলিয়ে তুড়িমেরে বাংলার সিংহাসনটা বাগিয়ে নিলে।

গ্রামবাসী। লোকটা বিড় বিড় ক'রে বলে কিগো! ক্ষেপে গ্যাছে নাকি? নাকি রাস্তা ভুলে গ্যাছে! হ্যাঁগো, কোথায় যাবে বল ত?

চোপদার। (আপনমনে) সাক্ষাৎ দুষমণের হাত থেকে যখন একবার র'ক্ষে পেয়েছি, তখন আর ওমুখো ফিরছি নে, একেবারে পয়ে আকার। (গ্রামবাসীর দিকে তাকাইয়া) কি ব'ললে বাবা, কোথায় যাব? সে জায়গার নামটা ঠিক জানা নেই বাবা! যেখানে গেলে আর না দুষমনের হাতে প'ড়তে হয় বাবা। (আবার অন্যমনস্ক ভাবে) নাঃ, বেটা জানে বটে, দাবার চালটা শিখেছিল। হাজার হ'লেও একটা নতুন জাতের ছেলে ত?

গ্রামবাসী। বেটা আপনা আপনিই কি সব ব'কে যাচ্ছে—পাগল নাকি? ওহে এখানে পাগ্‌লামি টাগ্‌লামি খাটবে না যাদু—আস্তে আস্তে সোজা পথ দেখ বাবা! নইলে বুঝতেই ত'

পাচ্ছ ? (লাঠি দেখাইয়া) এই ভূতের ওঝার সঙ্গে একবার ভাব করিয়ে ছেড়ে দেব।

চোপদার। (অন্যমনস্ক ভাবে) অত টাকা—হীরে, মণি, মাণিক্যি, কোষাগার ভর্ত্তি—অতধন কি প্রাণে ধ'রে দিতে পারে ? ব'লে ফেলেছে কি করে ? একটা ছুঁতো খুঁজছিল, যেম্নি পাওয়া অম্নি ক্যাঁৎ করে ধরা।

গ্রামবাসী। আরে, আবার হীরে মণিমাণিক্যির কথাও বলে যে ? না বাবা, গতিক সুবিধে দেখ্ছিনে। বুজরুগির ভেতর মনে হ'চ্ছে অনেক কিছু আছে।

চোপদার। (অন্যমনস্ক ভাবে) নাঃ চালটা বেশ চেলেছ ; একেবারে সবদিক সামাল, কবেকার একটা ভাঙ্গা পোড়ো থাম, দিন নেই রাত নেই, লোকে লোকারণ্য ক'রে কত দেশ দেশান্তর থেকে কত সামগ্রী এনে, কেমন সুন্দর ক'রে গড়া হ'য়ে গেল, অম্নি মিস্ত্রীটাকে কুপোকাৎ। কিন্তু বাবা, ধম্মে সইবে না। ম'রে ভূত হ'য়ে ঘাড়ে চাপ্‌বে।

(অমরের প্রবেশ)

অমর। কিম্বা প্রাণাপেক্ষা প্রিয় পুত্র হ'য়ে এসে মায়ার বাঁধনে বেঁধে ধন প্রাণ দুইই আদায় ক'রে নেবে।

চোপদার। এই যে ঠাকুর, ঠিক ব'লেছ। তোমায় দেখে একজন ভাললোক, পণ্ডিত ব'লে মনে হচ্চে—আমায় ব'লতে পার ঠাকুর—দেখত' আমার হাতটা একবার দেখত' (হস্তের তালু প্রদর্শন) কি ক'ল্লে এ যাত্রা এই জানটা র'ক্ষে পায় ?

অমর। তোমার বেশ-ভূষা দেখে মনে হ'চ্চে তুমি মুসলমান বাদ্‌শার কোন কর্ম্মচারী। তা' এমন ক'রে দণ্ড হাতে ল'য়ে রাস্তায় ছুটোছুটি ক'চ্ছ কেন? চোখদুটো ঠেলে যেন মাথায় উঠেছে, কপালে ঘর্ম্ম ছুটেছে, মাথার চুলে এক বোঝা ধূলো; কেউ তোমায় তাড়া ক'রেছে নাকি?—যেন ভয় পেয়ে প্রাণের দায়ে ছুটেছ।

চোপদার। ঠাকুর,আট ক্রোশ রাস্তা ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে এসেছি—বুক ধড়ফড় কচ্ছে—গলা শুকিয়ে গেছে, একটু জল দিয়ে আগে প্রাণটা বাঁচাও, তারপর সব ব'লছি।

অমর। আহা, এই পাশেই ত' আমাদের বাড়ী, তুমি এতক্ষণ এখানে ছুটোছুটি না ক'রে কেন আমাদের বাড়ীতে এলেনা! চল, পিপাসা দূর ক'রে একটু বিশ্রাম ক'র্ব্বে। তারপর তোমার কথা সব শুন্‌বো। (আপন মনে) জানিনা কেন; এই রাজভৃত্যের আকস্মিক আগমনের মধ্যে, কি যেন একটা রহস্য র'য়েছে ব'লে মনে হ'চ্ছে। ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনের যেন একটা উত্তাল তরঙ্গ আমায় ভাসিয়ে নেবার জন্য আকুল হ'য়ে ছুটে আস্‌ছে। ভগবান্‌,

তুমি যদি মাঝি থাক, কি ভয় সাগরে।
করম ধরম হবে বরিলে তোমারে॥

(সকলের প্রস্থান)।

———

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—গৌড়ের বাদ্‌শাহের প্রাসাদ—কাল রাত্রি।

(কেশব ছত্রীর সহিত বাদ্‌শাহের প্রবেশ)

বাদশাহ। তারপর—

কেশব। তারপর জাঁহাপানার আদেশে চোপদার পার্শ্ববর্ত্তী সাকুর্ম্মা গ্রামে উপস্থিত হ'য়ে কি ক'ত্তে হবে জানা না থাকায় এদিক ওদিক ছুটোছুটি কচ্ছিল, এমন সময় একজন স্থানীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়।

বাদশাহ। (ব্যগ্রতাসহকারে) ব্রাহ্মণ একাকী ছিলেন না সঙ্গে তাঁর কোন ভ্রাতাও ছিলেন ?

কেশব। এই ব্রাহ্মণের আরও কয়েকটি তেজস্বী সহোদর আছেন। সংস্কৃত এবং পার্‌সীতে তাঁদের পাণ্ডিত্য অগাধ। বঙ্গের অদ্বিতীয় পৌরাণিক পণ্ডিত সর্ব্বানন্দ সিদ্ধান্ত বাচস্পতির কৃতী শিষ্য তাঁরা, তাঁরই কাছে পুরাণশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন, সপ্তগ্রামের সৈয়দ ফকীরউদ্দিনের কাছে তাঁরা আরবীভাষা শিক্ষা করেছেন, তাঁরা পারসী ভাষাতেও এতদূর জ্ঞানলাভ ক'রেছেন যে বড় বড় মৌলবী মোল্লা কাজী তাঁদের কাছে বিচারে পরাজয় স্বীকার করেছেন।

বাদশাহ। (বাধা দিয়া) কেশব! সিদ্ধ ফকীরের সেই তেজোগর্ভ ভবিষ্যদ্বাণী যেন এখনও আমার কাণে বাজ্‌ছে, আমার

মনে হচ্ছে এই ব্রাহ্মণই সেই রূপসনাতনের একজন হবেন—তারপর ?

কেশব। তারপর ব্রাহ্মণ জিজ্ঞাসা করলেন তোমায় সাকুর্ম্মায় আস্‌বার জন্য অনুমতি দিবার সময় গৌড়েশ্বর কোথায় ছিলেন। বাদশাহ স্তম্ভের চূড়ায় ছিলেন শুনে জিজ্ঞাসা কর্লেন স্তম্ভের কাজের কিছু অবশেষ আছে কি না ? স্তম্ভ এখনও শেষ হয়নি শুনে, উপস্থিত কোন রাজমিস্ত্রী নিযুক্ত নাই জেনে বল্‌লেন—"এই গ্রামে অনেক সুদক্ষ রাজমিস্ত্রী আছে, স্তম্ভের কাজ শেষ কর্ব্বার জন্য রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন এবং সেইজন্য বাদশাহ তোমাকে এখানে পাঠিয়েছেন। তুমি কয়েকজন ভাল মিস্ত্রী সঙ্গে নিয়ে গৌড়ে ফিরে যাও। তাঁর কথামত চোপদার কয়েকজন মিস্ত্রী সঙ্গে এনেছে।

বাদশাহ। যাঁরা যুক্তি ও কারণ উপলব্ধি ক'রে কার্য্যের নিরূপণ কর্ত্তে পারেন, তাঁরা সামান্য লোক নন কেশব ! আমার এই বিশাল রাজকার্য্যের জন্য তাঁরা সম্পূর্ণ উপযুক্ত। কেশব, আমার মনে হচ্ছে সিদ্ধপীর এঁদেরই ঈঙ্গিত ক'রে গেছেন। তাঁরাই আমার বাহু, তাঁরাই গৌড়সিংহাসনের ভিত্তি। বৃদ্ধ মন্ত্রী গুণরাজখাঁর মুখে তাঁদের ভূয়সী প্রশংসা বারবার শুনেছি। ধীর শান্ত তাঁদের ত্যাগ-বীর্য্য জ্ঞান-মণ্ডিত মূর্ত্তি আমার চোখের সাম্‌নে ভাস্‌ছে ;—যাও কেশব, গৌড় আজ তাঁদের পেয়ে ধন্য হবে। সসম্ভ্রমে দুই ভ্রাতাকে গৌড়রাজ্যে নিয়ে এস—

কেশব। জো হুকুম জাঁহাপানা। (কেশবের প্রস্থান)

বাদশাহ। (আপন মনে) প্রবল জিগীষার উন্মাদনা, ঐশ্বর্য্যের লোলুপ আকাঙ্ক্ষা, যেন আপনা হ'তে আজ আমার খসে প'ড়ে যাচ্ছে—দুর্জ্জয় বিক্রমের সার্থকতার যেন এক অভিনব ছবি আজ আমায় শিথিল ক'রে দিচ্ছে ; বেজে উঠ্‌ছে হৃদয়ে সেই বিপুল বাজনা, কিন্তু তার সাথে কই রণক্ষেত্রের রুধির রঞ্জিত ভৈরব মূর্ত্তি আজ দেখ্‌ছি না, সূর্য্য সম শাণিত অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা ত' শুনছি না ? বিপুল বক্ষেতে কই তেমন উষ্ণ শোণিত প্রবাহিত হচ্ছে না !

(সহসা ফকীরের প্রবেশ)

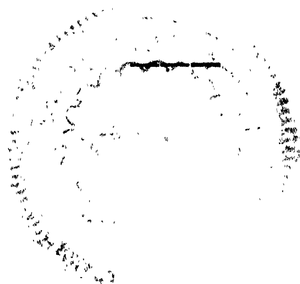
ফকীর। সৈয়দ হুসেন, তোমার যুদ্ধের সাধ ত মিটে গেছে, আজ তুমি প্রজাপুঞ্জের পালক পিতা, সহস্র সন্তান নিয়ে আজ তোমার অঙ্গ পুলক ভরা, চক্ষু অশ্রুসিক্ত, হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল। সন্তানের হাসিমাখা মুখ দেখবার তোমার এত সাধ ! তবে কেন তুমি হিন্দুর দেশে মুসলমান হ'য়ে এসেছিলে ? ভাবের মিলন হ'লে হৃদয়ের বিনিময় হয়। পাগল তুমি, তাই ধ্বংসের কৃপাণ হস্তে নিয়ে, ভীতির বজ্রধ্বনি ক'রে, বাংলার হৃদয় কেড়ে নিতে চেয়েছিলে ? শোন হুসেন, সাধনার নাশ নেই, প্রাণের টান শূন্যে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসে না, তার পরিণতি, তার সার্থকতা আছেই আছে। তাই আজ অস্ত্রের ঝনঝনা রুধির পিপাসা তোমায় বিচলিত ক'চ্ছে না, দুরন্ত জিগীষা তোমায় উন্মাদনা দিচ্ছে না—তাই হের ওই শান্তমূরতি স্নিগ্ধ মধুর রূপ, আসে তব পাশে ল'য়ে প্রীতি ডালা, পূজা উপাদান, বাঁধিতে তোমারে স্নেহ

প্রীতির বাঁধনে। ধন্য হবে গৌড়, তুমিও ধন্য, আজ পবিত্র সঙ্গমে।

(প্রস্থান)

হুসেন। কে তুমি ফকীর, আমার বক্ষের মাঝে লুকায়িত কথা আজ এম্নি ক'রে আমায় খুলে ব'লে গেলে? (ঈষৎ স্থির থাকিয়া) না, না, স্বাধীন সিংহ আমি, তেজোবীর্য্যশক্তির দুরন্ত উপাসক, বাংলার বাতাস আমায় নির্জ্জীবতা এনে দিচ্ছে, তার স্বভাব সুলভ কমনীয়তা যেন আমায় শান্তির বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তা হবে না, আফগান শিশু স্থির লক্ষ্যে পৌঁছবার পূর্ব্বে পথের মাঝে ঘুমোতে জানে না—বাসনার হুতাশন নির্ব্বাপিত না হওয়া পর্য্যন্ত তার বিরাম নেই; ভারত, সমগ্র ভারত যেদিন আমার পদভরে নুইয়ে পড়্‌বে, গিরিরাজ হিমালয় হ'তে সুদূর জলধিতট পর্য্যন্ত যেদিন আমার বিজয় পতাকা স্বাধীন বাতাসে হেলে দুলে উড়্‌তে থাক্‌বে, সেইদিন, সেইদিন আমার দুরন্ত বাসনার বিপুল আহুতির শেষ হবে। তার পূর্ব্বে নয়।

(প্রস্থান)



দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—অমর ও সন্তোষের গৃহ।

কাল—রাত্রি। ঝড় বৃষ্টি ও শিলাপাত আরম্ভ।

(অমর ও কেশবছত্রীর প্রবেশ)

অমর। এত গভীর রাত্রি, এই ঝড়, শিলাবৃষ্টি, আপনার সহসা আগমনে শঙ্কার উদয় হ'চ্ছে—গৌড়েশ্বরের কোন বিপদ হয় নি ত?

কেশব। শঙ্কার বিশেষ কারণ না থাক্‌লেও বাদশা একটু বিপন্ন হ'য়ে আপনার পরামর্শ চেয়েছেন;—আপনাকে এখনই আমার সঙ্গে যেতে হবে, বাইরে শিবিকা প্রস্তুত, অনুগ্রহ ক'রে গাত্রোত্থান করুন।

অমর। বিষয়টি আগে থাক্‌তে জানা থাক্‌লে একটুখানি ভাববার অবকাশ পাওয়া যায়। আপনার যদি জানা থাকে, এবং কোন বাধা না থাকে তাহ'লে ঘটনা কি আমাকে বলুন।

কেশব। সমস্যা কঠিন বলেই মনে হয়। আজ সন্ধ্যায় গৌড়েশ্বরের গায়ে কোন স্থানে একটী চিহ্ন দেখে রাজমহিষী জিজ্ঞাসা কর্লেন কিসের চিহ্ন? বাদশাহ প্রথমে গোপন কর্ব্বারই চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু রাজ্ঞীর আগ্রহাতিশয্যে বল্‌লেন যে আলাউদ্দিন হুসেনশা যখন গৌড়ের রাজা ছিলেন; তাঁর

অধীনে সুবুদ্ধি রায় নামে একজন হিন্দু জমীদারের নিকট বাদশাহ কাজ কর্ত্তেন ! সুবুদ্ধি রায় তাঁকে একটি জলাশয় খনন করবার ভার দেন, ঐ কার্য্যে তাঁর ত্রুটি দেখে তাঁকে শাসন করবার নিমিত্ত কশাঘাত করেছিলেন। ঐ চিহ্ন সেই কশাঘাতের। শুনবামাত্রই রাজ্ঞী ক্রোধে, অভিমানে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলে উঠলেন। জিজ্ঞাসা করলেন "সে সুবুদ্ধিরায় কি এখনও জীবিত আছে ?" গৌড়েশ্বর বল্‌লেন হাঁ তিনি বেঁচে আছেন।

অমর। শুনেছি আলাউদ্দিন হুসেন শাহের রাজ্যচ্যুতি সম্বন্ধে তিনিই বাদশাহের একজন প্রধান সহায় ছিলেন এবং চিরদিনই তাঁর পক্ষাবলম্বন ক'রে আস্‌ছেন।

কেশব। অভিমানাহতা রাজ্ঞী বল্‌লেন এক্ষনি তার প্রাণ-দণ্ড করা হো'ক। বাদশাহ বল্‌লেন তা হতে পারে না, তিনি আমার পোষণকর্ত্তা, বিশেষতঃ তাঁর কোন দোষ ছিল না। তিনি আমার দোষেই আমাকে দণ্ডবিধান করেছিলেন। তাঁরই অনুগ্রহে আমি আজ গৌড় সিংহাসনের অধীশ্বর, চিরদিন আমাকে প্রতি-পালন ক'রে আস্‌ছেন, আমার শুভার্থে চিরদিনই আমার সাহায্য করে আস্‌ছেন, এমন উপকারী প্রভুর প্রাণনাশ কর্ত্তে হবে একথা আমি মনেও স্থান দিতে পার্ব্ব না।

অমর। ধন্য গৌড়েশ্বর! এমন না হ'লে কি বিধাতা সুপ্রসন্ন হন ! তারপর ?

কেশব। তারপর, রাজ্ঞীও ছাড়বার পাত্রী নন, তিনি বল্‌লেন সুবুদ্ধিরায়ের প্রাণদণ্ড না হ'লে আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব।

অমর। গৌড়েশ্বর দেখ্‌ছি বিষম সঙ্কটেই পড়েছেন।

কেশব। এখন উপায়! বাদশাহের ইচ্ছা, সুবুদ্ধিরায়ও প্রাণে বাঁচেন, রাজ্ঞীও প্রসন্না হন এমন কোন উপায় আজ আপনাকে কর্ত্তেই হবে।

অমর—বড় চিন্তার বিষয়! দেখা যাক্ ভগবানের কি ইচ্ছা? শিলাবৃষ্টি এখন থামবে না—গৌড়েশ্বরও উৎকণ্ঠিত হয়ে আছেন, চলুন আর বিলম্ব করা উচিত নয়। (উভয়ের প্রস্থান।)

(ভিখারীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।)

গীত।

ভিখারী— কে জানে কোন্ অজানা সূত্র ধ'রে
তোমার করুণা আসে।
কাহার নয়ন অন্ধ ক'রে
তোমার ওরূপ ভাসে॥
নির্ম্মম তব কঠোর আহ্বানে,
কত কোমলতা ভরা কে জানে,
ফাঁকি দিয়ে মায়া পিশাচীর ফাঁসে
নে যায় তোমারি পাশে।
তোমার করুণা আসে॥
বাহিরে নিঠুর বড় দাগাবাজ
বড় চঞ্চল, বড়ই নিলাজ
বড় ব্যথা দিয়ে ক'রে আপনার
এ মোহ সংসার নাশে।
তোমার করুণা আসে॥ (প্রস্থান

(দুইজন রাজ ভৃত্যের কথোপকথন করিতে করিতে প্রবেশ)

১ম ভৃত্য। বড় বাঁচা বেঁচে গেছে।

২য় ভৃত্য। মন্ত্রী অমরের বুদ্ধির বলিহারী যাই।

১ম। হ্যাঁ বাবা, জাত গেলে ত প্রাশ্চিত্তি আছে—প্রাণ গেলে প্রাশ্চিত্তি কর্ব্বে কে? রাজা সুবুদ্ধিরায়কে শেষটা করোয়ার জল খাইয়ে জাত মেরে দিলে!

২য়। আরে বাবা, তবু জান্‌টা ত' রক্ষে পেয়েছে। ভাগ্যিস্ অমরকে ডেকেছিলেন, নইলে আব্দেরে রাণী সুবুদ্ধিরায়ের দফাটা সেরেছিল আর কি?

১ম। কি নেমকহারামি দেখেছ? যে লোকটা ছেলের মত মানুষ ক'রে এসেছে, আজীবন মঙ্গল কামনা ক'রে আস্‌ছে, যার কৃপায় আজ তুমি রাজমহিষী, তারই কি না প্রাণদণ্ড? তাও বিনা অপরাধে?

২য়। আরে নেমকহারাম ব'লে নেমকহারাম! যাক্‌গে, কেউ আবার কোত্থেকে শুন্‌তে পেলে আমাদেরও জান্ যাবে। রায় মশায় যে প্রাণে বেঁচেছেন এই আমাদের ঢের। মন্ত্রী মশায়কে ত পোঁছে দিয়ে গেলাম—রাত্তিরের আর অল্পই আছে, জল ঝড়ও থেমেছে, চল একটুখানি ঘুমোনো যাক্‌গে। (উভয়ের প্রস্থান)

(অমর ও সন্তোষের প্রবেশ)

সন্তোষ। তা শুনে ফকীরণী কিছু বলে নি?

অমর। অনেক অনুনয় বিনয় যুক্তির পর যখন রাজ্ঞী,

সুবুদ্ধি রায়মহাশয়ের জাতিনাশের আদেশ দিয়েই নিরস্ত হ'লেন তখন রাত্রি প্রায় তৃতীয় প্রহর অতীত হ'য়েছে। অত রাত্রে ফিরবার পথে আমার পাল্কী বেহারার শব্দ পেয়ে, ফকীর সন্দেহ ক'লে যে এই ভীষণ দুর্য্যোগে পথে শব্দ হয় কার? তখন ফকীরণী ব'ল্‌লে "কোন শেয়াল কুকুর হবে।" তা শুনে ফকীর ব'ললে "না, শেয়াল কুকুর হ'তে পারে না, এই ভীষণ বৃষ্টি, শিলাবর্ষণ, মেঘের গভীর গর্জ্জন, এ দুর্য্যোগে বনের শেয়াল কুকুর তার গর্ত্ত ছাড়বে না। এ নিশ্চয়ই কোন চাকর, মনীবের কাজে যাচ্ছে। তাদের জীবন মরণ, পুত্র কন্যার পরমায়ু সব মনিবের কৃপা কটাক্ষের উপর নির্ভর করে; তাদের দুর্য্যোগ সুযোগ নেই।" ভাই, ফকীরত' ঠিকই ব'লেছে। আমাদের অবস্থাত' এইই। নাঃ, আর নয়, ভগবান্ তোমায় ভুলে সাধ ক'রে দাসত্বের শৃঙ্খল প'রে র'য়েছি। খুলে দাও প্রভু, তোমার দয়াল নামের সার্থকতা দেখাও।

প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান গৌড় রাজদরবার, কাল—অপরাহ্ন।

সিংহাসনে সমাসীন হুসেনশাহ, পার্শ্বে উপবিষ্ট কেশবছত্রী।

হুসেন। কেশব, অমর সন্তোষের বুদ্ধিমত্তার চমৎকারিতা ও উজ্জ্বল প্রতিভার কথা দেশময় ছেয়ে পড়েছে। তাঁদের বিজ্ঞতায়, দূরদর্শিতায়, ধীর বিচারণায়, মহানুভব দিল্লীশ্বরেরও চিত্ত চমৎকৃত

হ'য়েছে। আমার মনে হয় শুধু চমৎকৃত, বিস্মিত নয়, ভীত উদ্বেলিতও হ'য়েছে—সুদূর ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টিপাত ক'রে বিচক্ষণ বাদশাহ কোরকেই কণ্টক উৎপাদনে সচেষ্ট হয়েছেন।

কেশব। দিল্লীশ্বরের বিচক্ষণতা প্রশংসার্হ।

হুসেন। শুধু প্রশংসার্হ নয়, অনুকরণীয়। বাংলার গগনে নবীন মেঘের সঞ্চার দেখে ঝড় উঠবার পূর্ব্বেই তিনি সতর্ক হচ্ছেন—হায়! বালির বাঁধ দিয়ে সাগর সামলাতে প্রয়াস পাচ্ছেন! এদিকে হুসেনের বক্ষে যে ঝটিকাবিক্ষুব্ধ দুরন্ত সাগর গর্জ্জন কচ্ছে। দিল্লীশ্বর জানেন না তার একটা প্রবল ঢেউ এসে ভাসিয়ে দেবে তাঁর সিংহাসন, তলিয়ে দিয়ে যাবে তাঁর রাজ্যপাট। দিল্লীশ্বর বাংলার রাজাকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য অমর সন্তোষের প্রতিভার পুরস্কারস্বরূপ তাঁদের দবীরখাস ও সাকরমল্লিক নাম দিয়ে স্বাক্ষরিত পাঞ্জা পাঠিয়ে দিয়েছেন। চালটা বেশ বিচক্ষণই হয়েছে। হুসেন—কারুণ্য কোমলতায় শিথিল হ'ও না; বজ্রের মত কঠিন, মৃত্যুর মত দুর্ব্বার হ'তে হবে।

কেশব। অমর সন্তোষ পাঞ্জা পেয়েছেন?

হুসেন। তাঁদের ডেকে এনে, সাদরে পাঞ্জা প্রদান করেছি। দেখ কেশব, তাঁদের দেখলেই যেন আমি কেমন হ'য়ে যাই! সরলতায় গড়া দুখানি দেহ, লাবণ্যে মাধুর্য্যে যেন ভরা; তাঁদের নিরন্তর ছলছল উজ্জ্বল চক্ষে পাণ্ডিত্যের সব কর্কশতা, আভিজাত্যের সব দাম্ভিকতা যেন্ একেবারে তলিয়ে গেছে। সন্তোষের ভাষা, ভাব, চাহনি, গমনভঙ্গী সব যেন আর এক জগতের, মুখের

কথাগুলি যেন সুধার নির্ঝর। অমরের জ্ঞান প্রতিভার সৌধ যেন আকাশ ছাড়িয়ে উঠ্‌ছে কিন্তু এতটুকু অভিমান নেই; কিন্তু কেশব, নির্জ্জনে দেখেছি, কি যেন একটা অন্তঃসলিল বিষাদের প্রবাহ তাঁদের ভাসিয়ে নিয়ে চলেছে—জানিনা কোথায় এর শেষ, পরিণতি এর কোন্ সুদূর সাগরে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-ভূমি—শান্তপল্লী কানাইনাটশালায় তাঁদের সুন্দর বাসস্থান নির্ম্মিত হয়েছে। মনোরম উদ্যান, সুন্দর সরোবরে পল্লীর সৌন্দর্য্য কেমন স্নিগ্ধ মধুর হয়েছে। (দূরে কোলাহলের শব্দ, কাণ পাতিয়া শুনিয়া বিস্ময়ে) এত কোলাহল কিসের কেশব ?

(সহসা কোতোয়ালের প্রবেশ ও কুর্ণিশকরণ)

হুসেনশাহ। সংবাদ কি ? এত কোলাহল কিসের ?

কোতোয়াল। জাঁহাপানা, আজ প্রভাতে গৌড়ে এক অদ্ভুত হিন্দু সন্ন্যাসী এসেছেন, সঙ্গে তাঁর লক্ষ লোক, সব সময়ে কীর্ত্তনে বিভোর, এ কোলাহল সেই মহাসংকীর্ত্তনের।

হুসেনশাহ। কেমন সে সন্ন্যাসী ? তার গতিবিধি লক্ষ্য করেছ ?

কোতোয়াল। হাঁ জাঁহাপানা, এমন অদ্ভুত সন্ন্যাসী আমি কখনও দেখি নি। এঁর সৌন্দর্য্য মদনকেও হার মানিয়েছে, গায়ের বরণ কাঁচা সোণার মত উজ্জ্বল, শরীর প্রকাণ্ড, নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। তাঁকে দেখলে মনে হয় কোন রাজার ছেলে সন্ন্যাসী হয়ে বেড়াচ্ছেন; তাঁর সমস্ত গায়ে কদমফুলের মত কাঁটা

দিচ্ছে, ক্ষণে ক্ষণে অত্যন্ত ঘাম আর কম্প হচ্ছে। দুই হাত তুলে হরিনাম গান কচ্ছেন। কখন যে খান্ আর কখন যে শোন্, তা দেখি নি। চারিদিক থেকে দেখতে লোক সমাগম হচ্ছে, আশ্চর্য্য এই যে, যে আসছে সে আর ঘরে ফিরে যাচ্ছে না। আমি অনেক সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানী দেখেছি কিন্তু এমন অদ্ভুত সন্ন্যাসী কখনও দেখি নি। স্বচক্ষে যা দেখেছি অকপটে নিবেদন কর্লাম।

হুসেনশাহ। আচ্ছা যাও।

(কোতোয়ালের প্রস্থান)

কেশব, কে এই সন্ন্যাসী? অসংখ্য লোক ছায়ার মত তার অনুগামী হয়েছে, যেন এক বিশাল সেনানী রণোন্মাদে দিগ্বিদিগ জ্ঞানহারা হয়ে ছুটেছে?

কেশব। (স্বগত) বাদ্‌শাহের হিন্দুদ্বেষ মনের কোণে প্রায়ই উঁকি মারে, কি জানি আবার কখন কি খেয়াল চাপে, কথাটা একটু চেপে যাওয়াই ভাল। (প্রকাশ্যে) হাঁ জাঁহাপানা, একজন হিন্দু সন্ন্যাসী এই পথে তীর্থপর্য্যটনে চলেছেন, তিনি বৃক্ষতলে বাস করেন; ভিখারী সন্ন্যাসী মাত্র।

হুসেনশাহ। তুমি গোপন করলে কি হবে কেশব, আমি কি তাঁর কথা শুনি নি? সূর্য্য আকাশে উঠ্‌লে তাকে হাত দিয়ে কি কেউ ঢেকে রাখ্‌তে পারে? আমি কি শুনি নি, যবন হরিদাস কাজীর মার খেয়েও কোন্ পরশমণির স্পর্শ পেয়ে হিন্দু ধর্ম্ম প্রচার ক'চ্ছেন, কাঁর অমৃত স্পর্শে নবদ্বীপের কাজীর চিত্ত হ'তে কীর্ত্তন-বিদ্বেষ একেবারে দূর হ'য়েছে। আমি

বুঝেচি তিনি ভিক্ষুক নন; হিন্দু যাঁকে কৃষ্ণ বলে, মুসলমান যাঁকে খোদা ব'লে সম্বোধন করে, তিনিই সন্ন্যাসী হয়ে এখানে দেখা দিয়েছেন। আমি গৌড়ের রাজা, আর তিনি এই বিশ্বের রাজা। দেখনা, স্বেচ্ছায় লক্ষ লোক তাঁর আজ্ঞাপালনে উন্মুখ। তিনি যে ঈশ্বর স্বয়ং, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সংশয় নেই। তুমি কোতোয়ালকে আমার আদেশ জানাও যেন এই প্রেমিক সন্ন্যাসীর উপর কেহ কোনরূপ অত্যাচার না করে। তিনি স্বাধীন ভাবে আমার এই বিস্তৃত রাজ্যে যথেচ্ছ বিচরণ কর্বেন।

কেশব। (স্বগত) অব্যবস্থিতচিত্ত বাদশাহের কথায় নিশ্চিন্ত থাকা কখনই যুক্তিযুক্ত নয়, যাই গোপনে তাঁদের অন্যত্র গমনের পরামর্শ দেই।

(প্রস্থান)

(দবীর খাসের প্রবেশ ও অভিবাদন)

হুসেন। এই যে দবীর খাস, তোমারই প্রতীক্ষা কর্ছিলাম। সমগ্র গৌড় তোলপাড় ক'রে কে এক সন্ন্যাসী নাকি রাজপথ দিয়ে চলেছেন—সঙ্গে তাঁর অগণন লোক, সব উন্মত্ত, আত্মহারা,—জান কি ইনি কে?

দবীর খাস। গৌড়েশ্বর, মহীয়সী কৃপা যাঁর স্বচ্ছসলিলের মত শতধারে ব'য়ে যাচ্ছে—যার কণালাভে আজ আপনি এই গৌড়ের সিংহাসন পেয়ে ধন্য, প্রীতি যার মুখমণ্ডলে, অরুণ নয়নকমলে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছে, হৃদয়ের যার প্রেমের তুফান দুকুলভাঙ্গা বেগে সমগ্র ভারত ভাসিয়ে ছুটেছে, স্নিগ্ধ করুণ চাহনি যাঁর

অভাগার প্রাণে ভরসা দেয়, নৈরাশ্যের বক্ষে শান্তির ধারা বহায়, মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে আজ স্বয়ং তিনি আপনার দ্বারে সমাগত। ভাগ্যবান্ আপনি, পুণ্যপুঞ্জ আপনার অসীম, তাই কোটি জনমের সাধনার ধন, যোগিজনের চিরবাঞ্ছিত নিধি আজ আপনার রাজ্যে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। আমায় কেন জিজ্ঞাসা ক'চ্ছেন গৌড়েশ্বর, আপন হৃদয়ের অভ্যন্তরে একবার অনুসন্ধান ক'রে দেখুন, আপনি নরাধিপ, শ্রীবিষ্ণু অংশ সম্ভূত, এই সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কে আপনার মনে হয়? আপনার চিত্ত যা বলে তিনি তাই।

হুসেন। দবীর খাস, আমারও মনে হয়, এই সন্ন্যাসী সাক্ষাৎ ঈশ্বর। রাজা আমি, প্রজাপুঞ্জের জীবন মরণের কর্ত্তা, তথাপি আমার সৈন্যগণ যদি দীর্ঘকাল বেতন না পায়, আমাকেই নিঃশেষ কর্ব্বার চেষ্টা করে, আর এই সন্ন্যাসী দরিদ্র, কাউকে কপর্দ্দক দিবার সামর্থ্য নেই, তথাপি লক্ষ লক্ষ লোক আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে এঁর সঙ্গে সঙ্গে আজ্ঞাবহ হ'য়ে ফিরছে। ঈশ্বর শক্তি ব্যতীত সামান্য জীবে কি এ সম্ভব?

দবীর খাস। আজ বুঝলাম গৌড়েশ্বর, আপনার ভাগ্যের সীমা নেই, বুঝ্‌লাম কেন শ্রীচৈতন্যশশী সহসা গৌড় ধন্য ক'রে উদয় হ'য়েছেন। (স্বগত) তথাপি অব্যবস্থিতচিত্ত বাদশাহে বিশ্বাস নেই।

(উভয়ের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—কানাই নাটশালা, সনাতন সাগরের তীর।

কাল—গভীর রাত্রি।

(দবীর খাসের প্রবেশ।)

দবীরখাস। আনন্দের বিপুল স্পন্দন আর ভীতির তপ্ত শ্বাস আমাকে অধীর ক'রে তুলেছে। আশা নৈরাশ্যের ঘাত প্রতিঘাতে আমি স্থির হ'তে পাচ্ছি না। অখিল ব্রহ্মাণ্ডের পতি শ্রীহরি আজ জীবের দুঃখে পথের কাঙাল সেজেছেন। যশোদা-দুলাল, ব্রজের নীলমণি আজ ভিখারীর সাজে দ্বারে দ্বারে যেচে যেচে প্রেয়সীর ভাণ্ডার খুলে প্রেম বিতরণ ক'চ্ছেন। শুনছি নাকি ব্রাহ্মণ শূদ্র মানেন না, উচ্চনীচ দেখেন না, ধনী দরিদ্র গণেন না ; প্রেমের বন্যায় দেশ ভাসিয়ে চলেছেন। কিন্তু (অধোমুখে) আমরা বিষয়কূপে পতিত, দাম্ভিকতার মূর্ত্তি, ঘোর অহমিকায় গড়া তনু—তাঁর করুণামৃত বৃষ্টিতে সারা বিশ্ব তৃপ্ত হ'চ্ছে, আমরাই কি শুধু বাদ যাব? আমাদের মত পতিত কোথায় আর পাবে প্রভু? আমাদের উদ্ধার না কর্লে তোমার পতিতপাবন নামে কলঙ্ক থেকে যাবে।

(সাকর মল্লিকের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

আমায় ব্যাকুল প্রাণে যে জন ডাকে
আমি তারই হই।

ও তার শয়নে স্বপনে, নিদ্রা জাগরণে
প্রেমে বাঁধা রই।
বাহুলতায় তারে বাঁধি
তারই সাথে হাসি কাঁদি,
পথপানে নিরবধি
তারই চেয়ে রই।

কই, তেমন ক'রে ত ডাকা হয়নি, চোখের জলে, হৃদয় ভ'রে, আমার যা সব তাঁর জন্য ত তেমন ক'রে রাখা হয়নি, ব্যাকুল হ'য়ে পথের পানে ত' তেমন করে চেয়ে থাকা হয়নি ;—না, না, প্রাণভরে ডাকা হয়নি, আমি আবার ডাকি—

এস, এস,—সখা এস,
আমার ভীত, ব্যথিত, তৃষিত চিত
তুমি এস।
(সরোদনস্বরে) তুমি এস, তুমি এস, তুমি এস।
আমার জীবন তপ্ত মরু
বারি ধারারূপে এস।
ওগো অন্তর ধন অন্তরে ফিরে এস ॥

হে আমার চিরসুন্দর, হে আমার হৃদয়রতন, হে আমার প্রাণের ঠাকুর, আমি আবার তোমায় ডাকি ; যাই, যাই আমি নয়ন মুদে তোমার দলিতাঞ্জন জিনি কান্তি দেখি—

(দবীর খাস কর্তৃক সাকর মল্লিককে ধারণ)

দবীর খাস। ভাই, যে পরম করুণ ঠাকুর, আমাদের

মোহগর্ত্তে পতিত দেখে "পরব্যসনিনী" শ্লোক শিক্ষা দিয়ে কৃপার রজ্জুতে বেঁধেছিলেন, যাঁর আশ্বাস বাণীতে, যাঁর পথ চেয়ে আমরা বিষয় বিষ্ঠাতেও ধৈর্য্য ধ'রে আছি, সেই নদীয়া উদয়গিরির পূর্ণ শশধর, সন্ন্যাসীকুলশিরোমণি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আমাদের রামকেলি গ্রামে এসেছেন। কোটি কোটি ভূতভাবন ভক্ত, তাঁর দর্শনে আত্মহারা হ'য়ে তাঁকে ঘিরে র'য়েছেন—

আর—"তাঁহা প্রভু নৃত্যকরে প্রেমে অচেতন।"

আমরা অনাচারী, আমাদের শরীর অস্পৃশ্য; কে এমন পরম দয়াল আছেন, একবারের জন্যও তাঁর কাছে আমাদের নিয়ে যাবেন ?

সাকর মল্লিক। দাদা, যাঁরা অধম পতিত জনার ঘরে ঘরে গিয়ে যেচে যেচে প্রেমসুধা বিতরণ ক'চ্ছেন, ত্রিভুবনের পামর, পঙ্গু, অধম, জড়, আতুর, দীন সকলকে নির্ব্বিচারে উদ্ধার ক'রবার জন্য হরিনামের নৌকা সাজিয়ে দাঁড়ি মাঝি হ'য়ে বেরিয়েছেন ;— মদ্যপ যবনের মার খেয়ে যাঁদের করুণার ধারা শতধারে উছলিত হয়, আরও প্রেমভরে তাঁদের কোল দেন ;—যাঁরা প্রভুর শ্রীমুখের আদেশে গ্রামে গ্রামে পথে পথে গেয়ে বেড়াচ্ছেন—

বল কৃষ্ণ ভজ কৃষ্ণ লহ কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ॥
তোমা সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার।
হেন কৃষ্ণ ভজ সব ছাড়ি অনাচার॥

দাদা, চলুন, সেই পতিত জনার বন্ধু নিত্যানন্দ হরিদাস ঠাকুরের

চরণতলে শরণ লই। তাঁদের অপার করুণা; তাঁরা নিশ্চয়ই কৃপা ক'রে প্রভুর কাছে নিয়ে যাবেন।

দবীর খাস। ঐ শোন, দূরে নামের অমৃত বৃষ্টি হ'চ্ছে—আর বিষয় রৌরবে প'ড়ে তার পূতিগন্ধে আমরা ভুলে আছি।

ঐ তাঁর কীর্ত্তন আহ্বান ; চল ভাই,
বিষবৎ লাগে এই রাজকীয় বেশ।
অখিলের নাথ আজ দ্বারের ভিখারী,
ধূলায় ধূসর তনু,
দীন হীন পথের কাঙাল হ'য়ে
ডাকে বার বার।

(পরিচ্ছদ ত্যাগ, গলে বস্ত্র ও মুখে দুই গোছা তৃণ ধারণ)

দবীরখাস। সাধ ক'রে মায়ার ফাঁস গলায় প'রেছি—দুর্লভ মানব জনম পশুত্বে পরিণত হ'য়েছে।

(জনৈক দূতের প্রবেশ)

(দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের নূতন বেশ দেখিয়া চিনিতে না পারিয়া)

দূত। মহাশয়, রাজমন্ত্রী দবীর খাস ও সাকরমল্লিক দুই ভাই এইখানে ছিলেন, তাঁরা কোন্ দিকে গিয়েছেন ব'লতে পারেন? আমি তাঁদের জন্য নদীয়ার মহাপুরুষদের সংবাদ আন্‌তে গিয়েছিলাম। তাঁরা মহাসঙ্কীর্ত্তন ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে একটু বিশ্রাম ক'চ্ছেন। আর সেই দুই ঠাকুর যাঁদের জগাই মাধাই তাড়া ক'রে মেরেছিল, তাঁরা একটু নির্জ্জনে ব'সে আলাপ ক'চ্ছেন,

এই সময় গেলে তাঁদের কাছে যাওয়া যাবে। লোকের ভিড়ও একটু ক'মেছে। কিন্তু এঁরা দুজন গেলেন কোথায়? আপনাদের চোখে জল কেন?

দবীর খাস। দূত, আমরাই সেই হতভাগ্য দুইজন, আমরা কি মানুষ? মায়ার দাস হ'য়ে পশুর মত উদর পূরণ ক'রে দিন কাটাচ্ছি। চল আমরা প্রস্তুত হ'য়েছি—আমাদের সেই দুই ঠাকুরের কাছে নিয়ে চল। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—রামকেলি গ্রাম

কাল—গভীর রাত্রি।

(নৃসিংহানন্দ, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস ঠাকুর উপবিষ্ট)

নিত্যানন্দ। সঙ্কীর্ত্তন তরঙ্গ বুঝি আজ রাত্রের মত থামলো। দেখ এই রামকেলি গ্রামটি কি সুন্দর! ওই গৌড়নগরীর অট্টালিকা শ্রেণী, চাঁদের কিরণ পড়ে যেন হাস্‌ছে। নিকটে কোন পুষ্পোদ্যান নেই তবু নাসায় কিসের সৌরভ পাচ্ছি। নদীয়ানাথ এই পথ দিয়ে শ্রীবৃন্দাবন চ'লেছেন, লক্ষ লক্ষ লোক তাঁর সাথে কীর্ত্তন তরঙ্গ তুলে ছুটেছে—

নৃসিংহানন্দ। কিন্তু আমি নিশ্চয় ক'রে ব'ল্‌ছি, প্রভু এবার শ্রীবৃন্দাবন যাবেন না।

নিত্যানন্দ। শ্রীবৃন্দাবন যাবেন না?

নৃসিংহানন্দ। না,প্রভু কানাই নাটশালা থেকে ফিরে আস্‌বেন।

নিত্যানন্দ। নীলাচল হ'তে শ্রীবৃন্দাবন লক্ষ্য ক'রে এই এতদূর রামকেলি গ্রাম পর্য্যন্ত তবে এলেন কিসের জন্য? তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে প্রভু এবার শ্রীবৃন্দাবন যাবেন না?

নৃসিংহানন্দ। প্রভু শ্রীবৃন্দাবন যাবেন শুনে আমি মনে মনে কুলিয়া থেকে তাঁর জন্য রত্ন দিয়ে পথ বাঁধিয়েছিলাম, সেই রতনের পথের পরে বৃন্তহীন সুগন্ধ সুকোমল পুষ্পের শয্যা ক'রেছিলাম; পথের দুই দিকে বকুলের সারি; মাঝে মাঝে দুইপাশে দিব্য পুষ্করিণী—

রত্নবাঁধা ঘাট তাহে প্রফুল্ল কমল।
নানাপক্ষী কোলাহল সুধা সম জল॥
শীতল সমীর বয় নানাগন্ধ নিয়া।
কানাইর নাটশালা লইনু বাঁধিয়া॥
আগে মন নাহি চলে পারেনা বান্ধিতে।
পথবান্ধা নাহি যায় হইনু বিস্মিতে॥ (চৈঃ চঃ)

তাই আমার নিশ্চয় মনে হ'চ্ছে—আপনারা পরে দেখ্‌বেন, প্রভু এবার শ্রীবৃন্দাবন যাবেন না।

নিত্যানন্দ। তাহ'লে এখানে আস্‌বার তাঁর নিশ্চয়ই কোন গূঢ় অভিপ্রায় আছে। (হরিদাস ঠাকুরের প্রতি চাহিয়া) ঠাকুর, তুমিত তোমার প্রভুর মরম জান।

কোন্‌ রঙ্গ হবে আজ
কি সঙ্কল্প মনে?

কোন্ রামানন্দ লাগি
আইলা এখানে ?

(শ্রীহরিদাস নিত্যানন্দ প্রভুর দিকে চাহিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছেন, এমন সময় গলে বস্ত্র বাঁধিয়া, দুই গোছা তৃণ দন্তে ধরিয়া দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের আগমন।

দবীর খাস।

করুণার সিন্ধু প্রভু দুইজন,
প্রেমামৃতের পূর্ণ কুম্ভ ল'য়ে দুই করে
নাম নৌকা সাজাইয়া ঘাটে ঘাটে গিয়া
পতিত পাষণ্ডী জনে বিতরিলে বলে
কীর্ত্তন তরঙ্গ রঙ্গে ভাসালে সকলে।
অন্ধ বধির জড় মোরা দুইজন
বিষয় বিষ্ঠার কৃমি ঘেরে আছে সদা ;
পাপক্ষালি প্রেম দিবে, এ ভরসা
ল'য়ে, আসিয়াছি তোমাদের
চরণ কমলে, আত্ম সমর্পিতে।
বড় আশা প্রাণে
ওগো ও পতিত বন্ধু, এ পতিত
বঞ্চিত না হবে।

হরিদাস। শ্রীপাদ, এঁরা দুইজন গৌড়ের বাদ্শার মন্ত্রী, কর্ণাটদেশী ব্রাহ্মণ, পরম পণ্ডিত, মহাভাগবত। আমার মনে হয়,

প্রভুর সহসা এখানে আগমন এঁদেরই জন্য। চলুন, এঁদের প্রভুর কাছে নিয়ে যাই।

নিত্যানন্দ। ভাইরে, হরিদাস শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপার মূর্ত্তি, সেই সাক্ষাৎ কৃপা যখন পেয়েছ—তখন আর ভয় কি! চল সেই ভুবন মঙ্গল পতিত পাবন, প্রভুর কাছে তোমাদের নিয়ে যাই, তোমাদের দৈন্য দেখে প্রাণে বড় আনন্দ পেয়েছি, তোমরা তাঁর পূর্ণ কৃপা লাভ ক'র্বে। (সকলের প্রস্থান)

(শ্রীগৌরাঙ্গের প্রবেশ)

শ্রীগৌরাঙ্গ। এই ত সেই রামকেলি, কাঁহা
মোর রূপ সনাতন। শুনিয়াছি
বাড়ীর নিকটে, অতি নিভৃত স্থানেতে,
কদম্বকানন, রাধাশ্যাম কুণ্ডতাতে।
সেথা বসি বৃন্দাবন লীলা করে ধ্যান,
না ধরে ধৈরয নেত্রে ধারা অনুক্ষণ ॥
মদন মোহন সেবায় প্রাণ সমর্পিত
তাঁর সনে কত কথা, কত খেদ
কহিব বা কত।
আমার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিত মন।
হেথা, তাঁদের মিলিতে সদা কাঁদে মোর প্রাণ ॥
কিবা দৈন্যমাখা পত্রী পাঠাইল মোরে।
কিবা সে বিনয় স্মরি হৃদয় বিদরে

গৌড়ের যবন রাজা, হ'য়ে চমৎকৃত
সনাতন রূপ গুণে, দিলা রাজ্যভার
মন্ত্রীকরি, ম্লেচ্ছভয়ে করিলেন
রাজ্য অঙ্গীকার।
সর্ব্বশাস্ত্র চর্চ্চা সদা ল'য়ে ভক্তগণ।
ন্যায় সূত্র বেদান্তাদি খণ্ডন স্থাপন ॥
তথাপি ম্লেচ্ছের সঙ্গ শান্তি নাহি দেয়।
অতি শুদ্ধাচারী পিতা পিতামহ
তাঁর, যে যবনের স্পর্শে করেন
প্রায়শ্চিত্ত আচার ; হেন যবনের
সঙ্গ নিরন্তর হয়, তাই সদা
আপনারে ম্লেচ্ছ মনে লয়।
যবে মগ্ন হন দৈন্য সমুদ্র মাঝারে,
ম্লেচ্ছ হ'তেও নীচ বলি মানে আপনারে।
বিপ্ররাজ হ'য়ে মহাখেদ যুক্ত মনে,
আপনাকে বিপ্রজ্ঞান কভু নাহি করে ॥

হরি হরি, ওই বুঝি আসিছেন তাঁরা, মরি মরি, দন্তে তৃণ, গলে বাস, সূর্য্যসম ভাস্বর বরণ, দৈন্যমাখা কাতর নয়ন—

রামানন্দ দ্বারে কন্দর্প দর্পনাশ।
দামোদর দ্বারে নিরপেক্ষ পরকাশ
হরিদাস দ্বারে সহিষ্ণুতা জ্ঞাপন
নিত্যানন্দ দ্বারে নাম প্রেম বিতরণ,

সনাতন রূপ দ্বারে দৈন্য প্রকাশিব
বৈরাগ্যের শেষ সীমা জগতে দেখাব।

(নিত্যানন্দ, হরিদাস, দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের প্রবেশ)

নিত্যানন্দ। (ধীরে ধীরে) দেখিয়াছি, প্রভু তব উদ্বিগ্ন নয়ন,
বুঝিয়াছি, কেন তব হেথা আগমন।
এই নাও দবীর খাস, সাকর মল্লিক,
দুই প্রেম তরঙ্গিণী, আসিয়াছে
শ্রীগৌরাঙ্গ সমুদ্রে মিলিতে—

(দবীর খাস ও সাকর মল্লিকের মহাপ্রভুর চরণতলে জানু পাতিয়া উপবেশন ও করজোড়ে উক্তি)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দয়াময়।
পতিত পাবন জয় জয় মহাশয়॥
জয় দীন বৎসল জগতহিতকারী।
জয় জয় পরম সন্ন্যাসীরূপ ধারী॥
পতিত তারিতে প্রভু তোমার অবতার।
মোরা বহি জগতে পতিত নাহি আর॥
জগাই মাধাই দোঁহে ক'রেছ উদ্ধার।
কিন্তু তাহে কোন শ্রম হয়নি তোমার॥
তাঁরা ত' ব্রাহ্মণ জাতি নবদ্বীপে ঘর।
নীচ সেবা নাহি করে, নহে নীচের কূর্পর॥
জগাই মাধাই হ'তে কোটি কোটি গুণ।
অধম পতিত পাপী মোরা দুইজন॥

ম্লেচ্ছজাতি, ম্লেচ্ছসঙ্গী, করি ম্লেচ্ছকর্ম্ম।
গোব্রাহ্মণ দ্রোহীর সঙ্গে মোদের সঙ্গম ॥
আমাদেরি কর্ম্ম হাতে গলায় বান্ধিয়া।
কুবিষয় বিষ্ঠাগর্ত্তে দিয়াছে ফেলিয়া।
মোদের উদ্ধারিতে বলী নাই ত্রিভুবনে।
পতিত পাবন তুমি, কেবল তোমা বিনে ॥
মোদের উদ্ধারিয়া যদি দেখাও নিজ বল।
পতিত পাবন নাম তবে সে সফল ॥
তব দয়া পাইবার যোগ্য মোরা নই।
কেবল তোমার গুণে মনে লোভ হয় ॥
বামন হইয়া চাঁদ ধরিবারে আশ।
কৃপা কল্পতরু মোদের ক'রনা নিরাশ ॥

শ্রীগৌরাঙ্গ। বিনয়ের খনি দুই ভাই,
তোমরা চিরদিনই আমার আপনার জন।
আজ হ'তে তোমাদের নাম "রূপ সনাতন" ॥

তোমরা দৈন্য ছাড়, তোমাদের দৈন্যে আমার প্রাণ ফেটে যায়। তোমাদের দৈন্য পত্রী পেয়ে তোমাদের অন্তর জেনে সেই শ্লোক লিখে পাঠিয়েছিলাম, আজ ছুটে এসেছি। গৌড়ের নিকটে আমার আস্‌বার আর কোন প্রয়োজন ছিল না ; শুধু তোমাদের দুজনকে দেখ্‌বার জন্যই আমি এখানে এসেছি। ভাল হ'ল তোমরা দুই ভাই আমায় দেখা দিলে, ঘরে যাও, কোন ভয় নেই। জন্মে জন্মে তোমরা আমার নিত্যপ্রিয়। অচিরাতে কৃষ্ণ

তোমাদের উদ্ধার ক'র্ব্বেন। ভক্তগণ, আপনারা সকলে এঁদের কৃপা ক'রে উদ্ধার করুন ।

(এই বলিয়া মহাপ্রভু দুজনের মাথায় দুই হাত দিলেন।
সকলে একসঙ্গে হরিবোল বলিয়া উঠিলেন।
রূপ সনাতন সকলের চরণধূলি লইলেন।)

সনাতন। প্রভু, আমার একটি নিভৃতে নিবেদন আছে।

শ্রীগৌরাঙ্গ। বল কি নিবেদন (এক পাশে সরিয়া আসিলেন।)

সনাতন। প্রভু, গৌড়রাজ যদিও আপনাকে ভক্তি করেন তথাপি তাঁকে বিশ্বাস নেই। আপনি এখানে আর বেশীক্ষণ থাকবেন না—ভয় হয় পাছে কেউ কোন বিপদ ঘটায়। আর আপনি তীর্থে যাচ্ছেন, তীর্থ যাত্রায় এত লোক সংঘট্ট কি ভাল ? যাঁর সঙ্গে লক্ষ কোটি লোক চলে, তাঁর বৃন্দাবন যাত্রায় শান্তি হয় না।

শ্রীগৌরাঙ্গ। ঠিক ব'লেছ সনাতন, এত লোক সঙ্গে গেলে আমি বৃন্দাবনে সুখ পাব না। একলা যাব কিম্বা সঙ্গে মাত্র একজন থাকবে।

রূপসনাতন। অধম পতিত ব'লে ভুলিওনা প্রভু।

(চরণে প্রণাম)

শ্রীগৌরাঙ্গ। শীঘ্রই আবার তোমাদের সঙ্গে মিলিত হব।

(রূপসনাতনের বিদায়)

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—কানাই নাটশালা, রূপসাগরের তীর।

কাল—সন্ধ্যা।

(দুইজন গ্রামবাসী ভদ্রলোকের প্রবেশ।)

১ম। রাজা সুবুদ্ধি রায়কে নিয়ে কাশীর পণ্ডিতরা কি কাণ্ড করেছে শুনেছ?

২য়। না, তুষানলের ব্যবস্থা নাকি?

১ম। প্রায় সেই রকমই, বড় আশা ক'রে রায় মশায় কাশী গিয়েছিলেন প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থার জন্য।

২য়। অত বড় জ্ঞানী, মানী রাজা! অদৃষ্টের ফেরটা দেখ, দুনিয়ার কিছু বলবার যো নেই! তারপর?

১ম। তারপর, পণ্ডিতেরা অনেক মাথা ঘামিয়ে, কমিয়ে সমিয়ে ব্যবস্থা দিলেন, উত্তপ্ত ঘৃতপানে জীবনত্যাগ! মুসলমানের করোয়ার জল পান ক'রে, যে হিন্দুর জাত একবার গিয়েছে, স্বেচ্ছায়ই হোক্ আর অনিচ্ছায়ই হোক্, তাকে হিন্দু-সমাজে স্থান ত দেওয়া যেতে পারেই না, তার ওপর অপরের শিক্ষার জন্য এইরূপ ব্যবস্থাই নাকি সমীচীন।

২য়। তেজস্বী সুবুদ্ধি রায় নিশ্চয়ই এতে সম্মত হন নি?

১ম। না—সেই সময়ে কাশীধামে এক হিন্দু সন্ন্যাসী এসেছিলেন, তাঁর পাণ্ডিত্যে নাকি সমস্ত ভারত স্তম্ভিত হয়ে গেছে—

২য়। ওঃ বুঝেছি, সে আমাদের নদীয়ার নিমাই পণ্ডিত—আহা! প্রাণখানি যেন প্রেমে গড়া, চোখে অবিরল জলধারা। এই সে দিন এখানে এসেছিলেন, সাকর মল্লিক, দবীর খাস মন্ত্রী দুজনকে কৃপা ক'রে রূপসনাতন নাম দিয়ে গেছেন। তারপর?

১ম। সেই পরমকরুণ সন্ন্যাসী তাঁকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে চোখের জলে তাঁকে স্নান করিয়ে বলে দিলেন—ভাই,তুমি নিরন্তর কৃষ্ণ নাম কর, কৃষ্ণ কৃপাময়, তাঁর নামাভাসেই জীবের সমস্ত পাপরাশি সূর্য্যোদয়ে তিমির রাশির ন্যায় দূর হ'য়ে যায়—

এক নামাভাসে তোমার পাপদোষ যাবে।
আর নাম লইতে কৃষ্ণচরণ পাইবে॥

তবে একটা কথা মনে রেখ—

অনিন্দক হইয়া সদা নাম লবে মুখে।
নিরন্তর ভাসিবে তবে কৃষ্ণ প্রেমে সুখে॥

তোমার সংসার বন্ধন ঘুচে গেছে, শ্রীকৃষ্ণ ভজনেই জীবের সার্থকতা, তুমি শ্রীবৃন্দাবনে যাও, লুপ্ত তীর্থের উদ্ধার ক'র, আর নিরন্তর কৃষ্ণনাম কোরো। রায় মশায় সে পরশমণির পরশ পেয়ে দেহ গেহ, জাতি, কুল, মান সব ভুলে তাঁতে আত্মসমর্পণ করেছেন। শুনছি তিনি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তখনই সেই প্রেমিক সন্ন্যাসীর চরণধূলি শিরে নিয়ে মথুরা যাত্রা করেছেন—সেখানে গিয়ে অতি দীন নিষ্কিঞ্চন হয়ে, কন্থা, করঙ্গ, কৌপীন লয়ে "হা কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ" ব'লে ব্রজের পথে পথে বেড়াচ্ছেন আর ক্লান্ত

কাঠুরিয়া ব্রজবাসীর কাঠের বোঝা ব'য়ে তাদের কৃপায় সামান্ত শুকনো চানা খেয়ে জীবন ধারণ কচ্ছেন।

২য়। ধন্য সুবুদ্ধি রায়, তোমার ভাগ্যের বলিহারি যাই। দেখ ভাই, কোন্ সূত্রে যে জীবের ভাগ্যের উদয় হয়, তা বুঝে ওঠা ভার। প্রকাণ্ড জমিদারী, পুত্র, পরিজন, নাম, যশ সব পড়ে রইল।

১ম। তাই ত ভাই, ডাক যখন আসে, তখন এম্নি ক'রেই আসে; ভগবান ত আর দেশ কালের অধীন নন। বৈরাগ্যও কারো হাতধরা নয়!

২য়। কৃপাময়ের কৃপা! একেবারে ঘোর বিষয়কূপ থেকে যেন কেশে ধরে টেনে তুল্লেন।

১ম। এম্নি ক'রেই ত তিনি বরাবর তুলে আস্ছেন, মানুষের আর ক্ষমতা কতটুকু। দু দশ বছর জপ ধ্যান ক'রে, কিম্বা দু চারটে যজ্ঞ পূজা ক'রে, কি দুচার দশখানা শাস্ত্রগ্রন্থ প'ড়ে কি আর তাঁকে পাওয়া যায়? তাঁকে পাওয়ার অধিকারী কেউ কখনও হতে পারে না ভাই। তিনি দয়া ক'রে যার কাছে আসেন, সেই তাকে পায়। যতটুকু জানান ততটুকুই জান্তে পারে। দেখনা গৌড়ের মন্ত্রী দবীর খাস সাকর মল্লিককে বাদশা রাজ্যের সমস্ত ভার দিয়েও কি বেঁধে রাখ্তে পাচ্ছেন? যে দিন সেই সন্ন্যাসী এখানে এসেছিলেন, স্নেহ-সিঞ্চনে তাঁদের স্নান করিয়েছিলেন, সে দিন থেকে তাঁদের প্রাণ মন তিনি কেড়ে নিয়ে গিয়েছেন—শয়নে স্বপনে তাঁরা তাঁরই

চিন্তন করেন। আমরাও ভাগ্যবান্ যে এমন মহাপুরুষের সঙ্গ লাভ করেছি। ঐ যে—বল্লভের পুত্র জীব আর প্রিয় ভৃত্য ঈশান এদিকেই আস্ছে। এ বালককে দেখলে মনে হয় যেন কোন জাতিস্মর মহাপুরুষ। এস আমরা এইখানেই বসি।

(উপবেশন)

(ঈশানের সহিত জীবের প্রবেশ)

জীব। ঈশান দা, তুমি সে সন্ন্যাসীকে দেখেছ ?

ঈশান। দেখেছি ভাই; দেখেছি বলেইত ম'জেছি; লোকে ব'লছে তিনিই নাকি ব্রজের কানাই। শুনতে পাই, ব্রজের গোয়ালিনীরা লাজ, কুল, মান, ভরম, সরম সব তাঁর পায় জন্মের মত বিকিয়ে দিয়েছিল, তবে গোপন ভাবটা তবুও সেখানে ছিল, সেখানকার সব কথা সবাই জানত না,—মা নন্দরাণী দান মান লীলাদির কথা, সখাগণ শ্রীরাস লীলার কথা সব জানতেন না। দেবী পৌর্ণমাসীর লুকোচুরি সবাই ধর্ত্তে পারে নি। এবার কিন্তু আর কোন লুকোচুরি নেই, এবার আর শুধু গয়লার মেয়ে নয়, আস্ত আস্ত পুরুষগুলো, বড় বড় দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতগুলো, কত রাজার ছেলে সব একজোটে পাগল হ'য়েছে, তার ঢেউ আমাদের এখানেও এসেছে, বুঝিবা সংসার ধরম ভেসে যায়।

জীব। যায় যাবে, আমরাও ভাস্ব। কিন্তু যদি তলিয়ে যাই, তাহলেত দম ফেটে ম'রে যাব।

ঈশান। আর যদি সেখানে বেশ বাতাস খেলে? সে সাগরের ভেতরে বাইরে বাতাস, ঢেউএর তালে তালে নাচ্‌বে ভাস্‌বে আবার ডুব্‌বে।

জীব। আর স্রোতের টান যদি খুব বেশী হয়, তার ওপর যদি আবার নীচের দিকে টান থাকে।

ঈশান। অন্তর্টান না থাক্‌লে ডুব্‌বে কেন? না ডুব্‌লেই বা রতন মিল্‌বে কেন? আর স্রোত সেইখানেই বেশী যেখানে বাতাস প্রবল। সে বাতাসের বহর ক্রমেই যেমন বাড়ে—স্রোতও তেমনি বাড়ে, তখন আর সাম্‌লান যায় না, তখনই আপন হারা হ'য়ে যায়। ওস্তাদজি তোমায় যে গান শিখিয়েছেন তার মধ্যেই এই কথার ইঙ্গিত আছে।

জীব। ঈশান দা, ওস্তাদজির সব গানের মানে আমি বুঝিনে, তবু গানগুলি এত ভাল লাগে যে গাইতে আরম্ভ কর্লে আর ছাড়্‌তে ইচ্ছে করে না। আচ্ছা ঈশানদা, ওস্তাদজি শুনেছি মুসলমান, কিন্তু তিনি হিন্দুর মত থাকেন কেন? তাঁকে দেখে মনে হয় যেন কোন নিষ্ঠাবান্ হিন্দু। তাঁর একটা গান গাইব?

ঈশান। অমৃতে আর কার অরুচি হয়! গাও না একটা শুনি।

(শিলাখণ্ডে উভয়ের উপবেশন)

গীত।

জীব। এ যে আকুল তুফান ভাসিয়ে নেয় মোরে।

কোথা পারের মাঝি, রাখ গো আজি

নায়ে তুলে নাও পারে।

আগে ছিল ধীরে প্রেমের টান,
আশায় আশায় ভাসিয়ে দিলাম প্রাণ
এল ওই হঠাৎ হড়কা বান্
এখন জাত কুল মান সবই নে যায়
বেজায় জোর করে'
শেষটা বুঝি ডুবিয়ে দিল অকূল সাগরে।

(রূপের প্রবেশ)

রূপ। জীব, এ গান তোমায় কে শেখালে? সঙ্গীতের ভিতর কি সুন্দর ইঙ্গিত। প্রেমের স্বভাবই এই। বসন্তের মলয় হিল্লোলের মত সে ধীরে ধীরে আসে, জীবের কাণে কাণে তাকে পাবার সন্ধান ব'লে দিয়ে যায়। তার সে প্রথম আহ্বানে শুধু একটুখানি আনন্দের কম্পন আছে। ধীরে তার স্রোতে যেই পর্ব্বত প্রমাণ অনর্থের বোঝা ভেসে যায়, প্রবাহের পথে বাধা দেবার আর কিছু থাকে না, তখন স্রোতের টান প্রবল হ'তে প্রবলতর হ'তে থাকে, হঠাৎ জীব একবার চ'মকে ওঠে, ভাবে আমার একি হ'ল? এত' আমি আগে জান্তাম না। কিন্তু তার সেই প্রেমাস্বাদনে লোলুপ চিত্ত আর নিজেকে সাম্লাতে চায় না, দেহ গেহ, ধন জন খুঁটি ছেড়ে দিয়ে, আপনহারা হ'য়ে সেই প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেয়। সেই প্রবাহ নিয়ে যায় তাকে প্রেমানন্দের সিন্ধুতে। সেখানকার মাঝি, আনন্দচিন্ময়রসসমুজ্জ্বল, কালো বরণ—সে তখন তাকে কি বলে জান?

গীত।

এই ত র'য়েছি আমি তোমারে ঘেরি
তোমারই দরশ আশে, তোমারই আশে পাশে সদাই ঘুরি।
তোমারই সুধাগীতি, আবেগ ভরা প্রীতি,
শুনি শুনি দিবারাতি, নীরবে ঝুরি।
নীরবে মুছায়ে দেই নয়ন বারি॥
আপনহারা হ'য়ে আমারই পথ চেয়ে,
আমারই লাগি আছ জীবন ধরি॥
সাঁতারি সাগর কত, আসিয়াছ পথ এত,
আমি কি দূরে দূরে থাকিতে পারি?
এই যে দেখনা আছি বুকেতে ধরি॥

(কিছুক্ষণ সকলেই নীরব)

রূপ। (স্বগত) জীব শিশুকাল হ'তেই ধীর, গম্ভীর। এই শিশুর লক্ষণগুলি সবই সুন্দর, যেন শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণ পূজার কুসুম,—অনাঘ্রাত সৌরভ,—অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত। তীক্ষ্ণ প্রতিভার সাথে কোটিসমুদ্রের গাম্ভীর্য্য, শৈশব সরলতার মাঝে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার কি মধুর সমাবেশ! স্থির, বিশাল অপাঙ্গে ত্যাগের, বৈরাগ্যের কি স্পষ্ট অভিব্যক্তি!

(জীব রূপের নিকট আসিয়া তাঁহার হাত ধরিলেন)

জীব। জ্যেঠা মশায়, আপনার সুধাকণ্ঠের গান ত আমি অনেকবার শুনেছি, কিন্তু আজ আমার বুকের মধ্যে এমন ক'চ্ছে কেন? আপনার সুরের রেশগুলি যেন ঘুরে ঘুরে আমার বুকের মধ্যে করুণ সুরে বেজে উঠ্‌ছে, গানের আনন্দের সংবাদ আমার

প্রাণে যেন শোকের ভাব জাগিয়ে দিচ্ছে। যেন কি ছিল, কি নেই ; আমার বুকের ভিতর থেকে কে যেন কি কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমি আট্‌কে রাখ্‌তে পাচ্ছিনে।

রূপ। (স্বগত) শুদ্ধ, নির্ম্মল চিত্তে স্বচ্ছ দর্পণের মত ভবিষ্যতের ছবি ফুটে ওঠে। চিরবিদায় যখন একটি একটি ক'রে মায়ার বাঁধন কাটতে থাকে, তখন বাস্তবিকই প্রাণে বড় লাগে। কিন্তু বিদায় ত' সবাই একদিন দেয়ই। একই বস্তুর এ পিঠ মিলন ও পিঠ বিদায়। তাই জন্ম যে দিন হয়, মৃত্যুও তার সাথে সাথে এসে লুকিয়ে থাকে। তবু মৃত্যুর অভিনিবেশ কি ভীষণ ভীতিপ্রদ ! কি দারুণ কষ্টকর ! !

(জীবকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিয়া)

প্রাকৃত সম্বন্ধ মায়ার সম্বন্ধ,—আনন্দ চিদ্‌ঘনবপু, নবকিশোর, নটবর মায়াগন্ধ শূন্য। এক দিকে পুঞ্জীভূত দুঃখের মর্ম্মভেদী যন্ত্রণা, অন্যদিকে নিত্যনবনবায়মান আনন্দাম্বুধির অনন্ত প্রবাহ ;—একদিকে নিত্যহতাশার, বিরাট হাহাকারের তমসাচ্ছন্ন অতল আবর্ত্ত, অন্যদিকে সুরেন্দ্র নীলদ্যুতি ভুবন-মোহনিয়ার বংশীর রসময়ী কলগীতি !! এ দুয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কি দেখছি !—দেখছি, উপায়হীন, আমার এক পরম করুণ, রসিকশেখর গৌরকান্তি নরবপু, স্বকারুণ্যের অবধি দেখাবার জন্যে একের বাঁধন ধীরে ধীরে খুলে দিয়ে অন্যের বিপুল স্রোতে ভাসিয়ে দিচ্চেন, আমিও চলেছি তাঁর অঙ্গুলি সঙ্কেতে, তাঁরই প্রদর্শিত পথে। ঐ আমায় ডাক্‌ছেন—যাই প্রভু, আর একটুখানি, একটু

বাকী। তোমার চরণাশ্রিত অগ্রজের চরণধূলি মাথায় নিয়ে যাই যেন এ আত্মসমর্পণ যজ্ঞে আর কোন বিঘ্ন উপস্থিত না হয়। বিদায় দাও, জীব, শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপা হ'লে আবার দেখা হবে। জানি তোমার কোমল প্রাণে বড় ব্যথা লাগবে; সরল প্রাণ অন্তর্যামী, তাই এখনই ভাবী বিদায়ের ক্রন্দনের সুর তোমার বুকে বেজে উঠ্ছে। কিন্তু কি করি বল বাপ! আমি ত আমাতে নেই, আমায় গোরা গুণনিধি একবার দেখা দিয়ে পাগল ক'রে দিয়ে গেছেন; ওই আবার আমায় ডাকছেন। যাই প্রভু যাই। গমনোদ্যত।

(সহসা বল্লভের প্রবেশ)

বল্লভ। (হাত যোড় করিয়া) দাদা, আমায় ক্ষমা করুন, আমার প্রতি যে আদেশ করেছেন, দাদা ফিরিয়ে নিন। আমি হতভাগ্য, আপনার আদেশ পালন কর্ত্তে পার্‌লাম না। সেই শিখিপুচ্ছমৌলী, বেণুকর, গোপবেশ, ত্রিভঙ্গভঙ্গিমরূপ ধ্যান ক'রবার চেষ্টা কর্‌লাম, কিন্তু যতবারই ভাব্‌তে যাই, ততবারই ফুটে উঠ্ছে সেই নবদুর্ব্বাদলনিভ, ইন্দীবরলোচন জানকী-বল্লভের মোহন মূরতি, তাঁর চরণ হ'তে কত গঙ্গার ধারা ব'য়ে যাচ্ছে, পদনখে কতশত কোটী চাঁদের মেলা বসেছে। হাসি যেন নবীন মেঘে শত বিজলীর খেলা, নয়নকোণে তাঁর বিশ্ব-পাগল করা কটাক্ষ।

(সনাতনের প্রবেশ ও বল্লভকে আলিঙ্গন দান)

সনাতন। (আলিঙ্গন দিয়া) বলিহারি ভাই বল্লভ;

এস তোমায় স্পর্শ করে ধন্য হই—পূত হই। আর ভাই তোমায় কৃষ্ণমূর্ত্তি ধ্যান করতে হবে না। বৈদেহীবল্লভের শ্রীচরণে তোমার যে নিষ্ঠা হয়েছে এর এক কণা পেলেও আমরা ধন্য হ'তাম।

রূপ। ভাই বল্লভ, আজ তুমি যে অপূর্ব্ব ইষ্টনিষ্ঠা দেখালে জগতে এ চিরদিন ঘোষিত হবে। ভক্তবাঞ্ছাপূর্ণকারী ভগবান্ ভক্তের মনমোহনিয়া। তার মনের মতটি হ'য়ে তিনি তার কাছে আসেন;—তাঁর বরবিনোদিয়া রূপ ভক্তের অভি-লাষের ছাঁচে গড়া। যে তাঁকে যে ভাবে দেখ্তে ভালবাসে তিনি তার কাছে সেই ভাবেই আসেন। লঙ্কায় তিনি গরুড়কে বংশীবদন মূর্ত্তি দেখালেন, কংস কারাগারে বসুদেব দৈবকীকে চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখিয়েছিলেন, আর ব্রজের গোপিনীর ঘরে তিনি দ্বিভুজ, মুরলীধর, বাঁকা আখি বাঁকা ঠাম।

গীত।

বাঁকা নয়ন শ্যামের বাঁকা শিখি পাখা।
বাঁকা চরণ দুটি চলে আঁকা বাঁকা॥
বাঁকা যমুনার জলে,
বাঁকা কদম্ব তলে,
হিয়ার উপরে দোলে
বনমালা বাঁকা॥

সনাতন। ভাই রূপ, ভাই বল্লভ, সংসারের নিষ্পেষণে তনু জর জর হয়ে গেল—কৃষ্ণ বৈমুখ্য আর প্রাণে সয় না। এবার সংসার মুক্তির জন্য কোন শাস্ত্র-নিপুণ ব্রাহ্মণ দ্বারা

শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রের পুরশ্চরণ করাও,—মন্ত্রশক্তির বলে বিষয়ের বাঁধন আপনা হ'তে খুলে যাবে।

রূপ। দাদা, প্রাণচোর গৌরসুন্দরের গতিবিধি জানবার জন্য যে লোক নীলাচলে প্রেরিত হ'য়েছিল সে ফিরে এসেছে। প্রাণবল্লভ আমার বনপথে শ্রীবৃন্দাবন যাত্রা ক'রেছেন; ব্রজের কানাইয়া ব্রজে গেলে আবার কি নূতন রঙ্গ হয় দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হ'য়েছে। বিনোদিয়া রঙ্গিয়া আমার, বুঝি বা আবার তেমনি ক'রে বাঁশী ধ'রে কদমতলে দাঁড়ান, আবার তেমনি করে বাঁশী বাজান।

অরুণ ছাড়িয়া বুঝি পীতবাস পরে,
দণ্ড ছাড়ি পুনঃ বুঝি বাঁশী লয় করে।
কীর্ত্তন ছাড়িয়া কিবা মুরলী বাজায়,
শ্রীদাম সুদাম সাথে গোধন চরায়,
কিবা পুন ধরে করে গিরি গোবর্দ্ধন,
কাঁহা মেরে প্যারী বলি করেবা ক্রন্দন।

গৌরাঙ্গ বিধু তিলে তিলে, পলে পলে আমায় আত্মসাৎ ক'রে নিচ্ছেন, আমি আর থাক্‌তে পাচ্ছি না; ঐ দেখুন আকাশে চাঁদ উঠেছে, কি স্নিগ্ধ মধুর বাতাস, গাছে গাছে ফুল ফুটেছে; গৌরসুন্দর, এমন সময় তুমি কোথায়? এক-বার এস প্রভু নয়ন ভ'রে তোমায় দেখি।

সনাতন। নদী যখন সাগরের পানে উধাও হ'য়ে ছোটে কার সাধ্য তার গতি রোধ করে?

রূপ। দাসকে অনুমতি করুন, একবার ছুটে যাই; আর যে পারি না।

সনাতন। বাক্‌লাচন্দ্র দ্বীপের ও ফতেয়াবাদের বাটীর বিষয় সম্পত্তি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের সেবায় দান করা হয়েছে। এখন এক সাথে তিনজন গৌড় ছাড়্‌লে বঙ্গেশ্বর অনুসন্ধান পেয়ে পথে বিঘ্ন ঘটাতে পারেন। পুরশ্চরণের পরেই তোমরা জীবন সর্ব্বস্ব গোরাশশীর চরণ স্মরণ করে যাত্রা কর, আমি সুযোগ বুঝে পরে যাব।

(একত্রে গীত)

জয় জয় জয় শ্রীশচীনন্দন ভকতবৎসল হরি।
জগন্নাথ সুত, চির অনর্পিত প্রেম প্রকটকারী॥
জয় অরুণ বসন করুণ বচন,
ঢুলু ঢুলু দুটি কমল নয়ন,
পরমদয়াল পতিত পাবন
দণ্ড কমণ্ডলু ধারী।
দু নয়নে ঝরে প্রেম-সুধা-ধারা
হাসে কাঁদে গায় পাগলের পারা
জয় জয় রাধা প্রেমরস ভোরা
মহা সঙ্কীর্ত্তনকারী॥

(গাহিতে গাহিতে প্রস্থান)

তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

স্থান—কানাই নাটশালা, সনাতনের নিভৃত গৃহ।

কাল—রাত্রি।

(কয়েকজন ভক্ত সহ সনাতন শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা করিতেছেন)

ভক্ত। এই ব্রজলীলার গূঢ়রসকথা কেমন ক'রে আমাদের কাছ পর্য্যন্ত এল ?

সনাতন। এই যে মোহন খেলা, হয়ে গেল
যেন গোপনে। সারা জগৎ গভীর
ঘুমে অচেতন, জান্‌ল না কেউ
কখন্‌ তিনি এলেন্‌, কোথায় ব'সে
কোন্‌ রাগিণীর আলাপ ক'রে গেলেন,
কোন্‌ সুরে মোহন বাঁশী বেজে গেল।
শান্ত আভীর পল্লীর
নিভৃত নিকুঞ্জে, একাদশ বর্ষ ধ'রে,
কত ছলে তিনি কত কথা ব'লে গেলেন,
কয়েকজন সরলা গোপবালা, আর
গোঠের রাখাল ছাড়া. কোলাহলময়
জগৎ সে কথা শুন্‌ল না।
তারপর কোন একদিন

সে লীলামৃত রস পান ক'রে শুক,
ভোরপুর হ'য়ে অধরে ক'রে নিয়ে
এসেছিলেন জগতে বিলাতে। কিন্তু,
অনেক খুজে পাত্র হ'ল তাঁর, এক রাজা,
যাঁর হৃদয় হ'তে কেটে গেছে সংসারের
বিষম বাঁধন, খুলে গেছে বাসনার
কঠিন শৃঙ্খল, থেমে গেছে হৃদয়ের
শত কোলাহল; আজ মরণের উপকূলে
প্রায়োপবেশনে, চিত্ত তাঁর শুদ্ধ শান্ত,
চারি পাশে বসি যতিগণ, ধীর স্তব্ধ
মৌন; ঋষিগণ ধ্যানস্তিমিত লোচন;
প্রবাহিতা সম্মুখেতে শান্তিদায়িনী,
পতিতপাবনী সুরধুনী, সব স্থির শান্ত।
কোলাহলময় জগতে সে বারতা
সে দিনও গেল না। আকাশে, বাতাসে,
জলকণে, প্রতি অণু পরমাণু সাথে
মিশে র'ল সে গীতি, সে ঝঙ্কার অতি
গোপনে। উঠেছিল বেজে আবার সেদিন,
সেই কৃষ্ণবেণ্বাতীরে লীলাশুকের
হৃদয় বীণায়, থেমে গেছে যবে তার,
যৌবন কালবৈশাখীর ঝড়, মিটে গেছে
যত অন্ধ পিয়াসে আকুল ছুটাছুটি।

হৃদয় যখন স্নিগ্ধ শান্ত —তখনই
উঠিল বাজি সেই "কলবেণুক্কণিত",
তখনই প্রেমমাখা চোখে তার উঠিল
ফুটিয়া সেই "বর্হোত্তংসবিলাস-
কুন্তলভরং, মাধুর্য্যমগ্নাননম্", সেই
"প্রোন্মীলন্নবযৌবনং, প্রবিলসদ্‌বেণু-
প্রণাদামৃতং, গোপাভিরারাধিতং
জগতামেকাভিরামাদ্ভুতং জ্যোতিঃ।"
সেদিনও জগতের আর কেউ দেখ্‌ল
না, শুন্‌ল না, কেউ জান্‌ল না।
শুধু শুনেছিল গুরু সোমগিরি
আর চিন্তামণি।

ভক্ত। আমাদের বাংলায় সে ঢেউ কেমন ক'রে এল ?

সনাতন। পাঁচ হাজার বরষ আগের সেই
গীতিরস, সেই নিত্যলীলা, সেই
গোলোকের মন্দাকিনী, গোপ গোপীর
হৃদয়ের পূত অনুভব, ধ্যানযোগে
উঠিল ফুটিয়া জয়দেব প্রাণে,
বাংলার অজয়ের তীরে।
কত বরষ বরষ ধরি
কোথা লুকাইয়া ছিল সেই প্রেমরস,
সহসা সেদিন জয়দেব হৃদে দিল দেখা।

তারপর, দূরে মিথিলায়, কবি
বিদ্যাপতির মোহন সুরে, রাজসভা
মুখরিত করি, উঠিল বাজিয়া
সে লীলার প্রতিধ্বনি ; ক্রমে নান্নুরের
বনবীথি বিকম্পিত করে, দেখা দিলা
"পীরিতি" মন্ত্রের ঋষি চণ্ডীদাস।
তারপর দেখা দিলা একজন,
হৃদয়ভরা আকুলতা নিয়ে, কাঁদিতে
কাঁদাতে, নাম তাঁর শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী।
কে আজ তেমন ক'রে কাঁদাবে গলাবে,
ভুলায়ে দেবে সব দম্ভ অহঙ্কার
জগতের কোল থেকে টেনে নিয়ে জীবে
প্রেমে ভাসাবে মাতাবে ?
ঐ দেখ কেঁদে কেঁদে
চ'লে যায় সাধু একজন, তার সাথে
কাঁদিছে সকলি। কাঁদেতো অনেকে ;
কিন্তু একের ক্রন্দনে যবে সহস্রের
প্রাণ ওঠে কেঁদে, সেত' নয়
মায়ার ক্রন্দন, সে যে সত্যের তরে,
নিত্যের তরে প্রাণের আকুলী।

(গান গাহিতে গাহিতে ছদ্মবেশী মদনগোপালের প্রবেশ)

ছদ্মবেশী। আজ প্রেম জোয়ার বয় প্রেমের দরিয়ায়।

দেখ দেখ নূতন রঙ্গ নদীয়ায়।
চণ্ডীদাসের বনবীথি
লীলাশুক আর বিত্থাপতি
জয়দেবের সুধাগাতি
একসাথেতে মিশেছে ধরায়।
দেখনা ব্রজের বাঁকা,
আজিকে কাঙ্গাল সখা
রাই রূপে তার অঙ্গ ঢাকা,
প্রেমের দায়ে ধূলাতে লুটায়।
ব্রজের সেই গোপ গোপীরা,
আজও তার সঙ্গী তারা,
লাজ কুল মান ছেড়ে সবাই
আস্‌তেছে ওই নদীয়ায়॥

সনাতন। বালক, সে প্রেমজোয়ারে কি এ জনমে ভাস্‌তে পাব? কেমন ক'রে তাতে ঝাঁপ দিতে হয় তাও জানি না।

ছদ্মবেশী। তিনি বড় দয়াল, পরমকরুণ, রসময়; কৃপা ক'রে নিজহাতে শরণাগতের হৃদয়মন্দির আগে মার্জ্জিত ক'রে শুদ্ধ করেন, তারপর তাঁর ভুবনমোহন বেশে তাতে উদিত হন, ক্রমে তাকে আত্মসাৎ ক'রে নেন—পরশমণির পরশে সব সোণা হ'য়ে যায়। কিন্তু যাক্ সে কথা, তোমার আকাশে কিন্তু ঝড় উঠেছে, শক্ত ক'রে হাল ধ'রে থেক', পরীক্ষার আগুন জ্ব'লে

উঠেছে, স্থির থেকো, যেন বিশ্বাস হারিয়োনা। তিনি বিপদবারণ, ভকতবৎসল।

(প্রস্থান)

(জনৈক রাজকর্ম্মচারীর প্রবেশ)

কর্ম্মচারী। (অভিবাদন করিয়া) উজীর সাহেব, পর পর তিন দিন আপনাকে রাজসভায় অনুপস্থিত দেখে গৌড়েশ্বর চিন্তিত হ'য়ে প'ড়েছেন। না যাওয়ার কারণ জানবার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। রাজকার্য্যে এমন অসময়ে এসে আপনাকে বাধা দিলাম, আমার অপরাধ নেবেন না।

সনাতন। (স্বগত) রাজার প্রীতিই আমার কাল হ'য়েছে। এই কাল বন্ধন না কাটতে পার্লে দেখছি নিস্তার নেই। যাতে আমার প্রতি তাঁর অপ্রীতি ঘটে, তার উপায় কর্ত্তে হবে। (প্রকাশ্যে) বঙ্গেশ্বরকে আমার সসম্মান অভিবাদন জানিয়ে ব'লবে, আমি অত্যন্ত পীড়িত হ'য়ে পড়ায় রাজকার্য্যে আর যোগদান ক'র্ত্তে পাচ্ছি না।

কর্ম্মচারী। যে আজ্ঞে। (অভিবাদনান্তে প্রস্থান)

সনাতন। কত জনমের তপস্যার ফলে লোকে ভগবানের দর্শন পায়। সেই অখিলের নাথ, যোগীর আরাধ্য ধন, কত দিন ধ'রে নদীয়ায় নরদেহে কত খেলা খেলে গেলেন। নদীয়ার ব্রাহ্মণভক্তগণ, আপনারা ত' তা' প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। আপনাদের ভাগ্যের সীমা নাই, আপনাদের চিত্ত গৌরপ্রেমে গরগর, দেহ

গেহ গোরাপায় বিক্রীত। আপনারা আমায় কৃপা করুন, আপনাদের কৃপা পেলে আমি আমার জীবন সর্ব্বস্বের কাছে যেতে পার্ব্ব।

জনৈক ব্রাহ্মণ। আপনারা দুই ভাই আমাদের ইহকাল পর-কালের সুখশান্তির বিধাতা ছিলেন ;—প্রচুর অর্থ দিয়ে আমাদের পুত্র কন্যা সংসার প্রতিপালন ক'রেছেন, ভাগবত আদি সদ্গ্রন্থ শুনিয়ে মনের ময়লা দূর কর্ত্তে সর্ব্বদা চেষ্টা ক'রেছেন। আমরা নদীয়ার ব্রাহ্মণ বটে, কিন্তু বড় অন্ধ বধির, বড় অলস অবশ, চিরসুপ্ত, জাগ্‌তে চাইনি। আমাদের দুয়ারে দুয়ারে এসে সে দেবতাভিখারী কেঁদে কেঁদে প্রেম যেচে গেছেন, আমরা শুনিনি, চিনিনি, ঘুম ভাঙ্‌তে চাইনি। আজ তার একটুখানি সাড়া কাণে পোঁছেচে, এমন সময় অনাথ আমরা, আমাদের ফেলে কোথায় যাবেন ?

(রাজবৈদ্যের প্রবেশ ও অভিবাদন)

সনাতন। কি সংবাদ বৈদ্যরাজ ? অকস্মাৎ এতরাত্রে আগমন ?

রাজবৈদ্য। মন্ত্রিন্, আপনার অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে গৌড়াধিপ বড় উদ্বিগ্ন হ'য়ে, আপনাকে দেখ্‌বার জন্য আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে দেখে ত' বোধ হচ্ছে, আপনার শরীর বেশ সুস্থই আছে।

সনাতন। (স্বগত) হায় বঙ্গেশ্বর ! তোমার স্নেহে গরল-

মাথা আছে, পান কর্ত্তে আর সাহস হয় না। (প্রকাশ্যে) হাঁ বৈদ্যরাজ, আমার কঠিন পীড়াই হ'য়েছে, তবে সে পীড়া দেহের নয়, মনের। আমার মন সান্নিপাতগ্রস্ত, সে গৌর রূপের পূর্ণ-সিন্ধু পান কর্ব্বার জন্য আকুল হয়েছে, কিন্তু দুর্দ্দৈব বৈদ্য তাকে এক বিন্দুও পান কর্ত্তে দিচ্ছে না। মন আমার অত্যন্ত অস্থির; আর আমি রাজ কার্য্য চালাতে পার্ব্বো ব'লে মনে হয় না। গৌড়েশ্বরকে ব'লবেন—এখন আমায় রাজকার্য্য থেকে অবসর দিলে সুখী হব।

রাজবৈদ্য। কিছু অপরাধ নেবেন না, আমি তাহ'লে যেতে পারি?

সনাতন। আচ্ছা আসুন (অভিবাদন)

(রাজবৈদ্যের প্রস্থান)

সনাতন। (আপনমনে) রাজকর্ম্মের কলকোলাহলের মধ্যে চিত্ত স্থির করা দেখ্‌ছি একপ্রকার অসম্ভব। আর সেই সেদিনের ব্রজবিপিনের রসঝঙ্কার হ'তে আরম্ভ ক'রে আজ পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই দেখ্‌ছি, তাঁর পাগলকরা বাঁশী বাজে তার কাণেই, যার চিত্ত অনেক ধ'রে টানাটানি ছেড়ে দিয়ে, শুধু তাঁকে নিয়ে তন্ময় হ'য়ে গেছে, তাঁর মোহন মূরতি দেখা দেয় সেইখানেই, যেখানে হৃদয়ের লক্ষ বাসনার উন্মাদনা থেমে গেছে।

(সহসা হুসেনশাহের প্রবেশ)

হুসেনশাহ। কিন্তু তাই ব'লে দবীরখাস, তুমি রাজ্যভার ফেলে যেতে পার্ব্বে না।

সনাতন। (গাত্রোত্থান করিয়া) একি গৌড়েশ্বর স্বয়ং এসেছেন! (ভক্তদিগের গাত্রোত্থান—ভক্তদিগের প্রতি) আপনারা মদনমোহনজীর মন্দিরে গিয়ে একটু অপেক্ষা করুন।

(ভক্তগণের প্রস্থান)

হুসেনশাহ। মন্ত্রিন্, কয়েকদিন ধ'রে তোমার অনুপস্থিতিতে রাজকার্য্যের বিশেষ বিশৃঙ্খলা হ'য়েছে। তুমিই আমার দক্ষিণ বাহু। তোমার এক ভাই ত দরবেশ হ'য়ে চ'লে গেছে, এখন তুমিও ব'সে থাকলে এ বিশাল রাজ্য রক্ষা পাবে কিরূপে? সত্বর সভায় গিয়ে কার্য্যাদির পর্য্যবেক্ষণ কর।

সনাতন। বঙ্গেশ্বর, সেই প্রথম সাক্ষাৎকারের দিন থেকে আজ পর্য্যস্ত, আপনি আমাদের অগ্রজের মত স্নেহের চোখে দেখে আস্ছেন, আপনার ঋণ অপরিশোধ্য। কিন্তু নরাধিপ, আমার চিত্ত বড় অশান্ত হ'য়েছে; এই অবস্থায় গুরুতর রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করা আমার দ্বারা হবে ব'লে বোধ হয় না।

হুসেনশাহ। বুঝ্লাম যাতে আমার রাজ্য উচ্ছন্ন যায়, এই তোমার অভিপ্রায়। আমি ত' তোমার ধর্ম্ম কর্ম্মের কোন বাধা দেই নি, বরং সহায়তাই ক'রেছি। তবে কেন তুমি রাজকার্য্য পরিত্যাগ কর্লে? তাছাড়া রাজকার্য্য কি ধর্ম্ম কর্ম্মের মধ্যে নয়?

সনাতন। হাঁ গৌড়েশ্বর, রাজকার্য্য ধর্ম্ম কর্ম্মেরই অন্তর্গত। যখন জিজ্ঞাসাই কর্লেন তখন বলি—ধর্ম্ম কর্ম্ম কর্ব্বার আগে জান্তে হয় ধর্ম্ম কি। তাকে বলে শ্রবণরূপ জ্ঞান, তারপর কর্ম্ম

অর্থাৎ আচরণ বা সাধন, যার ফলে হয় অনুভূতি বা আস্বাদন। এই অনুভূতি বা আস্বাদনই জীবের লক্ষ্য। সেও যেমন বহুবিধ, কর্ম্মও তেমন বহুবিধ, তার আবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর আছে। আপনার কথিত স্তরে আমার কর্ম্ম আমাকে অনেক দিন ফেলে রেখেছিল, আজ সেই দীনবৎসল ঠাকুর কৃপা ক'রে আমায় অন্ত-স্তরে নিয়ে যাচ্ছেন। আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমার স্থানে অন্য লোক নিযুক্ত ক'রে আমায় অবসর প্রদান করুন। আমা দ্বারা যে আর রাজকার্য্য হবে সে বিশ্বাস আমার নাই।

হুসেনশাহ। তুমি কি উন্মাদ হ'লে দবীরখাস? ওদিকে তোমার এক উচ্ছৃঙ্খল ভাই জানোয়ার পশু বধ ক'রে দস্যুর ন্যায় রাজ্যের সর্ব্বনাশ সাধন ক'চ্ছে, আর এক জন সমস্ত ফেলে ফকীর হ'য়ে চলে গেল, এখন তুমিও যদি উদাসীন থাক, তাহ'লে আমার রাজ্য চ'ল্‌বে কেমন করে?

সনাতন। যাঁর কৃপায় রাজ্য লাভ ক'রেছেন, তিনিই চালাবেন। আপনার এই বিশাল রাজ্যে ত' অনেক উপযুক্ত ব্যক্তি আছেন।

হুসেনশাহ। তা জানি, কিন্তু তোমাদের হিন্দুদের কি কৃতজ্ঞতা ব'লেও একটা কিছু নেই? নেমক্‌হারামি কি তোমাদের ধর্ম্ম? কি! চুপ্ ক'রে রইলে যে? ভেবে দেখ মন্ত্রী, স্থিরচিত্তে ভেবে দেখ, গৌড়ের বাদ্‌শা আজ তোমার দুয়ারে ভিখারী!

সনাতন। (স্বগত) এ মন্দ ভিখারী নয়; এরই নাম

রাজনীতি! দাম্ভিক পাঠান আজ স্বার্থসাধনের জন্য শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কি বিনয়েরই না ভান্ কচ্ছে! কি ঘৃণিত কৌশল! ঐ দৃষ্টির অন্তরালে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি বল প্রয়োগের শেষ প্রয়াস, নিষ্ঠুর অত্যাচারের দৃঢ় সঙ্কল্প, মৃত্যুর করাল ব্যাদান। সরল জয়চন্দ্র সেদিন মহম্মদ ঘোরীর চোখে এ ছবি দেখ্‌তে পায়নি, বিশ্বাসী বীর পৃথ্বীরাজ তার মিষ্টকথায় বিষ মাখা বোঝেনি। জাতি দিয়ে, ধর্ম্ম দিয়ে, যথাসর্ব্বস্ব দিয়ে সেবা ক'রে এলাম. আজ কপর্দ্দক শূন্য হ'য়ে বিদায় চাচ্ছি, তাতেও নেমকহারাম হ'লাম! কিন্তু আর নয়! এ শরীর যাওয়াই এখন আমার মঙ্গল। এ পাপ দেহে ভগবানের উদয় হবে না, তাঁর বিরহ যাতনাও আর সহ্য হয় না।

হুসেন। বিস্ফারিত নয়নে কি ভাব্‌ছ দবীর খাস্? ঐ দেখ, চিরশত্রু উড়িষ্যা লোলুপ নেত্রে চেয়ে আছে। মন্ত্রী দবীর খাসের পদত্যাগের সাথে সাথে বিদ্রোহ ঘোষণা কর্ব্বে; আর সমগ্র বাংলা কত আশা নিয়ে তোমার মুখপানে চেয়ে আছে।

সনাতন। (স্বগত) এখনও মর্য্যাদার, এখনও দায়িত্বের প্রলোভন! (প্রকাশ্যে) বঙ্গেশ্বর, আমায় বৃথা অনুরোধ ক'চ্ছেন। আমা হ'তে আর রাজকার্য্য সাধন হবে না।

হুসেন। (উত্তেজিত স্বরে) দবীর খাস্, তুমি ভুলে গেছ, কার সঙ্গে বাদ প্রতিবাদ ক'চ্ছ। জান, মনে আছে তোমার, কি সূত্রে আমার কাছে এসেছিলে?

সনাতন। জানি বাদ্‌শাহ, স্পষ্ট মনে আছে, আপনার

পদাঘাতে রাজমিস্ত্রীর আলোক স্তম্ভ হ'তে পতন ও মৃত্যু সূত্রে।

হুসেন। তোমার কি মৃত্যু ভয়ও নেই?

সনাতন। তার পরিচয় ত' অনেকবার পেয়েছেন বাদ্‌শাহ্‌! কিন্তু সে এক দিন, আজ আর একদিন। আজ আমি জীয়ন্তে মরা হ'য়ে আছি, কৃতপাপ কর্ম্মের জন্য আমার হৃদয় অনুতাপানলে দিবানিশি দগ্ধ হচ্ছে। বঙ্গেশ্বর,, শূল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখেছেন? সে মনে করে যেন ম'রলেই বাঁচে। আমারও অন্তরে আজ শূল-মহাব্যাধির সৃষ্টি হয়েছে, এখন আমার মরণই মঙ্গল।

হুসেন। উঃ! এ ধৃষ্টতা আর সহ্য হয় না। সয়তানকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে হবে। কোতোয়াল!

(কোতোয়াল ও প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ)

কোতোয়াল। হাজির জাঁহাপানা।

হুসেন। বন্দী কর; অন্ধকার কারায় নিক্ষেপ কর্‌বে। বিশ্বস্ত সর্দ্দার হবুসেখ কারারক্ষক থাক্‌বে। (প্রস্থান)

সনাতন। (ধীরে ধীরে) জ্বালা যন্ত্রণায় পাপের প্রায়শ্চিত্ত না হ'লে, ভোগে কর্ম্মের ক্ষয় না হ'লে, চিত্তের শুদ্ধি সাধন হয় না,—প্রেম কুসুমও ফোটে না। নাও নাথ, এম্নি ক'রে আমায় উপযুক্ত করে নাও। কোতোয়াল, আমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

কোতোয়াল। উঁচু পদ, ধন সম্পত্তি, রাজার অনুগ্রহ সব যেন ভেল্কি: যেন পুতুল খেলা ভোজবাজী। উজির সাহেব,

আমি নেমকহারাম হতে পার্ব্বনা। বাপের মত স্নেহে আপনি আমাদের পালন করে আস্‌ছেন, সে ঋণ এ জীবনে শোধ হবে না। আমি আপনাকে শৃঙ্খল পরালে আমার এ হাত খসে প'ড়বে।

সনাতন। তুমি বাদ্‌শাহের অন্নে পালিত ভৃত্য, তাঁর আদেশ পালন না ক'লে তোমার জীবনের আশঙ্কা আছে। পুত্র কন্যা নিয়ে ঘর সংসার কর, আমার জন্য বিপদে প'ড়লে তারা নিরুপায় হবে।

কোতোয়াল। না উজির সাহেব, সে হবে না। আপনার বদলে আমি কারাগারে যাচ্ছি—আপনি স্বচ্ছন্দে চ'লে যান।

সনাতন। আমার এখনও সময় হয়নি কোতোয়াল; তুমি ছাড়লে কি হবে? যিনি ছাড়বার তিনি ত এখনও ছাড়েন নি। তুমি আমায় শৃঙ্খলাবদ্ধ কর।

কোতোয়াল। (স্বগত) একি বিপদে ফেল্‌লে ভগবান্, কি করি? এমন দেব্‌তার মত মানুষ, নিরপরাধ, তাঁকে বন্দী ক'ত্তে হবে! এর চেয়ে আমার মরণই ভাল ছিল। আমি পার্ব্বনা বন্দী ক'ত্তে। (প্রকাশ্যে) উজির সাহেব, আমি পার্র্বনা বন্দী ক'ত্তে।

সনাতন। কোতোয়াল, তুমি ত' কোনদিন আমার কথার অবাধ্য হও নি, আজ কেন এমন ক'চ্ছ, আমি ব'লছি তুমি আমায় বন্দী কর।

কোতোয়াল। হা ভগবান্, আমার অদৃষ্টে এই ছিল।

(সনাতনকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করণ ও উভয়ের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

স্থান—কারাগৃহ। কাল—প্রভাত।

(ধ্যানমগ্ন সনাতন)

সনাতন। (চক্ষু মুদ্রিত, দুই গণ্ড বহিয়া জলধারা বহিতেছে) নির্জ্জনতা দিয়েছ নাথ, স্বাধীনতা দাও নি। আজ কেন এমন হ'চ্চে ? চোখ্ বুঁজলেই দেখচি আমার মদনগোপাল লৌহদণ্ড ধ'রে বাইরে দাঁড়িয়ে যেন আমায় কি ব'লছে। না না, তুমি যেও না, আমি যে আঁধার কারার প্রাচীর ঘেরা, আমি কেমন ক'রে তোমার সাথে যাব ? অ্যাঁ চলে গেল! আমায় বৃন্দাবন যেতে বলে গেল। সেইখানে গিয়ে আবার দেখা দেবে ব'লে গেল।

(চক্ষু মেলিয়া) এই ত সেই কারাগার,
লোহার শৃঙ্খলে যথা বদ্ধ চরণকর,
বক্ষে পাষাণ চাপা বরষের পর
বরষ তাঁরা কেঁদেছিল ; মরণ বেদনা
মাঝে, বক্ষ বিদারি-শোক জ্বালা স'য়ে
ফেলেছিল প্রতপ্ত নিঃশ্বাস, বৃন্দাবন
বিহারীর পথ চেয়ে ;—
ওঃ ! লীলাবিহারী স্বয়ং ভগবান্
যাঁর জঠর হ'তে আবির্ভূত হ'য়ে—
প্রেম পীযুষমাখা বোলে ডাকিলেন

মা মা ব'লে, সেই তিনি অন্ধকার
কারা মাঝে—সশস্ত্র প্রহরী ঘেরা ;
বক্ষোপরি প্রচণ্ড পাষাণ, অন্তরে
হাহাকারের উষ্ণ প্রস্রবণ, নয়নেতে
উৎকণ্ঠার তীব্র চাহনী ! ওঃ কি যে
সে পাষাণ ভেদী করুণ ক্রন্দন !
আজ পুন এই অন্ধকার কারা মাঝে
বাজিতেছে কাণে মোর সেই সেদিনের
করুণ বিলাপ ! ওই সেই ধ্বনি—
নারায়ণ, শ্রীবৎসলাঞ্ছন,
একাদশ বরষ কাটিল, সেই তুমি
গেছ ব্রজপুরে, ভুলেছ কি বাপ,
হেথা শৃঙ্খলিত তব জনক জননী
পাষাণে আবদ্ধ। বুক ফেটে যায়
ভাবিলে পরাণে, রাজপুত্র তুমি, কৌস্তুভ
ভূষণ, কংসভয়ে নির্ব্বাসিত হ'লে
গোপকুলে, রাখালের সনে গোঠে
কর গোচারণ ! দেখে যাও এসে হেথা
একবার, মোর বক্ষে বহে ক্ষীরধারা
দুনয়নে নীর। এস এসরে কেশব,
কুসুম কোমল হাতে, মোর আঁখি
মুছে দাও, মা মা,ব'লে ডাক একবার জুড়াক পরাণ।

ওগো নিষ্ঠুর, যারা তোমার আপন, তাদের কি এম্নি ক'রে জ্বালাতে হয়? যে নয়নের মণিকে তিলে আঁখির আড়াল কর্লে প্রাণ ফেটে যেত, যার মুখপানে চাইলে দেহ গেহের স্মৃতি ভেসে যেত, যাকে শতবার ভূষণ পরিয়েও মা যশোদার তৃপ্তি হ'ত না, গোঠের বেলা ব্রজের কঙ্করপথে পাছে পাছে পাগল হ'য়ে ছুটে যেতেন, সেই তাঁকে তুমি কোন্ পরাণে ফেলে চ'লে গেলে? আহার নিদ্রা ছেড়ে, "হা গোপাল" ব'লে তাঁর যে ক্রন্দন, তা শুন্‌লে পাষাণও ফেটে যায়—প্রতি প্রভাতে গোঠের বেলায় বরষার ধারে তাঁর আঁখি অন্ধ হ'য়ে আসে, তিনি আপন মনে বলেন—কানাইরে, ঐ দেখ্ তোর গোষ্ঠে যাবার বেলা হ'ল; ঐ দেখ ধেনুর পাল, আমার ঘরের চারি পাশে হাম্বা হাম্বা ক'রে তোরে খুঁজে বেড়াচ্ছে। ঐ তোর সখা শ্রীদাম সুদাম, সুবল মধুমঙ্গল এসেছে, তারা শীগ্‌গির ক'রে তোকে নূপুর পায়ে, মোহন বেণু হাতে দিয়ে সাজিয়ে দিতে বল'ছে। আমি তা'দের কি বলি বল? তারা ভাব্‌ছে আমি বুঝি তোকে বনের জানোয়ারের ভয়ে ঘরে লুকিয়ে রেখেছি। ঐ অলঙ্কারের কৌটা ভরা প'ড়ে রয়েছে, একবার আয় বাপ, তেম্‌নি ক'রে সাজিয়ে দেই। না না, আর তোকে গোঠে যেতে হবে না। ননীর পুতুলকে এই প্রচণ্ড রোদে কোন্ প্রাণে বনে পাঠিয়ে দিতাম? তাই বুঝি, বাবা আমার অভিমান ক'রে মথুরায় বসে আছ? যাও গোপরাজ তাকে নিয়ে এস, আর আমি বনে পাঠাব না।

(সহসা হুসেনশাহের প্রবেশ)

হুসেনশাহ। কার সঙ্গে কথা ক'চ্ছ দবীরখাস ?

সনাতন। অ্যাঁ কে, বাদশাহ, কি আমার মনের স্বাধীনতা-টুকুও কেড়ে নিতে এসেছেন ? ঐ টুকু গেলেই আমি ফকীর হ'তে পারি।

হুসেন। সত্য বল্‌ছি মন্ত্রী, তোমায় কষ্ট দিতে আমার প্রাণ চায় না। তুমি আমার বিপদের বন্ধু। তোমায় বন্দী ক'রে অবধি আমার প্রাণে শান্তি নেই। আজ বিপন্ন হ'য়ে আবার তোমার শরণাগত হ'য়েছি।

সনাতন। (স্বগত) আবার মায়াজাল ? আর কত পরীক্ষা ক'র্ব্বে নাথ ?

হুসেন। মন্ত্রী, একদিন ছিল যখন তুমি আমার বিপদে পাগল হ'য়ে যেতে, নিজের প্রাণ দিয়েও আমায় মুক্ত কত্তে চেষ্টা ক'ত্তে, আর আজ একবার জিজ্ঞাসাও কর্‌ছনা আমি কি সঙ্কটে প'ড়েছি।

সনাতন। (স্বগত) ওঃ কি ভ্রান্তি ! নিজে সঙ্কটের কুম্ভীপাকে প'ড়ে দম্ভভরে আর একজনার সঙ্কট দূর ক'ত্তে গেছি

হুসেন। (স্বগত) সরল হৃদয় মন্ত্রী আজ মর্ম্মাহত। (প্রকাশ্যে) দবীর খাস, তোমারই পরামর্শানুসারে পুরন্দর বসুকে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করেছি। তুমি ত জান, তার ভাই শ্রীকান্ত বসু উড়িষ্যার সীমান্তে কর আদায় করে। শুন্‌ছি নাকি প্রজারা আর কর দিতে চায় না ; সে তার অত্যাচারেই হোক্, বা অন্য কোন কারণেই হোক্। পুরন্দর বসু বলেন যে বিদ্রোহী প্রজাদের

বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই উচিত। বেগমসাহেবা তোমাকে বড় শ্রদ্ধা করেন, তিনি বলেন শ্রীকান্ত পুরন্দরেরই ভাই, সুতরাং এ বিষয়ে শুধু তার কথা না শুনে প্রবীণ বিশ্বস্ত মন্ত্রী দবীরখাসের পরামর্শও একবার নেওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে তোমার কি মত?

সনাতন। (স্বগত) ইষ্টসিদ্ধি হ'লেই চ'লে যাবে। কারাগারের মধ্যেও নিস্তার নেই। (প্রকাশ্যে) গৌড়েশ্বর! আমার যতদূর বিশ্বাস, শ্রীকান্তের দোষেই প্রজারা কর দিতে চাচ্ছে না। শ্রীকান্তকে অন্য কাজে নিযুক্ত ক'রে তার পরিবর্ত্তে আর একজন কর্ম্মচারীকে পাঠালেই যখন কর আদায়ের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে, তখন আর অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহের প্রয়োজন কি—শুধুই লোকক্ষয় আর বহুব্যয়।

হুসেনশাহ। যদি তাইই হয়, তবে তুমিই এর ব্যবস্থা কর।

সনাতন। আমার আশা ত্যাগ করুন্ বঙ্গেশ্বর।

হুসেন। তোমার আশা আমি কিছুতেই ত্যাগ ক'ত্তে পার্ব্বনা। তুমি কালই কারামুক্ত হ'য়ে উড়িষ্যার কর আদায়ের সুবন্দোবস্ত ক'র্ব্বে।

(প্রস্থান)।

সনাতন। শত্রুরূপে যদি শত্রু আসে কি ভয় তাহাতে;
প্রাণপণে যুঝিবে সকলি। কিন্তু মিত্রবেশে
যবে আসে গুপ্ত অরি, বিপদ তখনি।
স্বরূপেতে যবে আসে কাছে পাপ,
সতর্ক যে, দূরে তারে করে পরিহার।

কিন্তু যদি পরি আসে পুণ্যের পোষাক,
বিপদ তখনি। লঙ্কার সমরে যবে
ব্যূহ রচি বীর অঞ্জনাকুমার,
রক্ষিছেন রঘুনাথে, সুমিত্রানন্দনে।
রাবণের পুত্র দুষ্ট সে মহীরাবণ,
বিভীষণ বেশ ধরি ভুলাইয়া বীর
হনুমানে, হরি নিলা মায়াবী তার
হৃদয় রতনে। রে মায়া, কারামুক্তি
প্রলোভনে ডুবাইতে চাহ পুন
বিষয় বিষ্ঠায়? ধন্য তোরে, আর
ধন্য সেই, তোর এই মোহ-কলিল
যে পারে তরিতে।

(পুনরায় হুসেনশাহের প্রবেশ)

হুসেন। দবীরখাস, আর একটা কথা তোমায় ব'লতে ভুলে গেছি। আজ সকালে এক ব্রাহ্মণ একখানি কাগজ নিয়ে আমার কাছে এসেছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণের পৈত্রিক সম্পত্তি, কর না দেওয়ায় আমি দখল ক'রে নিয়েছিলাম, ব্রাহ্মণ অনেক অনুনয় বিনয় ক'রেছিলেন, কিন্তু কয়েক বৎসর ধ'রে এম্নি ক'রে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে আস্‌ছেন বলে তাঁর কোন কথায় কাণ দেই নি। তাঁকে রাজ দরবার থেকে বের ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল। ব্রাহ্মণ চোখের জল ফেল্‌তে ফেল্‌তে চ'লে গিয়েছিলেন। আজ আবার সেই ব্রাহ্মণ একটা কাগজে কি একটা ধাঁধাঁ লিখে নিয়ে

আমার কাছে এসেছেন—ব'লছেন কে নাকি এক দরবেশ এইটে আমাকে দিতে ব'লে দিয়েছে। কিন্তু, লেখাটা দেখে, সাকর মল্লিকের হাতের লেখা ব'লে মনে হচ্ছে,

(পাঠ)—য——রী
র——লা।
ই——রং
ন——য়॥

সভার সমস্ত আমীর ওমরাও মৌলবী পণ্ডিতকে দেখালাম—কেউ এর অর্থ কর্ত্তে পারেন নি। দেখ দেখি তুমি কিছু বুঝতে পার কি না? (কাগজ প্রদান)

সনাতন। (স্বগত) তাইত—এ লেখা ভাই রূপের হাতেরই। (প্রকাশ্যে) গৌড়েশ্বর, এ লেখা সাকর মল্লিকেরই—এটি একটি প্রাচীন সংস্কৃত শ্লোক—

যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরাপুরী,
রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তর কোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ মনঃ স্থিরং
ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥

এর অর্থ হচ্ছে, কোথায় গিয়েছে সেই যদুপতির সুন্দর মথুরাপুরী, আর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের উত্তর কোশল; এজগতের কিছুই থাকবে না এই সার জেনো, তবে কেন এ ও তার জন্য মন অস্থির কর?

হুসেন। হুঁ বুঝেচি, ব্রাহ্মণ, তুমি ভাগ্যবান; তুমি এর

যথার্থ ভাব বুঝেছ তাই এই শ্লোক আমায় দিয়ে তার উত্তর আর না নিয়েই চ'লে গিয়েছ। আমিও যে বুঝি নি তা নয়, তবু আমাকে (কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া)—থাক্। (প্রস্থান)

(কারারক্ষক হবুসেখের সঙ্গে ঈশানের প্রবেশ)

হবু। ঈশান, দেখ আমার গর্দ্দান আর তোমার তিনহাজার মুদ্রা, এ দুটো সমান না হলেও, উজির সাহেবের মুখ চেয়ে তোমায় নিয়ে এলাম। বেশ আস্তে আস্তে কথা বোলো।

ঈশান। কিন্তু, এই যে বাদশাহ কারাগৃহে এসেছিলেন তুমি ত' তখন ছিলে;—তবু তুমি কেন ব'লছ যে, প্রভুর কারামুক্তির কথা তুমি শোন নি?

হবু। সে সব আমি শুনি টুনিনি। জল্‌দি জল্‌দি কাজ সেরে নাও, বাদ্‌শা এসে প'ড়লে তোমাকেও এইখানেই থাক্‌তে হবে।

ঈশান। তা'হলে ত আমি বাঁচি। প্রভু কারায় বন্দী, বাইরে কি আমার শান্তি আছে?

হবু। তাহ'লে আর কি হ'ল? দুজনেই প'চ্‌বে। তার চেয়ে একটা ব্যবস্থা ক'ত্তে যদি পার তাহ'লে বুঝি যে হাঁ তুমি প্রভুভক্ত। (স্বগত) টাকাটা না ফস্কায়।

ঈশান।—আচ্ছা সেখ সাহেব, এমন মানুষ দেবতা তুমি আর কোথাও দেখেছ?

হবু।—ঈশান, উজির সাহেবের কাছে আমরা চিরঋণী।

খোদাতালা তাঁকে আর কষ্ট দেবেন না। ঐ দেখ দুচোখে নদী ব'য়ে যাচ্ছে, এমন মানুষ জিন্দাপীর না হ'য়ে যায় না।

সনাতন। কে? ঈশান? এই কারাগারের মধ্যে তুমি কেমন ক'রে এলে?

ঈশান—কারারক্ষক সেখ সাহেবের সঙ্গে এসেছি। আপনার কষ্ট দেখে সেখ সাহেবেরও হৃদয় গলে গেছে। একজন মুদী আপনাকে দেবার জন্য এই পত্রখানি আর এক থলি মুদ্রা দিয়ে গেছে, তা থেকে সেখ সাহেবকে আমি কিছু দিয়েছি আর এতেই সব আছে।

সনাতন। কৈ—পত্র দেখি।

ঈশান। (পত্র প্রদান)

সনাতন। (পত্র পাঠ) "প্রভু, বনপথে বৃন্দাবন যাত্রা করেছেন। তাঁর পদপঙ্কজ স্মরণ ক'রে আমরা দুজনেও চ'লেছি। আপনার কারামুক্তির জন্য এই বণিকের কাছে দশ হাজার মুদ্রা রেখে গেলাম।"—(আপন মনে) মদনগোপাল বৃন্দাবনে যাবার আদেশ করেছেন। আমাদের পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ সমস্তই তাঁর পায়ে বিক্রীত ;—এ জীবন তাঁর সেবায় উৎসর্গীকৃত। এ উৎকোচ প্রদান তাঁরই সেবার অঙ্গ। একান্ত শরণাগতের সমস্ত পাপ তাঁর করুণার ধারায় ধুয়ে যায়—

সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

ঈশান। প্রভু, গৌড়েশ্বরকে পুরন্দর বসু এখনই মন্ত্রণা দিলেন যে দবীর খাসকে তুমি বন্দী ক'রে রেখেছ সেত এখন তোমার শত্রু, তার পরামর্শ শুনলে তোমার সর্ব্বনাশ হবে। গৌড়েশ্বরও তাই বুঝেছেন, তিনি পুরন্দরের মন্ত্রণায় যুদ্ধ যাত্রাই স্থির করেছেন। আজই অপরাহ্নে তিনি সদরপথে উড়িষ্যায় যাত্রা কর্ব্বেন। তিনিও শুনলাম আপনাকে কারামুক্তির আদেশ দিয়ে গেলেন ; কিন্তু সর্দ্দার হবুসেখ নাকি তা জানে না। এদিকে বাদ্‌শাও ত' এখন আর ফিরছেন না। আপনার এ কঠোর যন্ত্রণা ত' আমাদের আর সহ্য হয় না। বণিক ওই মুদ্রা দিয়ে গেছে, ওই অর্থ দিয়ে এই নরক যন্ত্রণা হ'তে মুক্ত হ'য়ে আসুন। (অশ্রু বিসর্জ্জন)

সনাতন। ঈশান, স্থির হও। সর্দ্দার।

হবু। আদেশ করুন, উজির সাহেব। (স্বগত) ঐ থলি দেখ্‌ছি আজ আমার কপালে নাচ্‌ছে।

সনাতন। আমি যে জন্য কারাগারে আছি তাত' তুমি সবই জান।

হবু। আজ্ঞে, হাঁ হুজুর।

সনাতন। গৌড়েশ্বর আমাকে মন্ত্রীর কাজে বহাল রাখবার জন্যই এত শাসন ক'চ্ছেন, কিন্তু আমাকে দিয়ে যে আর কোন রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হবে সে আশা আর নেই।

হবু। না, আপনার দ্বারা আর এ সব পাপ কাজ হবে না উজির সাহেব।

সনাতন। পূর্ব্বে আমি তোমার যে সমস্ত উপকার করেছি, তার বিনিময়ে আজ তোমার কাছে একটি ভিক্ষা চাচ্ছি। তুমি ত' শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও পরম ধার্ম্মিক। যদি নিজের ধন দিয়েও কোন বন্দীকে মোচন করা যায়, আল্লা সেই মোচন-কর্ত্তাকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্তি দেন। আমি তোমাকে পাঁচ হাজার মুদ্রা দিচ্ছি, আজ তুমি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত ক'রে দাও। পুণ্য, অর্থ তোমার দুইই লাভ হবে।

হবু। আমার দেখছি উভয় সঙ্কট, একদিকে রাজ ভয়, অন্য দিকে নেমকহারামি।

সনাতন। গৌড়েশ্বর উড়িষ্যায় যাত্রা ক'চ্ছেন। শীঘ্র এখন ফিরবার সম্ভাবনা নেই। এর মধ্যেই আমি তাঁর রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে যাব। ফিরে এসে তিনি যদি আমার কথা জিজ্ঞাসা করেন, বলো—বাহ্য শৌচকৃত্যের জন্য গঙ্গাতীরে গিয়েছিল—দেখে তাতে ঝাঁপ দিয়েছে, আর দেখিনি। আমিও গঙ্গা পার হ'য়ে চলে যাব।

হবু। কোথায় যাবেন বলুন?

সনাতন। তোমাদের দরবেশ হ'য়ে মক্কায় চ'লে যায় না? আমিও তেম্‌নিই হব।

হবু। (স্বগত) মোটে পাঁচ হাজার? বাকী টাকাটা কি ক'রে যাবে? (প্রকাশ্যে) আমার সাহস হ'চ্ছে না।

সনাতন। আরও দুই হাজার পাবে।

হবু। আচ্ছা, আজ শেষরাত্রে। আমি কিন্তু গঙ্গার কূল পর্য্যন্ত সঙ্গে যাব।

ঈশান। হ্যাঁ সেখ সাহেব, তাই যেও। (ঊর্দ্ধে করযোড়ে) দয়াময়, মুখ তুলে চাও।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

স্থান—পাতড়া পর্ব্বত। কাল—সন্ধ্যা।

(ভুঁইয়া ও গণৎকারের প্রবেশ)

ভুঁইয়া। দেখিস্ গুণ্‌তে ভুল করিস্‌নে যেন। চেহারাটা দরবেশের মত দেখাচ্ছে। আচ্ছা, সঙ্গের লোকটা হিন্দু না ?

গণৎকার। কি যে বলেন মশাই, তার মাথা মুণ্ডু নেই। বরাহ মিহিরের ব্যাটারা আমার ঠাকুর্দ্দার কাছে জ্যোতিষ্ শিখ্‌ত, আর বাবার গণনায় ঠাকুর্দ্দাও পেরে উঠ্‌ত না। সেই বাবার তল্পিতল্পা ঝেড়ে যা কিছু ছিল সব মেরে নিয়েছি, এমন কি সারস্বত ব্যাকরণটা পর্য্যন্ত। তবু কিনা আপনি সন্দেহ করেন আমার গুণ্‌তে ভুল হবে ?

ভুঁ। অ্যাঁ, সারস্বতের কথা কই তুই এতদিন বলিস্‌নি ত ?

গ। মূলমন্ত্র কারো ব'লতে গুরুর মানা থাকে। সারস্বত হ'চ্চে জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের মূলমন্ত্র। তাই এতদিন বলিনি।

ভুঁ। তবে এখন বল্‌লি যে ?

গ। শিষ্যকে মন্ত্র দেওয়ার বিধি আছে কিনা? আপনি যে সেদিন বল্‌লেন আমার কাছ থেকে জ্যোতিষ্ শিখ্‌বেন। তাই সারস্বতটাই প্রথমে শেখাই, তার পর খিল হরিবংশগুলো ধীরে ধীরে শিখাব।

ভুঁ। আচ্ছা, ঝাঁ করে দুটো নিয়ম ব'লে দে দেখি।

গ। ঝাঁ ক'রে ব'লে দিলেই হ'ল আর কি? এ কি রসগোল্লা যে মাত্র দুইটি অঙ্গুলি দিয়া, হেলায়, ঘৃণায়, তাচ্ছিল্য ভরে ঊর্দ্ধে তুলিয়া, অত্যন্ত বিরক্তির সহিত একটা প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া, টপাস্ করিয়া ফেলিয়া দিয়া, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কোনমতে গলাধঃকরণ করিলেই হইল? এই জ্যোতিষ্‌শাস্ত্র সকল শাস্ত্রের সার;—ইহা কামধেনু, না, গরু বলাটা ঠিক হ'লনা। ইহা কল্পতরু—ছিঃ ছিঃ শাস্ত্র গাছ হবে কেন? উপমা যারা দেয়, তাদের দেখ্‌ছি মোটেই রসবোধ নেই। ইহা চিন্তামণি। মশায়, আজ আমার ভাব এসে গেছে, ঠেকাতে পাচ্ছিনে। তবে শুনুন্ একটা বক্তৃতা। শুধু সারস্বত আর খিলহরিবংশ নয়, আজ আমার যেখানে যেখানে চোখ্ প'ড়ছে, সব জ্যোতিষ্ শাস্ত্রের রেখাপাত ব'লে মনে হ'চ্ছে। গীতা বলুন, ভাগবত বলুন, বেদ বলুন, বেদান্ত বলুন, পুরাণ বলুন, কাব্য বলুন,—সব জ্যোতিষ্ শাস্ত্র। ইহার প্রমাণ চান? আমি চীৎকার করিয়া বলিতে পারি, বজ্রনাদে বলিতে পারি, গর্জ্জন করিয়া বলিতে পারি—ইহা নিশ্চয় নিশ্চয়, নিশ্চয় জ্যোতিষ্ শাস্ত্র। বলুন, আর কিছু প্রমাণ চাই?

ভুঁ। একি আবার অদ্ভুত প্রমাণ ?

গ। অদ্ভুত ? শঙ্কর বলুন, রামানুজ বলুন, মধ্বমুনি বলুন, নিম্বাদিত্য বলুন, সকলেরই ঐ একই প্রমাণ। সকলেই আমার মত প্রমাণ দিয়েছেন যে, যে না মানে সে নিশ্চয়ই নাস্তিক, নিশ্চয় পাষণ্ড, সে ঘোর নরকে যাবে। মান্‌বে না! চালাকি ? চালাকি দ্বারা কোন মহৎ কার্য্য হয় না। বেদান্তের একই সূত্র—সকলেই লাল, নীল, হ'লদে, রংএর চশমা প'রে সব লাল, নীল, হ'লদে দেখ্‌ছেন। আমি সে চশমা ভাঙ্‌বনা। আলবৎ ভাঙ্‌বনা। নিয়ে আসুন যে কোন শাস্ত্র, আমি জ্যোতিষ্‌শাস্ত্রের চশমা প'রে তার এক পৃষ্ঠায় বর্গীয় জ'এ য ফলা ওকার "জ্যো" আর এক পৃষ্ঠায় যদি ত'এ হ্রস্ব ইকার "তি" আর এক পৃষ্ঠায় যদি মূর্দ্ধন্য "ষ" না দেখাতে পারি, তাহ'লে আমি এক পয়সাও বখ্‌রা নেব না। নিয়ে আসুন না—আমি ওই পঞ্চতন্ত্রেরই জ্ঞানব্যাখ্যা, ভক্তি ব্যাখ্যা, যৌগিক ব্যাখ্যা, আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা, জ্যোতিষ ব্যাখ্যা, সব ক'রে দিচ্ছি।

ভুঁ। ঠিকই ত'। তাঁরা কথায় কথায় "নরকং গচ্ছেৎ" ব'লে দেবেন আর আমরা নরকে যাব ? দেখ্‌ এই ডাকাতি বিদ্যেটাও তাহ'লে জ্যোতিষ্‌ শাস্ত্র ত' ?

গ। নিশ্চয়ই। আমার মত জ্যোতিষী না পেলে আপনি কি এমন পাকা ডাকাত হতে পাত্তেন ?

ভুঁ। আচ্ছা, অনেক ত' শুন্‌লাম—

গ। হুঁ! কি অনেক শুনলেন ?

কুছ্ রোজ আয়া কোরো।
কুছ্ রোজ শুনা কোরো।
তব্ ভেদ বাৎলায়েঙ্গে”

ভুঁ। আরে! এসে পড়্বে, শীগ্গির দুটো মন্ত্র বল!

গ। চোঃ কুঃ ভিস্ ভিস্।

ভুঁ। ভিস্ ভিস্ কিরে?

গ। আগে শুনুন না মশাই, চোঃ মানে চোর, আর কুঃ মানে কুকুর, এই চোরে আর গেরস্তর কুকুরে যদি দেখা হয়ে যায়, তাহ'লে চোর আর চেঁচায় না, ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কয়, তাই ভিস্ ভিস্। তাহ'লে এ থেকে কি শিখ্লেন? না, কেউ ফিস্ ফিস্ ক'রে কথা কইলে বুঝ্বেন যে সে চোর, তার পিছনে কুকুর লেগেছে।

ভুঁ। আরে রাখ্ তোর চো কু ভিস্ ভিস্। এসে প'ড়্ল, এসে প'ড়্ল, শীগ্গির গুণে দেখ, ওদের কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে কিনা।

গ। (কর গুণিয়া) এই চো-কু-ভিস্-ভিস্, টে-ন-বা-স্থ অর্থাৎ (চীৎকার করিয়া) অনেকগুলি স্বর্ণখণ্ড।

ভুঁ। আরে চুপ্ চুপ্, লুকো, লুকো।

(ঈশান ও সনাতনের প্রবেশ)

ঈশান। দুইরাত দুইদিন ক্রমাগত হেঁটে এসেছেন, সন্ধ্যাও হ'য়ে আস্ছে, সাম্‌নে পর্ব্বত; আজ্‌কের মত এইখানে বিশ্রাম করুন।

সনাতন। বিশ্রাম! আচ্ছা। (উপবেশন; চক্ষু মুদ্রিত করিয়া) ঈশান, ঐ দেখ দিগন্ত প্রসারী, স্থির গম্ভীর নীল জলধি,—আর তার কূলে আমার কনককান্তি সজল নয়ন, প্রেমে ঢলঢল নবীন সন্ন্যাসী গৌরসুন্দর। বামকরতলে কপোল বিন্যস্ত ক'রে প্রভু আমার অধোবদনে ব'সে আছেন, আর নয়ন যুগল হ'তে অশ্রুমালা গলদেশ বে'য়ে প'ড়্ছে (ধ্যানমগ্ন হওন)

ঈশান। সম্মুখে ভীষণ পাহাড়, জঙ্গল; রাত্রিও আঁধার হ'য়ে আস্‌ছে। জন প্রাণীর সাড়া শব্দ নেই যে, রাস্তার একটুখানি সন্ধান জেনে নেব। ওঃ অবিশ্রান্ত চ'লে চ'লে শরীর অবশ হ'য়ে প'ড়েছে, এদিকে বাইরের জগতের কোন হুঁস নেই। পথের কষ্টে, রৌদ্রের' তাপে, অনাহারে, অনিদ্রায় মুখখানা একেবারে বিবর্ণ হ'য়ে গেছে। কারাগারের নিদারুণ যন্ত্রণার পরই এই কঠোর পথক্লান্তি। আমি এদিকে দেখি যদি একটু জল পাই। (অগ্রসর হওন)

ভুঁ। ওরে, এদিকে আস্‌ছে। দাঁড়া ব্যাটা, তুই কোন কথা কইবিনে। (সম্মুখে অগ্রসর হইয়া) হ্যাগো তোমরা কোথায় যাবেগো? জল খুঁজছ? এইখানেই ভাল পুকুর আছে।

ঈশান। এই যে, এতক্ষণে বুঝি ভগবান্ মুখ তুলে চাইলেন; (সনাতনের কাছে গিয়া) দেখুন, কৃপাময় কৃপা ক'রে দুজন বন্ধু পাঠিয়ে দিয়েছেন। আসুন আপনারা এইদিকে।

স। আপনারা আমার বিপদের বন্ধু।

গ। না মশাই, ইনি এখানকার ভুঁইয়া, জমীদার লোক।

ভুঁ। চোপ্‌রাও! আপনারা বনপথে এসে অনেক কষ্ট পেয়েছেন। আসুন, এই নিকটেই আমার গরীবখানা আছে, আজ সেইখানে বিশ্রাম ও আহারাদি কর্ব্বেন।

স। আমি রাজবন্দী, কারাগার থেকে পালিয়ে রাজ-পথ ছেড়ে বনপথে এসেছি; আমার প্রাণের ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনের পথে গেছেন, কতক্ষণে তাঁর চরণে পৌঁছাব সেই চিন্তায় আমার ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, শরীরে একটুও ক্লেশবোধ নেই! আপনি অনুগ্রহ ক'রে আমায় এই রাত্রেই পর্ব্বত পার ক'রে বনপথ দেখিয়ে দিন, আমি চিরদিন আপনার কাছে ঋণী হ'য়ে থাক্‌ব।

গ। বাঃ, আর আমাদের খাটুনিটা বুঝি বৃথা যাবে?

ভু। আরে, চোপ্‌ রও। (সনাতনের প্রতি) সে কি হয় মশাই? আমার পরম ভাগ্যে আপনার মত মহাপুরুষ অতিথি পেয়েছি! আমি কি ছাড়তে পারি? এই পাশেই ভাল পুকুর আছে, স্নান টান ক'রে একটু সুস্থ হন, আমি আপনাদের আহারাদির সুবন্দোবস্ত করে দিচ্ছি, রাত্রে লোক দিয়ে পার ক'রে দেব।

(সনাতন ও ঈশান স্নানের জন্য পুকুরের দিকে যাইতে যাইতে)

স। আজ আমি নিঃস্ব ফকীর, তবু এই ভুঁইয়া আমার এত সম্বর্দ্ধনা করে কেন? ঈশান, ঐ আদর আপ্যায়ন ভাল লাগ্‌ছে না। তোমার কাছে কি কিছু অর্থ আছে?

ঈশান। হাঁ প্রভু, আমার নিকট ৭টি স্বর্ণ মুদ্রা আছে!

স। ও বুঝেছি, কেন মৃত্যুর সহচর সঙ্গে ক'রে এনেছ? ওদের দিয়ে দিও। (প্রস্থান)

ভুঁ। ভাল ক'রে গুণে দেখ্ এরা কারা, আর, কটা মোহর আছে?

গ। (মাটিতে খড়ি দিয়া আঁকিয়া) চপাৎ ঝঃ শঃ, ঝস্তে জবাঃ —অর্থাৎ রাজার মন্ত্রী, সঙ্গে ভৃত্য, আর আটটা মোহর।

ভুঁ। রাজমন্ত্রী না হ'লে অমন দিব্য চেহারা, কেমন—ধীর গম্ভীর।

গ। আজ সকালে কার মুখ দেখেছিলেন বলুন ত?

ভুঁ। তা ব'লে তোর নয়।

গ। আমার কখনও হতে পারে? অত ছোট নয়। আমার পুত্রের খুল্লতাতের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার। সে যা হোক্, বখ্রাটা?

(সনাতন ও ঈশানের প্রবেশ)

ভুঁ। চুপ্ চুপ্ আস্‌ছে।

স। মহাশয়, আমার এই সঙ্গীর কাছে ৭টা সোণার মোহর ছিল, অনুগ্রহ ক'রে এই নিয়ে আমাদের শীঘ্র পার ক'রে দিন, আমাদের সময় চ'লে যাচ্ছে।

ভুঁ। (হাসিয়া) আরও একটা মোহর তার কাছে আছে। ঠিক ক'রেছিলাম, আজ রাত্রেই আপনাদের হত্যা ক'রে মোহর কটা নেব; কিন্তু যখন নিজে থেকেই দিয়ে দিলেন তখন

বোঝা গেল যে আপনারা ডাকাতি ক'রে কারু টাকা মেরে নিয়ে যাচ্ছেন না। আপনারা সৎলোক; এমন লোকের কোন উপকার কত্তে পাল্লেও পুণ্য আছে। আপনারা আহারাদি ক'রে নিন, আজ রাত্রেই আপনাদের লোক দিয়ে পার ক'রে দিচ্ছি! আমার ত' অভাব নেই, আমি মোহর চাই নে।

স। দেখুন, আবার কেউ হয়তো মোহরের জন্য হত্যা কত্তে আস্‌বে। আপনি অনুগ্রহ ক'রে নিয়ে আমাদের প্রাণ রক্ষা করুন। (যাইতে যাইতে ঈশানের প্রতি) ঈশান, তোমার কাছে আর মোহর আছে?

ঈশান। একটা আছে প্রভু।

স। এই মোহর নিয়ে তুমি দেশে ফিরে যাও।

ঈশান। (পায়ে পড়িয়া কাঁদিতে কাঁদিতে) আমায় এ নিষ্ঠুর আদেশ কর্ব্বেন না, আমার বড় সাধ আজীবন চরণ সেবা করি।

স। দেশে যাও তাঁর নাম নিও, তাঁর কৃপায় বঞ্চিত হবে না। (সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য।

স্থান—হাজিপুরের উদ্যান। কাল—রাত্রি।

(ছিন্ন কন্থা ও করোয়াধারী সনাতন উপবিষ্ট)

সনাতন। (গীত

দেখা দাও দেখা দাও হে প্রাণরমণ।
হে আমার চিরসখা হৃদয়রঞ্জন॥
বড়সাধ প্রাণে হেরিব নয়নে
অপরূপ রূপ একটি বার।
সে রূপ পরশে পুলক হরষে
সার্থক হবে নয়ন ধার॥
প্রাণ জ্বলে যায় এস এ সময়
নহিলে বুঝিবা না রহে জীবন।
দেখা দাও দেখা দাও পরশ রতন॥

আজ ত আর পারি না, আমার প্রতি অঙ্গ যেন তাঁর জন্য পাগল হ'য়ে উঠেছে, আমি ত আর সাম্‌লাতে পাচ্ছিনা। তাঁর অঙ্গের পরশ লাগি বক্ষ, রূপের পরশ লাগি চক্ষু, বাণীর লাগি শ্রবণ, অঙ্গের সৌরভ লাগি নাসা, আর নাম সুধার পরশ লাগি রসনা—আলিঙ্গন পরশ লাগি বাহু—

পরশ আকুল প্রতি অঙ্গ মোর
ওগো পরশ রতন
হে আমার চির সখা হৃদয় রঞ্জন।

(শ্রীকান্তের প্রবেশ)

শ্রীকা। উদ্যান থেকে যেন কার কান্নার সুর শুনতে পাচ্ছি। পরিচিত সুর বলে মনে হচ্ছে। এত' বাংলার ভাষা! বাঙ্গালী কণ্ঠ! হরিহরছত্রের মেলায় দেশের আর কেউ এসেছে নাকি? (কান পাতিয়া শোনা)

স। ওগো তুমি কত দূরে, হে সুন্দর, হে চির মধুর।

শ্রীকা। এ কণ্ঠ যেন মন্ত্রী দবীরখাসের বলে মনে হচ্ছে। (একটু অগ্রসর হইয়া) কে এ করোয়া কন্থাধারী, আপন মনে গান ক'চ্ছে আর দুই চোখ দিয়ে অবিরল ধারে জল পড়ছে!

স। (সুরে) আর কতদূর সেই বৃন্দাবন?
কোন্ পথে গেছ কোথা লুকায়েছ
করুণামাখান প্রাণ ভকত জীবন
দেখা দাও দেখা দাও হে প্রাণরমণ।

শ্রীকা। (কাছে গিয়া চিনিতে পারিয়া) ভাই, তুমি এখানে এ বেশে কেন? কর্ণাটের রাজবংশের মুখোজ্জ্বলকারী, বাংলার ভাগ্যবিধাতা মন্ত্রী দবীরখাস আজ ধূলিধূসরিত ছিন্নকন্থাধারী উদাসী কেন? তোমার এ দুঃখীর মত মুখ দেখে বুক ফেটে যাচ্ছে। দবীরখাস, বাস্তবিকই তাহলে তুমি মন্ত্রীত্ব ছেড়ে দিয়েছ? তুমি কি উন্মাদ হ'য়েছ? বাদশাহ স্নেহবশেই তোমাকে বন্দী করেছিলেন। কিন্তু তুমি কেমন ক'রে কারাগার থেকে এলে, আর তোমার এ বেশই বা কেন?

স। বাস্তবিকই আমি উন্মাদ হ'য়েছি। কারারক্ষককে অর্থ দিয়ে কারাগার থেকে পলায়ন ক'রে বনপথে এই পর্য্যন্ত এসেছি। চলেছি আমার জীবনসর্ব্বস্বের সন্ধানে।

শ্রীকা। তা বেশ ক'রেছ। কিন্তু তুমি ঘরে ফিরে চল। ঘরে ব'সেই মদনগোপালের সেবা করবে। কত লোকেত ঘরে ব'সে তাঁর পূজা ক'রে তাঁকে পেয়েছে।

স। শ্রীকান্তরে,—

পরাণে আমার বড়শি বিঁধায়ে
ঘরের বাহির করিল যে,
আমিত তাহার, যা কিছু আমার,
আপন করিয়ে লইল সে॥
দেহ গেহ মোর, কিছুই না জানি
কে কোথা ছিলাম জানি না আর,
গোরাগুণনিধি সন্ধানে চ'লেছি
জীবনে মরণে হ'য়েছি তার॥

শ্রীকা। তোমাকে ত আমি চিরদিনই জানি, পর্ব্বতের মত স্থির, সমুদ্রের মত গম্ভীর কিন্তু আলোড়িত হ'লে সাধ্য কার রোধ করে। কিন্তু আমার একটা নিবেদন,—এ মলিন বেশ তুমি ত্যাগ কর, এই দারুণ শীতে এই শালখানি নাও, আর কিছু অর্থ সঙ্গে রাখ কি জানি কখন কি বিপদ হয়!

স। পরাণ গৌরাঙ্গ আমার কেঁদে কেঁদে যায়।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ ব'লে ধূলাতে লুটায়॥

শত ছেঁড়া কাঁথা গায়
দ্বারে ভিক্ষা মাগি খায়
শীতাতপ সমভাবে
তার অঙ্গে ব'য়ে যায় ॥
কোন্ প্রাণে বল মোরে
ওরে ভাই শ্রীকান্তরে
দিতে হবে হায় আজ
রাজ পরিচ্ছদ গায় ॥

শ্রীকা। উঃ এত ভালবাসা, এমন বৈরাগ্যও মানুষের হয়? (সনাতনের হাতে ধরিয়া) ভাই তোমার হাতে ধরি, একটি কথা রাখ। এ শাল, এ অর্থ নিয়ে তোমার কাজ নেই। কিন্তু এই হাড়ভাঙ্গা শীতে তুমি কেমন করে বাঁচবে? অন্ততঃ এই ভোটকম্বলটি গায় দাও।

স। ভাই শ্রীকান্ত, তোমায় কেমন করে বোঝাব? আমার অন্তরে যে আগুন জ্ব'লছে তাতে আমার একটুও শীতবোধ নেই। তবু দাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য কম্বল গায় দেই। আর হয়তো তোমার সঙ্গে দেখা হবে না! (শ্রীকান্তের রোদন) এখন আর কেঁদনা, আমায় শীঘ্র ক'রে গঙ্গাপার করে দাও, আমি শ্রীবৃন্দাবন যাব।

(উভয়ের প্রস্থান)।

পঞ্চম দৃশ্য।

স্থান—বারাণসী। কাল-প্রভাত।

(চন্দ্রশেখরের বাটীর সম্মুখ।)

সনাতন। লোকমুখরিত এই সেই বারাণসী, অন্নপূর্ণা বিশ্বনাথের প্রিয়লীলাভূমি। পাদধৌত করি বহে ঐ সুরধুনী, কি আনন্দে ছুটে চলে, ফিরে নাহি চায়। এই ত সেই চন্দ্রশেখরের গৃহ। দ্বারে কেহ নাই। প্রভু মোর আছেন এখানে। দীন আমি, বিষয়ী নারকী, কোন্ গুণে পাব দেখা? বসি এইখানে ধ্যান করি সে চরণ। (উপবেশন) কি পবিত্র শ্রীঅঙ্গসৌরভ বহি মন্দানিল, চিত্ত মোর করিছে চঞ্চল, ধ্যান ভাঙ্গি দেয়। নাসা, তোর সাধ মিটিল প্রথমে। কোথা দয়াময়! আছ তুমি কাছে? (ধ্যানমগ্ন হওন।)

(চন্দ্রশেখরের প্রবেশ)

চন্দ্র। (স্বগত) কই দ্বারেত' কোন বৈষ্ণব দেখছি না! প্রভু যে বল্লেন "দ্বারে যে বৈষ্ণব আছেন তাঁকে আন।" এত' একজন কে অতি মলিন, জীর্ণ শীর্ণ অবস্থায় ব'সে আছে। মুখে দাড়ি,—বোধ হয় কোন দরবেশ হবে। যাক্, প্রকাশানন্দের ব্যবহারে দেখছি শাপে বর হ'ল। যে রকম লোকের ভিড় হ'চ্ছিল, প্রভুকে একটুও স্থির হ'তে দিচ্ছিল না, সন্ন্যাসীপ্রধান কাশী যেন ভেঙ্গে এসে পড়েছিল। প্রকাশানন্দ কাশীর সন্ন্যাসীদের

বলেছে—চৈতন্ত ভয়ে পালিয়ে গেছলো। মনে ক'রেছিলাম বুঝি আর আস্‌বে না। শুনছি আবার এসেছে তা আসুক, তোমরা দেখো, সে এদিকে কখনও ঘেঁসবে না, ঠিক্ দূরে দূরে থাক্‌বে। তবে তোমরা তার কাছেও যেওনা। লোকটার ভারি শক্তি আছে। সার্ব্বভৌমের মত প্রচণ্ডলোককে যখন ভুলিয়েছে, তখন তোমাদের ভোলাবে, সে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তার মত পালন ক'ত্তে গেলে তোমাদের ইহকাল, পরকাল দুইই নষ্ট হবে। ফলে, সন্ন্যাসীরা আর আস্‌ছে না। আমরা একটু প্রাণভ'রে তাঁকে দেখ্‌বার, তাঁর মুখের কথা শুন্‌বার অবকাশ পেয়েছি। যাই, তাঁকে বলিগে কোন বৈষ্ণব তো এখানে নেই।

(প্রস্থান)

(চন্দ্রশেখরের পুনরাগমন)

চন্দ্র। প্রভু ব'ল্‌লেন "দ্বারে যিনি আছেন তাঁকেই নিয়ে এস।" আশ্চর্য্য! রাজ রাজেশ্বরগণ চেষ্টা ক'রেও যাঁর দর্শন পায় না, তিনি আপনিই এই দরবেশকে ডাক্‌ছেন! (সনাতনের নিকট গিয়া) প্রভু, আপনাকে ডাক্‌ছেন।

স। (হর্ষ, আশা, ভয়, ভক্তি মিশ্রিত ভাবে) প্রভু আমাকে ডাক্‌ছেন? আপনার ভুল হ'য়েছে! প্রভু আমাকে ডাক্‌বেন কেন! আর কাকে ডাক্‌ছেন।

চন্দ্র। না, আপনাকেই ডাক্‌ছেন।

স। (আপন মনে) আমাকে চকিতের মত একবার মাত্র

দেখেছেন। তাও রাত্রিতে! লক্ষ লক্ষ ভুবন পাবন ভক্তে প্রভুর সেবা ক'চ্ছেন; আমি অস্পৃশ্য পামর, আমার কথা কি তাঁর মনে থাক্‌তে পারে? থাক্‌লেই বা এমন পাষণ্ডকে তিনি ডাক্‌বেন কেন? (চন্দ্রশেখরের প্রতি) ঠাকুর, আপনার ভুল হ'য়েছে, আপনি ভিতরে আর একবার জিজ্ঞাসা ক'রে আসুন প্রভু কাকে ডাক্‌ছেন। (স্বগত) আমি এসেছি এ সংবাদ ত কই প্রভুকে আমি পাঠাই নি।

চন্দ্র। আপনাকেই ডাক্‌ছেন, আপনি আমার সঙ্গে চলুন।

(উভয়ের প্রস্থান।)

ষষ্ঠ দৃশ্য।

স্থান—চন্দ্রশেখরের বাটীর অভ্যন্তর।

(সাশ্রুনয়নে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বসিয়া আছেন। চন্দ্রশেখরের সঙ্গে সনাতন দুই গোছা তৃণ হাতে লইয়া ও এক গোছা দাঁতে ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে শ্রীগৌরাঙ্গের পায়ের কাছে পড়িলেন।)

সনাতন। (সক্রন্দন করুণ স্বরে)—

তোমার অভয় চরণ ভুলিয়া
কদর্য্য বিষয় ভোগে ফিরি।
কামাদি ছয় রোগে সদা
নীচসঙ্গে সুখ বুদ্ধি করি॥

নীচ ব্যবহারে মতি রতি,
নীচ কর্ম্মে সদাই উল্লাস।
এ দুর্ল্লভ জন্ম আমার
শুধুই হইল উপহাস॥
চরণে শরণ লইনু আজ
করুণা কটাক্ষ কর মোরে।
পতিত জনার বন্ধু নাম
আজ হতে ঘুযুক সংসারে॥

(শ্রীগৌরাঙ্গ উঠিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন দিতে গেলেন; সনাতন একটু পিছাইয়া গেলেন।)

সনাতন। প্রভু, কোটি কোটি ভূতভাবন ভক্তের পবিত্র আশ্রয়—ও চরণ, ও অঙ্গ, আমার পরশে মলিন হ'য়ে যাবে,—আমার এ অঙ্গ পাপ কালিমায় ভরা, আপনার স্পর্শের যোগ্য নয়, আমাকে স্পর্শ ক'র্বেন না প্রভু।

(মহাপ্রভু সনাতনকে ধরিলেন—দু'জনের রোদন। অনন্তর সনাতনের হাত ধরিয়া মহাপ্রভু আপনার পাশে বসাইলেন ও শ্রীহস্তে তাঁর অঙ্গ মার্জ্জনা করিতে লাগিলেন।)

সনাতন। (কর যোড়ে) প্রভু, শুনেছি নদীয়ার পথে একদিন দুরন্ত মদ্যপ জগাই মাধা'য়ের পাপ ল'য়ে ওই সোণার অঙ্গ ক্ষণেকের জন্য ম্লান হ'য়ে গিয়েছিল, কিন্তু আমায় স্পর্শ কল্লে বুঝি একেবারেই কাল হ'য়ে যায়। তারা পাষণ্ড ছিল,

কিন্তু প্রতারক ছিল না; আমরা জেনে শুনেও ঘোর পাপে লিপ্ত হ'য়ে আছি।

প্রভু। সনাতন, তুমি দৈন্য ছাড়, তোমার দৈন্যে আমার বুক ফেটে যায়।

"তোমায় স্পর্শি আত্ম পবিত্রিতে
ভক্তি বলে তুমি পার ব্রহ্মাণ্ড শোধিতে॥" (চৈঃ চঃ)

তোমায় নয়নে দেখ্‌লে চক্ষু, স্পর্শ ক'রলে অঙ্গ, আর তোমার গুণ গাইলে জিহ্বা সার্থক হয়।

অক্ষোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি,
তন্বাঃ ফলং ত্বাদৃশ গাত্রসঙ্গঃ।
জিহ্বাফলং ত্বাদৃশ কীর্ত্তনং হি
সুদুর্ল্লভাঃ ভাগবতাঃ হি লোকে॥

দেখ সনাতন, পতিতপাবন দয়াল কৃষ্ণের দয়া দেখ। মহা রৌরব থেকে তোমাকে উদ্ধার ক'র্লেন।

"কৃপার সমুদ্র কৃষ্ণ গম্ভীর অপার।" (চৈঃ চঃ)

সনাতন। প্রভু, আমি কৃষ্ণ জানিনা। আমি জানি আপনি আমাকে বিষয় :কূপ থেকে কেশে ধ'রে টেনে তুলে এনেছেন। (স্বগত) মনে ক'রেছিলাম দেখা হ'লে প্রাণ খুলে কত কথা ব'লব, কতদিন মনে মনে কেমন ক'রে কোন্ কথা ব'লবো ঠিক ক'রে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন যেন জানাবার কিছু পাচ্ছিনা, ব'লবার কিছু দেখ্‌ছি না।

প্রভু। তোমার কারামুক্তির কথা সব ধীরে ধীরে শুনবো। প্রয়াগে তোমার দুই ভাই রূপ অনুপমের সঙ্গে আমার দেখা হ'য়েছিল। তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণকথা-রসে দশদিন বড় আনন্দে কাটিয়েছিলাম। আমি কাশী চ'লে এসেছি,—তাঁরা শ্রীবৃন্দাবন গেছেন। (চন্দ্রশেখরকে দেখাইয়া) ইনি চন্দ্রশেখর, এঁর স্নেহে আমাকে এঁর গৃহেই থাকতে হয়। আর তপনমিশ্র আমাকে নিত্য ভিক্ষা করান। (সনাতনকে দেখাইয়া চন্দ্রশেখরের প্রতি চাহিয়া) ইনি সেই রূপ অনুপমের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, নাম সনাতন,জ্ঞান বৈরাগ্য দৈন্যের এঁতেই স্থিতি—কৃষ্ণের কৃপায় বিশাল রাজ্য, অতুল ঐশ্বর্য্য গৃহ পরিজন সব মলবৎ পরিত্যাগ ক'রে দরবেশ বেশে চ'লে এসেছেন। যাও সনাতন, ক্ষৌর করিয়ে এস। চন্দ্রশেখর, এঁর এই বেশ দূর ক'রে দাও। (স্বগত) সনাতনের গায়ে মূল্যবান্ ভোট্কম্বলটি এখনও র'য়েছে—বিষয় ব্যাধির শেষ একটু র'য়ে গেছে। (ভোট্-কম্বলের প্রতি বার বার দৃষ্টিপাত)।

(চন্দ্রশেখর ও সনাতনের প্রস্থান।)

(মহাপ্রভুর উপবেশন)

বাসুদেব সার্ব্বভৌম পাইনু নীলাচলে,
রায় রামানন্দ লাগি গেলাম দক্ষিণে,
রূপ সনাতন লাগি এলাম রামকেলি
এথা পাইলাম মোর ভট্ট রঘুনাথে।
আরও একজন র'য়েছে হেথায়।

তার তরে প্রাণ মোর করিছে আকুলি ;
জ্ঞানাভিমান বালুকায় রেখেছে
ঢাকিয়া, অন্তঃসলিলা ফল্গু প্রায়,
হৃদয়ের প্রেম উৎসরণ প্রাণের
প্রবোধ আমার ! কতক্ষণে মিলিব
তোমায় ?
পাঠায়েছি বৃন্দাবনে প্রাণ প্রিয় সঙ্গী
মোর প্রিয় লোকনাথে, বহুদিন আগে,
আমা লাগি ঘুরে সে দক্ষিণে।
ফিরে আসি শুনিবে যখন সেথা মোর
আগমন, প্রাণ বুঝি ত্যজিবে শোকেতে।
পাঠায়েছি ভুগর্ভেরে, সুবুদ্ধি, রূপেরে
এবে সনাতনে প্রেরিব সেথায়। ত্যাগ
বৈরাগ্যের আদর্শ মহান্, প্রেম পথের
প্রথম সোপান,
—জানাইবে জগতে ইহারা।
অনিকেতন রবে এরা, একএক
বৃক্ষতলে একএক রাত্রি শয়ন, কভু
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা কভু মাধুকরী,
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি,
করোয়া মাত্র হাতে, কাঁথা ছেঁড়া বহির্বাস।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন উল্লাস।

সার্দ্ধ-সপ্ত প্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়ন,
নামকীর্ত্তন প্রেমে, সেহ নহে কোন দিনে।
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করিবে লিখন
পাণ্ডিত্যের অবধি মোর রূপ সনাতন।

(চন্দ্রশেখর ও মুণ্ডিতকেশশ্মশ্রু, কন্থাধারী সনাতনের প্রবেশ)

মরি মরি, সহস্র সূর্য্যের সম ভাস্বর বরণ, দৈন্য কারুণ্য মাখা—নয়নে প্রেমের অশ্রু বৈরাগ্য অন্তরে—কৃষ্ণ যারে কৃপা করে এই মত করে।

(প্রকাশ্যে) সনাতন, তোমার ভোট্‌কম্বলটি কোথায় গেল ?

সনাতন। প্রভু, যে দিন থেকে শুনেছি, আপনার গায় ছেঁড়া কাঁথা, দ্বারে ভিক্ষা মেগে খান, সে দিন থেকে রাজ-পোষাক রাজভোগ বিষবৎ লাগ্‌ত', ছেঁড়া কাঁথা গায় দিয়ে অপার আনন্দ পেতাম।—আস্‌বার পথে ভগ্নাপতি শ্রীকান্তের অনুরোধ এড়াতে না পেরে ঐ ভোট্‌কম্বলটি নিয়েছিলাম। আপনি কয়েকবার কম্বলের দিকে চাইতেই আমি বুঝেছিলাম যে, আপনি এ অধমকে নিয়ে যা ক'র্ত্তে চান, মূল্যবান কম্বল তার বিঘ্ন, তাই গঙ্গার ঘাটে এক গৌড়িয়া কাঁথা শুকোতে দিয়েছে দেখে তাকে ব'ললাম এই ভোট নিয়ে তোমার কাঁথাটা আমাকে দাও। গৌড়িয়া বিশ্বাস ক'র্ত্তে পারেনি, ব'ল্‌লে "প্রাচীন হ'য়েও আমার সঙ্গে উপহাস ক'চ্ছেন কেন ? বহুমূল্য ভোট দিয়ে ছেঁড়া কাঁথা কেন নেবেন ?" আমি তাকে ভোটকম্বল দিয়ে তার কাঁথা খানি নিয়েছি।

প্রভু। হ্যাঁ, আমি বিচার করে দেখ্‌লাম, কৃষ্ণ তোমার বিষয়রোগ খণ্ডালেন, সদ্‌বৈদ্য ত' রোগের শেষ রাখেন না, তবে তিনি কেন তোমার শেষ বিষয় ভোগ রাখ্‌লেন ?

তিন মুদ্রার ভোট গায় মাধুকরি গ্রাস।
ধর্ম্মহানি হয় লোকে করে উপহাস ॥ (চৈঃ চঃ)

সনাতন। প্রভু, আপনিই আমার কুবিষয় রোগ খণ্ডালেন, আপনার ইঙ্গিতেই শেষ বিষয় ভোগ দূর হ'ল। প্রভু, নীচ সঙ্গে ত' জীবন কাটালাম, নিজের হিতাহিত কিসে হয় তা কিছুই জানিনে, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ গ্রাম্য ব্যবহারই শিখেছি— আপনি কৃপা ক'রে যখন আমাকে উদ্ধার কর্লেন এখন আমার কি কর্ত্তব্য তাই বলুন ;—

কে আমি ? কেন আমায় জারে তাপত্রয় ?
ইহা নাহি জানি কেমনে হিত হয়। (চৈঃ চঃ)

প্রভু ! কি ক'রে সাধ্য সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা ক'ত্তে হয় তা ত' জানিনা, আপনি কৃপা ক'রে সব তত্ত্ব আমাকে বলুন।

প্রভু। সনাতন, তোমার উপর কৃষ্ণের পূর্ণ কৃপা বর্ষিত হ'য়েছে, তোমার তাপত্রয় নেই, তুমি কৃষ্ণশক্তিধর, সব তত্ত্ব জান ; জেনেও আরও দৃঢ় ভাবের জন্য জিজ্ঞাসা করা সাধুর স্বভাব। জগতে ভক্তি প্রবর্ত্তন ক'র্ব্বার তুমি যোগ্যপাত্র— শুন তোমাকে ক্রমে ক্রমে সব তত্ত্ব বলি ;—

কেতুমি ?

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥ (চৈঃ চঃ)

এ দাস বেতনভোগী স্বার্থাকাঙ্ক্ষী দাস নয় ;—আত্মনিবেদিত আপনভোলা অশুল্ক দাস। কৃষ্ণ সুখৈকগত প্রাণ, কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা যাঁর, আমি কৃষ্ণের, কৃষ্ণ আমার, এই নিত্য সম্বন্ধ ভাবযুক্ত জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস।

কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।

চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়া শক্তি॥ (চৈঃ চঃ)

কেন জীবে জারে তাপত্রয় ?—

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্ম্মুখ।

অতএব মায়াতারে দেয় সংসার দুখ॥

কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়।

দণ্ড্যজনে রাজা যেন নদীতে চুবায়॥ (চৈঃ চঃ)

কেমনে হিত হয় ?

সাধু শাস্ত্র কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়।

সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়॥

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।

মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥

মায়া মুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান।

জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ পুরাণ॥

শাস্ত্র গুরু আত্মারূপে আপনা জানান।

কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা জীবের হয় জ্ঞান।

বেদশাস্ত্রে কহে, সম্বন্ধ অভিধেয় প্রয়োজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি প্রেম মহা ধন॥
কৃষ্ণ মাধুর্য্য সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণসেবা করে কৃষ্ণরস আস্বাদন॥
কৃষ্ণের স্বরূপ বিচার শুন সনাতন।
অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজে ব্রজেন্দ্র নন্দন॥
সর্ব্ব আদি, সর্ব্ব অংশী, কিশোর শেখর।
চিদানন্দ দেহ, সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্বেশ্বর॥
স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণ গোবিন্দপর নাম।
সর্ব্বৈশ্বর্য্য পূর্ণ যাঁর গোলোক নিত্যধাম॥
জ্ঞান যোগ ভক্তি তিন সাধনের বশে।
ব্রহ্ম আত্মা, ভগবান ত্রিবিধ প্রকাশে॥ (চৈঃ চঃ)

(গীত)

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্ব্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাঁহার স্বরূপ।
গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর
নর লীলার হয় অনুরূপ॥
কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন।
যে রূপের এককণ, ডুবায় সব ত্রিভুবন,
সব প্রাণী করে আকর্ষণ॥
রূপ দেখি আপনার, কৃষ্ণের হয় চমৎকার,
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম।

স্বসৌভাগ্য যার নাম, সৌন্দর্য্যাদি গুণগ্রাম,
এইরূপ তাঁর নিত্যধাম ॥
চড়ি গোপী মনোরথে মন্মথের মনমথে
নাম ধ'রে মদন মোহন।
জিনি পঞ্চশর দর্প স্বয়ং নব কন্দর্প
রাস করে লইয়া গোপীগণ ॥
নিজ সম সখা সঙ্গে গোগণ চারণ রঙ্গে
বৃন্দাবনে স্বচ্ছন্দ বিহার।
যার বেণুধ্বনি শুনি, স্থাবর জঙ্গম প্রাণী
পুলক কম্প বহে অশ্রুধার ॥
মধুরং মধুরং বপুরস্য বিভো
মধুরং মধুরং বদনং মধুরং ॥
মধুগন্ধি মৃদুস্মিতমেতদহো
মধুরং মধুরং মধুরং মধুরং ॥

(মহাপ্রভুর বাহ্যজ্ঞান লোপ ও সনাতন কর্ত্তৃক ধারণ।)

